ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-43 ■ 18 November, 2024 ■ আগরতলা ১৮ নভেম্বর, ২০২৪ ইং ■ ২ অগ্রহায়ণ, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

এনপিপির সমর্থন প্রত্যাহার, ঝুলছে ১৯ জন বিধায়কের খড়্গ

মণিপুরে কার্যত সংকটে বিজেপি

ইম্ফল, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) ।। আপাতত সরকার টিকিয়ে রাখা সংকট হলেও মনিপুরে এনপিপির সমর্থন প্রত্যাহারে গভীর চিন্তায় পড়েছে বিজেপি নেতৃত্ব। কারণ মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিংহের অপসারণ চেয়ে ১৯ জন বিজেপি বিধায়কের হুমকি ভরা চিঠি গভীর রাজনৈতিক সংকট তৈরি করেছে।

আজ এনপিপি মনিপুরে বিজেপি সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করায় এই মুহূর্তে ৪৬ জন বিধায়ক নিয়ে বীরেন সিং নিজেকে সংকটমুক্ত ভাবতে পারছেন। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর পদ থেকে তাকে অপসারণ না করা হলে ১৯ জন বিধায়ক পদত্যাগ করলে মণিপুরে বিজেপি সরকারের পতন নিশ্চিত বলেই মনে করা হচ্ছে। ফলে মহারাষ্ট্রে প্রচাররেলি ফেলে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিতশাহ দিল্লি ছুটে গিয়ে ডেমেজ কন্টোল শুরু করে দিয়েছেন।

মণিপুরে বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করেছে মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কে সাংমার ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)।

মণিপুরে নংথমবাম বীরেন সিং নেতৃত্বাধীন সরকার রাজ্যে সহিংসতা বন্ধ করতে "সম্পূর্ণ ব্যর্থ" অভিযোগ তুলে আজ রবিবার সন্ধ্যায় সমর্থন প্রত্যাহার সংবলিত চিঠি বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নাড্ডাকে পাঠিয়েছেন এনপিপি-প্রধান মেঘালয়ের মুখ্যমন্ত্রী কনরাড কঙ্খল সাংমা।

বিজেপি সভাপতিকে প্রেরিত চিঠিতে কনরাড সাংমা লিখেছেন, 'মণিপুর রাজ্যের চলমান আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বিগ্ন ন্যাশনাল পিপলস পার্টি।

গত কয়েকদিনে আমরা দেখেছি, পরিস্থিতির আরও অবনতি হয়েছে। অনেক নিরীহ প্রাণ হারিয়েছেন। রাজ্যের মানুষ চরম দুর্ভোগের মধ্য দিয়ে দিন কাটাচ্ছেন।'

চিঠিতে সাংমা লিখেছেন, 'আমরা মনে করি, বীরেন সিং-এর নেতৃত্বে মণিপুর রাজ্য সরকার সংকট নিরসনে এবং স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে।

তাই বর্তমান পরিস্থিতি মাথায় রেখে ন্যাশনাল পিপলস পার্টি তৎকালীনভাবে মণিপুর রাজ্যে বীরেন সিং নেতৃত্বাধীন সরকার থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এনপিপি সমর্থন প্রত্যাহার করলেও মণিপুরে এন বীরেন সিং নেতৃত্বাধীন জোট সরকার রাজনৈতিক সংকটের মুখে পড়বে না বলে মনে করা হচ্ছে। কেননা ৬০ সদস্যের মণিপুর বিধানসভায় এনপিপি-র বিধায়ক রয়েছেন সাতজন।

বিজেপির ৩২ জন ছাড়াও সমর্থন রয়েছে পাঁচ (৫) এনপিএফ, জেডি (ইউ)-এর ছয় (৬) বিধায়ক এবং তিন (৩) নির্দলীয় বিধায়কের। সাত এনপিপি বিধায়কের সমর্থন প্রত্যাহারের পর সংখ্যা হয়েছে ৪৬। এছাড়া রয়েছেন কুকি পিপলস অ্যালায়েন্সের দুই এবং কংগ্রেসের পাঁচ বিধায়ক।

প্রসঙ্গত মনিপুরে গত দেড় বছর ধরে সহিংসতা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার অভিযোগে বিজেপির ১৯ জন বিধায়ক মুখ্যমন্ত্রীর অপসারণের দাবিতে সোচ্চার হয়েছেন। তারা কুকি ও মাইতি সম্প্রদায়ের বিক্ষুব্ধ-গোষ্ঠীদের সঙ্গে গত বুধবার বৈঠক শেষে দিল্লিতে হাই কমান্ডের কাছে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে একরাশ অভিযোগ লিখে অপসারণের দাবি জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন।

তারা বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্ব ছাড়াও প্রধানমন্ত্রী মোদির হস্তক্ষেপ চেয়েছেন।

প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে মোদী

নাইজেরিয়ার সঙ্গে ভারতের বেশ কিছু নতুন সম্ভাবনা যুক্ত হয়েছে

আবুজা ও নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.)।। নাইজেরিয়ার সঙ্গে কৌশলগত অংশীদারিত্বকে অগ্রাধিকার দেয় ভারত। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। নাইজেরিয়ার আবুজায় সে দেশের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, প্রতিরক্ষা, জ্বালানি, আর্থিক সমস্যা, প্রযুক্তি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা এবং সংস্কৃতির মতো বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমাদের শক্তিশালী সহযোগিতা রয়েছে। আমাদের সম্পর্কের সঙ্গে বেশ কিছু নতুন সম্ভাবনা যুক্ত হয়েছে।'প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'সন্ত্রাস, বিচ্ছিন্নতাবাদ, জলদস্যুতা এবং মাদক চোরাচালানের মতো চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আমরা একসঙ্গে কাজ করে যাচ্ছি। আমরা ভবিষ্যতে আরও শক্তিশালী হয়ে তা করতে থাকব।'

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে রবিবার নাইজেরিয়ার আবুজায় রাষ্ট্রপতি ভবনে আনুষ্ঠানিক স্বাগত জানানো হয়, পাশপাশি গার্ড অব অনার গ্রহণ করেন মোদী। নাইজেরিয়ার রাষ্ট্রপতি বোলা আহমেদ টিনুবু আবুজায় রাষ্ট্রপতি ভবনে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে স্বাগত জানিয়েছেন। এর পর উভয়ে এক বৈঠকে মিলিত হন। দুই নেতা দু-দেশের মধ্যেকার কৌশলগত অংশীদারিত্ব বিষয়ে পর্যালোচনা করেন। এছাড়া দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের উন্নতিতে তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়। মোদীর সফরকালে দু-দেশের মধ্যে বেশ কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কথা রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী মোদী পরে নাইজেরিয়ায় বসবাসকারী ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের এক সভায় ভাষণ দেবেন।

নাইজেরিয়ার সর্বোচ্চ সম্মান পাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী মোদীকে দ্য গ্র্যান্ড কমান্ডার অফ দ্য অর্ডার অফ দ্য নাইজার দিয়ে সম্মানিত করবে নাইজেরিয়া। রানী এলিজাবেথ হলেন একমাত্র বিদেশী বিশিষ্ট ব্যক্তি যিনি ১৯৬৯ সালে দ্য গ্র্যান্ড কমান্ডার অফ দ্য অর্ডার অফ দ্য নাইজার পুরস্কার পেয়েছিলেন। এবার প্রধানমন্ত্রী মোদী নাইজেরিয়ার সর্বোচ্চ সম্মান পাচ্ছেন। এটি হবে ১৭ তম আন্তর্জাতিক পুরস্কার, যা প্রধানমন্ত্রী মোদীকে একটি দেশ প্রদান করছে।

বুলডোজার চালিয়ে বাড়িঘর ভেঙ্গে দেওয়া অমানবিক ঃ জিতেন্দ্র

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। রবিবার আগরতলায় দক্ষিণ রামনগর গোল চক্কর এলাকা পরিদর্শনে যান বিধানসভার বিরোধী দল নেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী। সাথে ছিলেন সিপিআইএম বিধায়ক দল। এলাকায় ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারদের সাথে কথাবার্তা বলেন তিনি।

প্রসঙ্গত, কিছুদিন পূর্বে দক্ষিণ রামনগর গোল চক্কর এলাকায় সরকারি জমি দখল করে বসবাসরত জনগণের বাড়িঘর বুলডোজার চালিয়ে উচ্ছেদ করে দেওয়া হয়েছে। পুনর্বাসনের ব্যবস্থা না করেই বহু মানুষকে ঘরছাড়া করে দেওয়ায় অসহায় হয়ে পড়েছেন এলাকার জনগণ। খোলা আকাশের নিচে কোনোভাবে জীবনযাপন করছেন তারা। বিরোধী দল নেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী সংবাদ প্রতিনিধিদের সম্মুখে বলেন, এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্তদের সাথে কথা বলে তিনি বুঝতে পারেন যে তারা ৪০-৫০ বছর ধরে সকল বৈধ কাগজ নিয়ে জীবনযাপন করছিলেন। সরকারি জমি থেকে তাদের এত সংক্ষিপ্ত সময়সীমা বেঁধে দিয়ে হঠাৎ করে উচ্ছেদ করে দেওয়া অন্যায় হয়েছে। ১৫-২০ দিনের নোটিশ দিয়ে তাদের বাড়িঘর বুলডোজার চালিয়ে ভেঙে দেওয়া অমানবিক।

তিনি আরো বলেন, সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুসারে বুলডোজার চালিয়ে এলাকাবাসীকে এভাবে উচ্ছেদ করার প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আইন অমান্য করা হয়েছে। যেসকল আধিকারিক এই কাজে নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং আইনকে এভাবে বৃদ্ধাঙ্গুল দেখিয়েছেন তাদের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্ট মামলা নিতে পারবে।

এলাকার জনগণ বিধানসভার বিরোধী দল নেতা জিতেন্দ্র চৌধুরীর হাতে দুই দফা দাবি নিয়ে এক স্মারক তুলে দেন। সরকারের কাছে তাদের দাবি সরকারি জমিতে গৃহ নির্মাণ করে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা এবং নিশ্চিত আয়ের ব্যবস্থা।

বিধানসভার বিরোধী দল নেতা জিতেন্দ্র চৌধুরী এদিন রামনগরের বিধায়ক তথা মেয়র দীপক মজুমদার এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, তাদের এই সমস্যা যাতে সমাধান করা হয়। এই বিষয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করবেন বলেও জানান।

তিপ্রাল্যান্ড নিয়ে প্রদ্যোতকে বিঁধলেন ডেমোক্রেটিক পার্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। ২০২৩ সালে স্টেট হুড ডিমান্ড কমিটি গঠন করা হয়েছিল। এখন সেই কমিটি রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। দলের নাম দেওয়া হয়েছে স্টেট ডেমোক্রেটিক পার্টি। নতুন রাজনৈতিক দলের সভাপতি হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন অমূল্য রিয়াং এবং সাধারণ সম্পাদক হলেন জাম্পু দেববর্মা। পার্টির চেয়ারম্যান হয়েছেন অঘোর দেববর্মা।

চেয়ারম্যান অঘোর দেববর্মা সংবাদ মাধ্যমের সম্মুখে বলেন, রাজ্যে জনজাতিদের ঠকানো হচ্ছে। কখনো গ্রেটার তিপরাল্যান্ড আবার কখনো তিপরাল্যান্ডের দাবি নিয়ে সবই রাজনীতি করছে। এই সবকিছুই মন্ত্রীত্ব পাওয়ার জন্য হচ্ছে বলে দাবি করেন তিনি।

তিনি আরো বলেন, পাহাড়ের জনজাতিদের নিয়ে রাজনীতির খেলায় মেতেছেন প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মা। তিপরা মথার প্রাক্তন সুপ্রিমো প্রদ্যুত কিশোর দেববর্মা মূল দাবি থেকে পিছিয়ে গেছেন বলেও দাবি করেন দলের চেয়ারম্যান।

প্রদ্যুতকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, " যত পারো ঠকিয়ে যাও, তিপ্রাসা নির্মূল হওয়া অবধি ঠকিয়ে ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাজার থেকে দুই ব্যক্তি অপহৃত, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ১৭ নভেম্বর।। কাজ সাড়ে বাড়ি ফেরার পথে অপহৃত হয়েছেন এক সরকারি কর্মচারী, এমনই অভিযোগ উঠেছে। কমলাসাগর দেবীপুর ফার্মে কর্মরত এক সরকারি কর্মচারী নাইট ডিউটি সেরে বাড়ি ফেরার পথে রবিবার সকালে মধুপুর থানাধীন দেবীপুর বাজার এলাকা থেকে অপহৃত হয়েছেন বলে অভিযোগ, সঙ্গে এক ব্যবসায়ীকেও অপহরণ করা হয়েছে। ঘটনায় চাঞ্চল্য গোটা দেবীপুর এলাকায়।

কমলাসাগর বিধানসভা এলাকার পাচারকারীদের অবৈধ নেশাসামগ্রী গাঁজা, ব্রাউন সুগার সহ প্রচুর নেশা সামগ্রী বেশ কিছুদিন পূর্বে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। নেশা কারবারীরা তাদের এই মাল পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেওয়ার অভিযোগে ফার্মে কর্মরত রতন বর্ধন ও পোল্ট্রি মুরগির ব্যবসায়ী বিকাশ সরকারকে দেবীপুর বাজার এলাকা থেকে রবিবার সকালে জোরপূর্বক অপহরন করে নিয়ে যায়। নেশা কারবারীর দাবি ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

মহিলাকে গুলি আটক এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৭ নভেম্বর।। মুঙ্গিয়াকামি থানা এলাকার স্বপ্না দেববর্মা গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনায় সন্ধিরাম দেববর্মা নামে এক সন্দেহভাজনকে আটক করেছে পুলিশ। জিজ্ঞাসাবাদে সে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করেছে।

গত ১৪ নভেম্বর মুঙ্গিয়াকামি থানা এলাকার স্বপ্না দেববর্মা অন্য দুই মহিলার সাথে আঠারোমুড়া রেঞ্জের গভীর ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

শহরে এক বাড়ি থেকে মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য, খুনের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। রাজধানীর আখাউড়া রোডস্থিত এক বাড়ি থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। ঘটনাকে ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা এলাকায়। পশ্চিম থানার পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে। বাড়ির মালিক রতন চৌধুরীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।

আখউড়া রোড স্থিত রতন চৌধুরীর বাড়ি থেকে এক মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। মৃতের নাম শুভাগত চক্রবর্তী ওরফে (অভিজিৎ)। তাঁর বাড়ি রেন্টার্স কলোনি এলাকায়। আর্থিক লেনদেন বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তাঁকে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন মৃতের আত্মীয় পরিজনরা। আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত একটি বিষয়ে আলোচনা করতে শনিবার রাতে রতন চৌধুরীর বাড়িতে আসেন অভিজিৎ। রাতে আর বাড়ি না ফিরে সেখানেই থেকে যান তিনি। সকালে এক বন্ধ ঘর থেকে তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে।

মৃতের পরিবারের দাবি, আর্থিক লেনদেনের বিষয়কে ভিত্তি করেই তাঁকে খুন করা হয়েছে। এটা আত্মহত্যা ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

উনকোটি জেলা হাসপাতালে বহু পরিষেবা বন্ধ, ক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৭ নভেম্বর।। সরকারি হাসপাতালে একের পর এক পরিষেবা বন্ধ থাকার ফলে গোটা উনকোটি জেলার জনগণের মধ্যে তীব্র ক্ষোভ দেখা দিয়েছে।

প্রসঙ্গত, দীর্ঘদিন ধরে উনকোটি জেলা হাসপাতালে সিটি স্ক্যান পরিসেবা বন্ধ ছিল। অন্যদিকে এক বছর ধরে হাসপাতালের অক্সিজেন প্ল্যান্ট বন্ধ হয়ে আছে। কিন্তু এ নিয়ে দপ্তর উদাসীন। উনকোটি জেলা হাসপাতালে চিকিৎসারত রোগীদের কথা মাথায় রেখে ২০২২ সালে কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে অক্সিজেন প্ল্যান্ট নির্মান করা হয়েছিল। কিন্তু এটি সাধারণ মানুষের কাজে আসছে না। হাসপাতালের কমপ্লেক্সে অক্সিজেন প্ল্যান্ট চালু হওয়ার পরের কয়েক মাস নিয়মিত ভাবে এর ব্যবহার করা হলেও, ২০২৩ সালের প্রথমদিক ওই অক্সিজেন প্ল্যান্ট নষ্ট হয়ে পড়ে রয়েছে। সংশ্লিষ্টদের থেকে জানা গেছে, উনকোটি জেলা হাসপাতালের অক্সিজেন প্ল্যান্ট এর পাশাপশি জেলার অধীনে সমস্ত মহকুমা হাসপাতালের অক্সিজেন প্ল্যান্টগুলো দীর্ঘদিন ধরে বিকল হয়ে রয়েছে। এই বিষয়ে অক্সিজেন প্ল্যান্টে নিয়োজিত কর্মীদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা কোনোও মন্তব্য করতে নারাজ।

এই বিষয়ে উনকোটি জেলার জনগণের মধ্যে ক্ষোভ বিরাজ করছে। বহুবার এ নিয়ে উষ্মা প্রকাশ করেছেন তারা। কিন্তু বিকল মেশিনগুলো ঠিক করার বিষয়ে দপ্তরে উদাসীন। স্থানীয়দের বক্তব্য, এভাবে সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে অক্সিজেন ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ
আগরতলা, ১৮ নভেম্বর,২০২৪ ইং
২ অগ্রহায়ণ, সোমবার, ১৪৩১ বঙ্গাব্দ

নেশার হাবুডুবু খাচ্ছে যুবসমাজ

নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার স্লোগান যেন স্লোগান সর্বস্ব হইয়া পড়িয়াছে। বাস্তবে নেশার সাগরে ডুবিয়া গিয়াছে গোটা যুবসমাজ। গৃহবধূরাও খাবডুবু খাইতেছে নেশার কবলে। স্কুল কলেজ পরওয়ারা নেশায় আচ্ছন্ন হইতেছে। গন্ধহীন ও সেরা পথে নেশা গ্রহণ পরিস্থিতিকে জটিল করিয়া তুলিয়াছে।

একাধিক সচেতনতা শিবির এবং সরকারি ব্যবস্থাপনায় একের পর এক এইডস প্রতিরোধ কর্মসূচির উপর ক্যাম্প করা হইলেও মরণব্যাধি এইডস দ্রুত ছড়াইতেছে দ্রুতগতিতে। কাঞ্চনপুর,আনন্দবাজা, থুমসরাইপাড়া এলাকার অবস্থা দিন দিন মারাত্মক হইতে। এইডসে আক্রান্তে উত্তর জেলার মধ্যে শীর্ষে দামছড়া। শিরাপথে মাদক নেওয়ার ফলে দ্রুতগতিতে ছড়াইছে এইডস সংক্রমণের রোগী। জনজাতি বাঙ্গালী বহু যুবতি গৃহবধূ শিরাপথে মাদক গ্রহন করায় তাহারা এইডসে আক্রান্ত হইতেছে। তাহাদের একটা ছোট অংশ যৌন কার্যকলাপে লিপ্ত থাকায় অনেক যুবকের শরীরে এইডস পাওয়া যাইতেছে। যাহা উদ্বেগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বিশেষ করিয়া পাহাড়ি জনপদে ব্যাপক বৃদ্ধি পাইয়াছে মরণব্যাধি এইডসের সংক্রমণ। গ্রাম পাহাড় সমতল সর্বত্র যুবতী কিশোরী এবং গৃহবধূ মহিলাদের শিরাপথে মাদক গ্রহন করিবার প্রবনতা দিন দিন বাড়িয়া যাইতেছে। উত্তরের দামছড়া, কাঞ্চনপুর এবং জম্পুই হাসপাতালে স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে এইডসপ্রতিরোধে ওএসটি সেন্টার খোলা
হইয়াছে। কিন্তু ওএসটি গুলি মাদক সেবনকারী বা শিরাপথে মাদক নেওয়া নেশা গ্রস্থ যুবক যুবতী গৃহবধূদের যাওয়ার কোন আগ্রহ দেখা যাইতেছে না। বর্তমানে শিরাপথে মাদক গ্রহনকারী যুবক যুবতীদের সংখ্যা প্রত্যন্ত পাহাড়ি অঞ্চলগুলিতে হু হু করিয়া বাড়িতেছে। এইডসের ভয়ংকর পরিস্থিতির কথা এইডস দপ্তরের কর্মকর্তারা স্বীকার করিলেও এর প্রতিরোধে তেমন জুৎসই ব্যবস্থা নেওয়ার উদ্যোগ চোখে পড়িতেছে না। রাজ্য জুড়িয়া এইডস প্রতিরোধে রোডম্যাপ এখনো তৈরি হয় নাই।

উত্তর ত্রিপুরা জেলার দামছড়ায় এইডস আক্রান্তের সংখ্যা বাড়িবার কারন শিরাপথে যুবক যুবতীরা প্রতিনিয়ত মাদক গ্রহন করায় ।একদিকে শিরাপথে মাদক গ্রহন এবং গন্ধহীন গুড়ো নেশা সামগ্রী কিভাবে গোটা রাজ্যে শিক্ষিত প্রজন্মকে ধংস করিতেছে তাহা উত্তর জেলার প্রত্যন্ত এলাকার মাদক ব্যবহারকারী যুবক যুবতীদের বায়োডাটা দেখিলেই প্রমাণিত। এলাকার মাদক ব্যবহারকারীরা অনেকেই এম এ, এগ্রি বি এস সি এবং কলেজের পাঠ অর্ধসমাপ্ত করিয়া চলিয়া আসিয়াছে। তাহাদের মধ্যে কয়েকজনের স্বীকারোক্তিতে জানা যায় বন্ধুদের সাথে প্রথমবার একদিন শখ করিয়া ড্রাগস নিয়াছিল। পুজো পার্বন সহ বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে মদের প্রচলন থাকায় তাহাদের একটু আকটু মদ খাওয়ার অভ্যাস ছিল । কিন্তু ড্রাগস থেকে তাহারা দূরে ছিলো। কিন্তু বন্ধু বান্ধবদের পাল্লায় পড়িয়া প্রথমবার ড্রাগস নেওয়ার পর তাহাদের নাকি মনে হইয়াছিল এই নেশায় তৃপ্তি আছে। ধীরে ধীরে সব কিছু ছাড়িয়া ড্রাগসের নেশায় আসক্ত হইয়া পড়ে তাহারা। ক্রমশ নেশার চাহিদায় বর্তমানে শিরা পথে সিরিঞ্জের মাধ্যমে ড্রাগস নিতেছে তাহারা । এই নেশার কবলে পড়িয়া বহু মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যত নষ্ট হইয়া যাইতেছে। অনেক পরিবার ধ্বংস হইয়া যাইতেছে একদিকে ড্রাগসের নেশা ,অন্যদিকে তাহাদের খরচ মিটাইতে মাদক সেবনকারিদের গোটা পরিবার সর্বশান্ত হইয়া পড়িতেছে । তাহাদের অভিশপ্ত জীবন থেকে স্বাভাবিক জীবনে টানিয়া আনিবার কোন রোডম্যাপ তৈরি করিতে পারিতেছে না রাজ্য রাজ্য সরকার বা রাজ্য এইডস কন্টোল বোর্ড। অথচ এর জন্য বৎসরে কোটি কোটি টাকার অর্থ বরাদ্দ হইতেছে।

দেখা যাইতেছে বহু ড্রাগস আক্রান্ত পড়ুয়া বাড়ির আর্থিক অবস্থা সচ্ছল না থাকিলেও কষ্ট করিয়া পড়াশোনা চালাইয়া যাইতেছিল। ভালো পড়াশোনা করিয়া সরকারি চাকুরী করিবার স্বপ্ন ছিল তাহাদের। কিন্তু বন্ধুদের পাল্লায় পড়িয়া ড্রাগসের স্বাদ নিতে গিয়া তাহাদের জীবনটা অভিশপ্ত হইয়া গিয়াছে। শুধু এই দুই চারজন মেধাবী যুবক নয় , শত শত শিক্ষিত যুবক যুবতী গন্ধহীন এবং শিরাপথে নেশার টানে ধংস হইয়া যাইতেছে। এক কথায় বতর্মান প্রজন্ম ড্রাগসের কবলে পড়িয়া বিনাশ হইয়া যাইতেছে। আর অভিভাবকেরা দিশাহারা। শিরা পথে ইনজেকশনের মাধ্যমে ড্রাগস নিতে গিয়া এইডসে আক্রান্তের সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে। স্কুল কলেজের বাথরুমে, মাঠে পাওয়া যাইতেছে ড্রাগস ব্যবহার করা সিরিঞ্জ। মারাত্মক অবস্থা চলিতেছে। গন্ধহীন মাদকের বিরুদ্ধে সরকারি ভাবে প্রচার চালানোর পরও দিন দিন মাদকের বাড়বাড়ন্তে অভিভাবকদের মধ্যে চিন্তার ভাজ,দিশেহারা অভিভাবকেরা। মাদক মুক্ত সমাজ, নেশা মুক্ত ত্রিপুরা শ্লোগান যেন বিদ্রুপ করিয়া হাসিতেছে।

রাজ্য এইডস কন্টোল সোসাইটি যেভাবে ঢাকঢোল পিটাইয়া তাহাদের প্রচার করিতেছে যদি তাহার অর্ধেকও কাজ করিত তাহা হইলে এইডস কিছুটা প্রতিরোধ করা যাইত বলিয়া তথ্যাভিজ্ঞ মহলের অভিমত। সমাজ থেকে নেশার এই ভয়ংকর প্রবণতা বন্ধ করিতে না পারিলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ধ্বংসের পথে ধাবিত হইবে তাহা বলিবার অপেক্ষা রাখে না। দেশ রাজ্য ও সমাজকে বাঁচাইতে হইলে সকলকে এই ব্যাপারে সচেতন হইতে হইবে। অন্যথায় গোটা সমাজ ব্যবস্থা ধ্বংস হইয়া যাইবে।

কাঁথিতে সরকারি বাস থেকে ২০০ কেজি গাঁজা সহ ১১ পাচারকারী গ্রেফতার

কাঁথি, ১৭ নভেম্বর (হি. স.) : শনিবার রাতে দিঘা-কলকাতাগামী একটি সরকারি বাস থেকে ২০০ কেজি গাঁজা সহ ১১ পাচারকারীকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, কাঁথি বিভাগের পুলি অফিসার দিবাকর দাসের নেতৃত্বে পুলিশ কর্মীরা শনিবার পূর্ব মেদিনীপুরের কাঁথি বাইপাসে তল্লাশি অভিযান চালায়। সেই সময় দীঘা থেকে কলকাতাগামী একটি সরকারি বাসকে থামিয়ে বাসের প্রতিটি যাত্রীকে তল্লাশি করে প্রায় ২০০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, এর আগেও এই চোরাকারবারীরা ওড়িশা থেকে গাঁজা পাচার করেছে কলকাতা-সহ বাংলার বিভিন্ন জেলায়। পুলিশের অনুমান, চোরাকারবারিদের সঙ্গে আরও কয়েকটি গ্রুপ জড়িত। তাদের ধরার চেষ্টা চলছে।

আর্জেন্টিনা দলে বড় ধাক্কা, খেলতে পারবেন না গুরুত্বপূর্ণ দুই খেলোয়াড়

বুয়েনোস আইরেস, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): বিশ্বকাপ বাছাই পর্বে আগামী বুধবার আর্জেন্টিনা খেলবে পেরুর সঙ্গে। সেই ম্যাচে আলবিসেলেস্তেদের হয়ে খেলতে পারবেন না দলের দুই গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড় ন চোটের কারণে ছিটকে গেছেন দুই ডিফেন্ডার নাহুয়েল মলিনা ও ক্রিস্টিয়ান রোমেরো। প্যারাগুয়ে ম্যাচেই ডান পায়ের চোটে অস্বস্তিতে রয়েছেন রোমেরোন ইতিমধ্যে প্রিমিয়ার লিগের ক্লাব টটেনহ্যাম হটস্পারের এই তারকা জাতীয় দল ছেড়ে ইংল্যান্ডে চলে গেছেন ।রোমেরোর জায়গায় আর্জেন্টাইন একাদশে ঢুকতে পারেন লিওনার্দো বালের্দি। আর ডান ঊরুর মাংসপেশির চোটে ভুগছেন মলিনা। সে কারণে আর্জেন্টিনা টিম ম্যানেজমেন্ট তার জায়গায় জিউলিয়ানো সিমিওনেকে দলে নিয়েছে। বিশ্বকাপ বাছাইয়ের দক্ষিণ আমেরিকা অঞ্চলের বর্তমান অবস্থা- ১১ ম্যাচে ২২ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে আছে আর্জেন্টিনা। সমান ম্যাচে ১৯ পয়েন্ট কলম্বিয়ার, ১৯ পয়েন্ট উরুগুয়ের এবং ১৭ পয়েন্ট নিয়ে চতুর্থ অবস্থানে ব্রাজিল।

স্বাধীন দেশে বাঙালির স্বাধীনতা নাই

হরলাল দেবনাথ

পৃথিবীর মধ্যে ভারত একটা আধ্যাত্মবাদের দেশে। সেদেশে বিদ্যায়, জ্ঞানে বুদ্ধিতে, সাহিত্যে- সংস্কৃতিতে-শিল্পে বড় বড় দিকপালের জন্ম হয়েছিল বাংলার অঞ্চলে বাঙালি মায়েদের গর্ভে। বড় বড় সাধু মহাপুরুষ থেকে শুরু করে পরম পুরুষের জন্মও হয়েছে এই বাংলায় বাঙালি মায়ের গর্ভে। ভারতের পবিত্র পরিবেশ নষ্ট হয়েছে বিদেশি অপবিত্র পরিবেশের আক্রমণ, আর বাঙালির একতায় ফাটল ধরেছে রাজনীতির একটা বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে বাঙালি একটা বৃহৎ জনগোষ্ঠী হিন্দু-মুসলমান বলে দুইভাগে বিভক্ত হয়েছে। এরফলে আজ হিন্দু বাঙালি দিন দিন দুর্বল হয়ে পড়েছে এবং বিভিন্ন আইনে আক্রান্ত হচ্ছে। পরবর্তী সময় ব্রিটিশ উভয়মুখী হিন্দীভাষা নেতৃেত্বের স্বার্থে যে দেশ ভাগ হয়েছে। সে দেশ ভাগের বলি হয়েছে একমাত্র হিন্দু বাঙালি। বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কায়দায় বাংলার অঙ্গচ্ছেদ, নেতাজীতে অপসারণ- অবশেষে দেশভাগ চক্রান্ত ও বেঙ্গল রেজিমেন্ট ভেঙ্গে দেওয়া। পুনর্বাসন ক্ষেত্রে বাঙালির বঞ্চনা। এগুলো ছিল বাঙালি অবদমন ও রাজনীতিতে শোষণমুখী আগ্রাসন পরিকল্পনা। সে কারণে হিন্দুদের জন্য হিন্দুস্থান, মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান রূপে ভারত এক দেশ প্রথম দুইভাবে বিভিক্ত হয়েছে। তারপর পূর্ব বাংলা গণভোটের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তান রূপে আরেকটি আলাদা রাষ্ট্র ঘোষিত হয়েছে, যার নাম বর্তমানে বাংলাদেশ নামে পরিচিত। এসব ইতিহাস আজ নতুন প্রজন্ম ভুলে যাচ্ছে। যেদিন স্বাধীনতার নামে রাতের অন্ধকারে দেশ ভাগ বৈঠক হয়েছিল, সেই বৈঠকে হিন্দুদের পক্ষে ছিল হিন্দীভাষী হিন্দু নেতা আর মুসলমানদের পক্ষে ছিল বাংলাভাষী মুসলীম নেতা। তারা তাদের রাজনীতির স্বার্থে হিন্দু আর মুসলমানদের সুবিধা অসুবিধা নিয়ে আলোচনা করেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে বাংলাভাষী হিন্দু বাঙালীর পক্ষে কথা বলার জন্য বাংলাভাষী হিন্দু নেতা কেউ ছিলেনা। এর ফলে আজ বাংলাভাষী হিন্দু বাঙালি পিতৃহীন অসহায় সন্তানের মতো নেতৃত্ব হারা রয়েছে এবং বিপদের সম্মুখীন হয়েছে। অখণ্ড ভারতের মানচিত্রের অন্তর্ভূক্ত ভারত-বাংলাদেশে যারা আক্রান্ত হচ্ছে, তারা স্বাধীনতা সংগ্রামীর বংশধর বাংলাভাষী হিন্দু বাঙালি। তারা বাংলাদেশে আক্রান্ত হয় হিন্দু হিসাবে আর ভারতের আক্রান্ত হয় বাঙালি হিসাবে। দেশভাগের বলি হিন্দু বাঙালি পূর্ব পাকিস্তনের চৌদ্দ পুরুষের ভিটেমাটি ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পদের মায়া ছেড়ে প্রাণ বাঁচাতে নিরাপত্তার জন্য ভারত তথা হিন্দুস্থান যারা আশ্রয় নিয়েছিল। তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা ও পুনর্বাসন ব্যবস্থা হয়েছে কি? হয়নি। তেন হয়নি, এ ব্যাপারে প্রশ্নের একটাই উত্তর, বাংলাভাষী হিন্দু বাঙালি একতা পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন। পরাধীন ভারতে হিন্দীভাষী ও বিভিন্ন ভাষাভাষী হিন্দু ধর্মাবলম্বী হিন্দু অবাঙালির হাতে বাঙালি ধাপে ধাপে আক্রান্ত হচ্ছে। অথচ আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত বাঙালির জন্য যেখানে যথার্থ পুনর্বাসন হয় না, সেখানে বাঙালি ঘাতক উগ্রপন্থীদের জামাই আদরে পুনর্বাসন হচ্ছে। হিন্দু বাঙালির সঙ্গে এইরূপ বৈষম্য নীতির আচরণ বিচার স্বরূপে হিন্দু বাঙালির জন্য দেশ স্বাধীন হয়নি একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। পরাধীন ভারতে স্বাধীনতার জন্য হিন্দু বাঙালির রক্তমাখা লড়াইয়ের সফল চলে গেল হিন্দু অবাঙালি ও মুসলীম বাঙালির ঘরে। আর হিন্দু বাঙালিরা পিতৃহীন অসহায় সন্তানের মতো নেতৃত্ব হারা হয়ে ভারত বাংলাদেশের মতো স্বাধীন দেশে স্বাধীনতার জন্য আজও লড়াই করে এবং আক্রমণের শিকার হয়। এব্যাপারে হিন্দু বাঙালির পক্ষে এবং শত্রুদলের বিপক্ষে কথা বলার মতো রাজনীতিতে এমন কোন পরিবেশ নেই। এই পরিবেশ তৈরিকরণ বা এর সমাধান ব্যবস্থা রয়েছে। রাজনীতিতে আধ্যাত্মবাদের পরিবেশে প্রতিষ্ঠিত বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব গঠন স্বরূপ আনন্দমার্গ দর্শন অন্তর্ভূক্ত অর্থনৈতিক দর্শন- প্রাউট সে প্রাউট প্রতিষ্ঠার জন্য বিশ্বের সমস্ত সমাজ আন্দোলনের মধ্যে বাঙালি সমাজ প্রধান ভূমিকায় রয়েছে এবং এই আন্দোলন এখন শুধু নৈতিক লোকের অপেক্ষা। এবার স্বাধীন ভারতে বাঙালির স্বাধীনতার জন্য বাঙালী সমাজে একতা পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে তার জন্য বাঙালি ভোটে জয়ী বিধানসভা- পার্লামেন্ট সদস্য যারা রয়েছেন তারা অসহায় বাঙালির পক্ষে কথা বলার জন্য এগিয়ে আসুন।

শত কবিতা বিকশত হোক

মহম্মদ শাহাবুদ্দিন

মায়াকোভস্কি কবিতা প্রসঙ্গে বলেছিলেন, ‘‘অগণিত মানুশের জন্যই কবিতা। সেই মানুষের জন্য, যাঁরা পৃথিবীটাকে বদলাতে চায়।’’ কবি চেয়েছিলেন, সমাজকে পাল্টানোর প্রয়োজনে, বিপ্লবের প্রয়োজনে গড়ে উঠুক নতুন মানুষ। সময়কে পাল্টাতে প্রথমে চাই চেতনার হাতিয়ার। কবির কাছে প্রতিবাদ তাঁর কবিতা, স্লোগান তাঁর কবিতা, যুদ্ধও তার কবিতা। কবির সাহসিকতা নতুন ভাষা হয়ে শানিত স্বপ্নের ইশারা জাগিয়ে তুলুক। বলশেভিক বিপ্লবের জন্য মায়াকোভস্কি ভবিষ্যৎবাদী আন্দোলন গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর আধুনিক ভাবনা পুরানো ধারণাকে সরাতে চেয়েছিল কঠোরভাবে। বিপ্লব ছিল তাঁর কাছে স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ। পুরানো শৃঙ্খল ভেঙে উন্মোচিত করেছিলেন নতুন সামাজিক ও রাজনৈতিক পথ। ১৯১৭ থেকে ২২ দুনিয়া কাঁপানো বিপ্লবের সময় পর্বে মায়াকোভস্কি দেশের অভ্যন্তরীন নতুন দ্বন্দ্ব ও হিংসাকে দেখেছিলেন, নাটক কবিতা নিয়ে নেমে পড়েছিলেন বিপ্লবের নতুন পথ খুঁজতে। ওদা রেভোলাৎসি ও লেভিই মার্শ এর মতো কবিতায় মিছিল আর শ্রমজীবী মানুষের মুখ ভেসে উঠতে থাকে। ১৯১৫তে ট্রাউজার পরা মেঘ কবিতার আত্মকথনে জীবনে সংকট সংগ্রামের মধ্যে বেঁচে থাকার যে আশা জাগিয়েছিলেন, তার আলোয় সংঘবদ্ধ করতে চেয়েছিলেন দেশের মানুষকে। করি, কবিতার মধ্যে মানুষের মধ্যে মিশে যেতে চেয়েছিলেন। কবি লিখছেন- ‘‘গুলির আওয়াজে অরণ্য কাঁপবে বিস্ময়ে/ শান্ত আমরা দাঁড়াব তোমার পাশে। তোমার কণ্ঠস্বরে চারিদিকে জমির লড়াই। চাই সুবিচার, রুটি আর স্বাধীনতা। তোমার সুরে গলা মিলিয়ে। আমরা তোমার পাশে। শত্রুকে নিখুঁত আক্রমণে। দিনান্তের শেষে। শেষ যুদ্ধের জন্য। আমরা তোমার পাশে।’’ মায়াকোভস্কি প্রতি কবিতায় এইভাবে মানুষের সান্নিধ্য চেয়েছেন, মানুষকে সান্নিধ্য দিয়েছেন। কবিতায় সংস্কৃতিতে এনেছেন জীবনের ঘ্রান।

নিকারাগুয়ার নির্যাতিতের ইতিহাসকে উপলক্ষ্য করে ফাদার এর্নেস্তো কার্দেনাল মানুষের প্রতি বুক ভরা ভালবাসা নিয়ে রচনা করেছিলেন ‘‘ব্ল্যাঙ্কভার্স’’। বাইবেলের সর্বমানবিক আবেদনে তিনি পেয়েছিলেন সাম্যের আলো। নাজারাথের যীশুর কথায় খুঁজে পেয়েছিলেন বিপ্লবের বার্তা। মহামানবরা স্বপ্ন দেখেছিলেন পৃথিবীর বুকে নতুন করে বিপ্লব আসবে। সবাইকে আপন করে নেওয়া, সর্বশ্রেণিকে সাম্যের আসনে প্রতিষ্ঠিত করার মধ্যে দিয়ে কার্দেনাল খুঁজে পেয়েছিলেন। কম্যুনিজমের বীজ। এই উপলব্ধি থেকে খ্রীষ্টীয় উপাসক কার্দেনাল সাম্যবাদী হয়েছিলেন। বিবর্তনবাদে উদ্বুদ্ধ হয়ে তার কবিতায় এনেছিলেন বিজ্ঞানকে। তাঁর কাব্যিক অবলোকনে এসেছিল সমাজ পরিবর্তনের স্বপ্ন। কবিতার ধ্যানমগ্ন উচ্চারণে ফাদার কার্দেনাল লিখেছেন- আর ছায়াপথ একটি ফুলের আকারে ফুটেছিল। এই নক্ষত্রখচিত রাতে তাকে তেমনি দেখা গেল। আমাদের হাড়, আমাদের পেশি এসেছে অন্য নক্ষত্র থেকে। সম্ভবত অন্য কোন ছায়াপথ বেয়ে, আমরা তো মহাবৈশ্বিক, এবং মৃত্যুর পরে আমরা অন্য নক্ষত্র গঠনে লেগে যাবো,। অন্য ছায়াপথ নির্মাণে। কবিতার ক্যানভাসে তিনি এঁকেছিলেন শুধু নিকারাগুয়া নয়, সমগ্র ল্যাটিন আমেরিকার মুক্তির স্বপ্ন। তাঁর কবিতায় সম্মিলিত ভাবে এসে মিশেছিল শোষিত মানুষের জীবন, শ্রমজীবী মানুষের কান্নার আওয়াজ।

এই সম্মিলিত জীবন, এই শ্রমের শব্দ অনুরণ কি সৃষ্টি করেছে কবিতাকে। জর্জ টমসন মানুষের অগ্রগমনের ইতিহাসের প্রথম লগ্নে সমবেত জীবন ও শ্রমের মধ্যে কবিতাকে খুঁজেছেন। তাঁর ‘‘মার্কসইজম এ্যান্ড পোয়েট্রি’’তে তিনি বলছেন, আদিমকালে মানুষ নিঃসঙ্গ থাকতো না। কাজের তালে তালে অনেকে কবিতা গেয়ে শোনাতত। শ্রোতারাও যোগ দিত তার সঙ্গে। এই শব্দ ছন্দ, শ্রমের মধ্যে উদ্দীপনা এনে দিত। কষ্টের মধ্যে আনতো প্রশান্তি। কবিতায় ছিল জীবনের গতি। কবিতা তখন ছিল টমসনের সমবেতভাবে উপভোগের বিষয়। জর্জ টমসনের এই কথায় বোঝা যায় ‘সৃষ্টির যুগে গান ছিল শরীরের ঘাম নিরসনের উপায়। ছিল অবিরাম শ্রমের মধ্যে শান্তি। এই শ্রমকে যখন শোষণ করায়ত্ত করল, তখন কবিতা, গান হয়ে উঠল, হয়ে উঠল প্রতিবাদের ‘কণ্ঠস্বর’ ওয়াল্ট হুইটম্যান লিখেছিলেন— ‘একবার যদি নত কর শির/ তুমি দাস হয়ে যাবে/ একবার দাস হয়ে গেল/ এই পৃথিবীতে ঠিকানা হারাবে স্বাধীনতা’। আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ মানুষ এই স্বাধীনতার ঠিকানা খুঁজে নিয়েছিল। দাসত্বের যন্ত্রণা সয়ে যাঁরা হয়ে উঠেছিল সভ্যতার পিলসুজ। তাঁদের কণ্ঠস্বর শোনা গেছে আফ্রিকার প্রতিবাদী কবিতায়। নেলনসন ম্যান্ডেলা বলতেন, ‘আমাদের মহাদেশের কবিতাউদ্যত খড়গের মতো। এ কবিতা ভেঙেছে আমাদের বন্দীশালার কারাগার’। আফ্রিকার ইতিহাস যেমন শোষিত মানুষের ইতিহাস, তেমনি তা সুদীর্ঘ সংগ্রামের ইতিবৃত্ত। কালো মানুষেরা পণ্য হতে হতে। ঔপনিবেশিক অত্যাচারের আঘাত সয়ে পথ খুঁজেছে আত্মানুসন্ধানের অস্তিত্বের শিকড় তাদের চিনিয়েছিল জন্মভূমিকে শানিত স্বপ্নের মতো জেগে উঠেছিল এই মহাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রাম। সেই স্বপ্নকে নিয়ে বিরোহী চেতনায় জন্ম নিয়েছে কৃষ্ণাঙ্গ মানুষের কবিতা। আফ্রিকার বিপ্লবী কবি প্যাট্রিস লুমুম্বার কবিতায় আফ্রিকার নিপীড়িত মানবসত্তা কথা বলে উঠেছিল। মহাদেশের নীল আকাশকে প্রতিবাদের কণ্ঠ বিয়েছিল তাঁর চারণকথা। কঙ্গোর মুক্তি সংগ্রামের মাঝ্য দাঁড়িয়ে কবিতা লিখেছিলেন বিপ্লবী লুমুম্বা। উপনিবেশবাদী শক্তির হাতে শহিদ হয়েছিলেন তিনি। লুমুম্বা তাঁর ‘‘কালো ভাই আমার’’ কবিতায় লিখছেন-’’এ যুগের ভারবাহী পশু আমার কালো ভাইয়েরা। তোমার দগ্ধ দেহের ছাই/ এখনও ওড়ে স্বর্গের বাতাসে/ হত্যা ধর্ষণের এই বর্বর শতাব্দীতে তোমার কাছে দুটো পথ/ মৃত্যু কিংবা দাসত্ব। মোজাম্বিকের মুক্তি সংগ্রামের সৈনিক কবি জোশে কারভেরিণহা শোষণের বিরুদ্ধে কলম ধরেছিলেন অন্ধকার জেলখানায় বসে। কারভেরিনহার-এর ‘কালো বিক্ষোভ’ কবিতায় খনি শ্রমিকের বেদনার চিৎকার শোনা গেছে তীব্র যন্ত্রণায়—‘আমি কয়লা/ আমার ধর্মই উত্তাপে বদলে যাওয়া/ আর তোমার শোষণের দুনিয়াটাকে / জ্বালিয়ে ছাই করে দেওয়া/ অঙ্গারে পরিণত না হওয়া পর্যন্ত জ্বলব আমি/ তপ্ত কয়লা হয়ে। দক্ষিণ আফ্রিকার বেঞ্জমিন মোলায়ের জীবনের মুক্তি যন্ত্রণাকে তাঁর কাব্যে জুড়েছিলেন। আফ্রিকার কৃষ্ণ মৃত্তিকায় তিনি পেয়েছিলেন তপ্ত স্পর্শ । সে স্পর্শ চিল বিদ্রোহের আন্দোলনের কবি মোলায়েস জীবনের অন্ধকারকে ছিন্নভিন্ন করতে চেয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন এই দুঃসময়ে অরণ্যের অন্ধকার/ হারিয়ে গেছে রোদ্দুর/ দেখা যায় না কোনও উজ্জ্বল মুখ/ কুঠারের আঘাতে অন্ধকার ছিন্ন করে/ ভয়ঙ্কর সময়েকে রুখব আমি, তুমি আর জঠরের ভ্রূণ। নেরুদা বলেছিলেন-‘‘আমি শুধু আমার জীবনের মধ্যে বেঁচে তাকতে চাইনি। সবার জীবনকে জড়ো করেই আমার জীবন।’’ সমগ্র মহাদেশবাসীকে পাবলো নেরুদা বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছিলেন। সেখানে মিশেছে ভালবাসার গহনতা। সমালোচক জিওফ্রে বারকালাউ বলেছেন, ‘‘পাবলো নেরুদা এমন এক একক কবিসত্ত্বা, যার মধ্যে সমগ্র লাতিন আমেরিকার রেণেসাঁস আভাসিত হয়েছে। ১৯৭৩ এ সানতিয়াগোর হাসপাতালে নেরুদার জীবনাসানের কয়েক ঘন্টার মধ্যেই চিলির ফ্যাসিস্ট সেনা তাঁর কবিতার পাণ্ডুলিপি, অনূল্য নথিপত্র নিশ্চিহ্ন করে দেয়। নেরুদার বেশির ভাগ সৃষ্টিকাজ নিয়েধাজ্ঞার নিগড়ে বাঁধা ছিল। ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রশক্তির শৃঙ্খল ছিঁড়ে তাঁর কবিতায় স্ফূরির্ত হয়েছিল আশাবাদের আলো ‘আমি যদি মৃত কেউ/ তবুও আমায় কে বলে দেবে/ কি করে এক কচি পাতা/ জীবনের সুবাস এনে নিয়ে আসে ফরাসি বসন্ত ঋতু? ‘শোষণের বিরুদ্ধে বিজয়ের লক্ষ্যে জগরিত হয়েছে নেরুদার কবিতার কণ্ঠস্বর---‘যেতে হবে প্রতিটি নিমিখ/ উড্ডীন ঈগল, বাতাসী মূহূর্তের মতো/ শনির ধূসর বলয়কে জয় করে নিতে/ বাজিয়ে তুলবে বলে রূপালী ঘণ্টা ধ্বানি’। তুরস্কের বিপ্লবী কবি নাজিম হিকমতের ১৭ বছর কেটেছে স্বৈরশাসনের কারাগারে। তাঁর কবিতায় উঠে এসেছিল সুন্দর এক পৃথিবীর স্বপ্ন। স্বপ্ন দেকা মানুষের গল্প খুঁজেছেন কবি। জাঁ পল সাত্রে লিখেছিলেন, ‘নাজিম হিকমত এমনই একজন কবি, যার কাব্য আর জীবনের মধ্যে কোনও ধেবরেখা নেই।’ ‘জেলখানার চিঠি’ কাব্যগ্রহন্থ যেন স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে জনসমুদ্রের ঢেউয়ের নিশ্বাস। খোলা আকাশের নীচে, রাজপথে, মিছিলে ধ্বনিত হত তাঁর ‘জেলখানার চিঠি’ কবিতা। কবিতার মধ্যে দিয়ে কবি জেগেছিলেন কলমে আর সংগ্রামে। জেলখানার চিঠিতে কবি লিখছেন—‘মৃত্যু../ দড়ির এক প্রান্তে দোদুল্যমান শবদেহ/ আমার কাম্য নয় সেই মৃত্যু।/ কিন্তু প্রিয়তমা আমার, তুমি জেনো/ জল্লাদের লোমশ হাত/ যদি আমার গলায় ফাঁসীর দড়ি পরায়/ নাজিমের নীল চোখে/ ওরা বৃথাই খুঁজে ফিরবে ভয়।’ তিনি আবার লিখছেন ‘‘রাত্রির অন্ধকারে.। গ্রাম দেশে শুকনো পাতায়। আমি জ্বালিয়ে ছিলাম আগুন। আমি স্পর্শ করেছি সেই আগুন। নক্ষত্রের নীচে জ্বেলে রাখা অগ্নিকুণ্ডের মতো।’’ রাষ্ট্রীয় অপশাসন ও শোষণ কবির জীবনকে বার বার অস্থির করেছে। তবুও গেয়েছেন জীবনের জয়গান। নাজিমহিকমত তাই ‘‘বিংশ শতব্দী’’ কবিতায় লিখছেন- ‘‘একশো বছর পরে, প্রিয় আমার.... না, বেশি দেরি নেই। সব কিছু সত্বেও। আমার শতাব্দী প্রতি মুহূর্তে মরে গিয়ে। আবার নতুন জন্ম নিচ্ছে। সূর্য্যালোকে ঠিকরে পড়বে আমার শতাব্দী।’’ প্রতিবাদী কবিতার ইতিহাস খুঁজেতে খুঁজতে আমরা পৌঁছে যাই এদুয়ার্তো গালোয়ানো, মেহমুদ দারভিস, খলিল জিবরান, ল্যাংস্টেন হিউজের কাছে। পৌঁছে যাই রবীন্দ্রনাথ নজরুলের কাছে। রবীন্দ্রনাথ নবজাতক কাব্যে শুনিয়েছেন আগামী পৃথিবীর আশ্বাসবাণী- ‘‘আগামী প্রাতের শুকতারা সম। নেপথ্যে আছে বুঝি।। মানবের শিশু বারে বারে আনে। চির আশ্বাসবাণী। নূতন প্রভাতে মুক্তির আলো। বুঝি বা দিতেছে আনি।’’ কারার লৌহ কপাট ভেঙে, বিদ্রোহের অগ্নিবীণা বাজিয়ে কবি নজরুল বাংলা কাব্যে এসেছিলেন ধূমকেতুর মতো। যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন দাসত্বের বিরুদ্ধে, জাতপাতের বিরুদ্ধে, কবির কাছে সারা দেশটাই ছিল কারাগার। পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিপ্লবী কণ্ঠ সোচ্চার করেছিলেন নজরুল। ‘‘বিদ্রোহী’’ কবিতায় লিখলেন- ‘‘আজকে আমার খুলিয়া গিয়াছে সব বাঁধ। লিখেছেন- আমি দুর্বার। আমি ভেঙে করি সব চুরমার।। আমি অনিয়ম উচ্ছৃঙ্খল। আমি দলে যাই যত বন্ধন, যত নিয়ম কানুন শৃঙ্খল।’’ সময় বদলে যায়। ইতিহাসের এক একটা বাঁকে বদল আসে। যুদ্ধ ক্লান্ত ইতিহাসের শেষতম সৈনিকের মতো কলম হাতে নেয় কবি। কালের চিহ্ন লেগে যায় কবিতার গায়ে। শামসুর রাহমানের ‘‘আসাদের শার্ট’’ কবিতায় আমরা পেয়েছি। আসাদের জননীকে। মনে পড়ে যায় ম্যাক্সিম গোর্কির ‘‘মাদার’’কে। প্রতিদিন শহিদ পুত্রের রক্তকরবী রঙা শার্ট মেলে রাখেন আসাদের মা। শার্ট ওড়ে হাওয়ায়, নিলীমায়। মানুষের মনে জেগে ওঠে অগণিত আসাদের শার্ট। শার্ট উদ্ধত প্রতিবাদ জানায় প্রাণের পতাকা হয়ে- আমাদের দুর্বলতা, ভীরুতা, কলুষ আর লজ্জা। সমস্ত দিয়েছে ঢেকে একখণ্ড বস্ত্র মানবিক:/ আসাদের শার্ট আমাদের প্রাণের পতাকা। বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে উত্তরণ আছে। পুরাতনের ভাঙাচোরা আছে। বিপ্লব এক জন্ম রোমান্টিকতা। পরতে পরতে তার স্বপ্ন। এই সময় অন্তর সত্তার মধ্যে অমোঘভাবে পরিচয় ঘটে যায় বিদ্রোহী চেতনার। চেতনার নতুন প্লাবনে মাথা তোলে মহত্তর সৃষ্টির আবাদভূমি। কাব্যগান নিবন্ধ লেখনির শাণিত ভাষা জেগে ওঠে এই ভূমিতে। এখানেই বিকশিত হয় সময় আর সংগ্রামের শত কবিতা। রাত্রির তপস্যার শেষে জেগে ওঠে নতুন বিশ্বাস। বিশ্বকবির তাই আত্মজিজ্ঞাসা: ‘‘বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা। এর যত মূল্য সে কি ধারার ধূলায় হবে হারা। স্বর্গ কি হবে না কেনা। বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না। এত ঋণ?। রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন।’’

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে উত্তরণ আছে। পুরাতনের ভাঙাচোরা আছে। বিপ্লব এক জন্ম রোমান্টিকতা। পরতে পরতে তার স্বপ্ন। এই সময় অন্তর সত্তার মধ্যে অমোঘভাবে পরিচয় ঘটে যায় বিদ্রোহী চতেনার। চেতনার নতুন প্লাবনে মাথা তোলে মহত্তর সৃষ্টির আবাদভূমি। কাব্যগান নিবন্ধ লেখনির শাণিত ভাষা জেগে ওঠে এই ভূমিতে। এখানেই বিকশিত হয় সময় আর সংগ্রামের শত কবিতা। রাত্রির তপস্যার শেষে জেগে ওঠে নতুন বিশ্বাস।

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

২০২৪-এর অক্টোবর মাসে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের সুরক্ষা বাহিনীর হাতে উদ্ধার ১.৪২ কোটি টাকারও বেশি মূল্যে নিষিদ্ধ/মাদক দ্রব্য

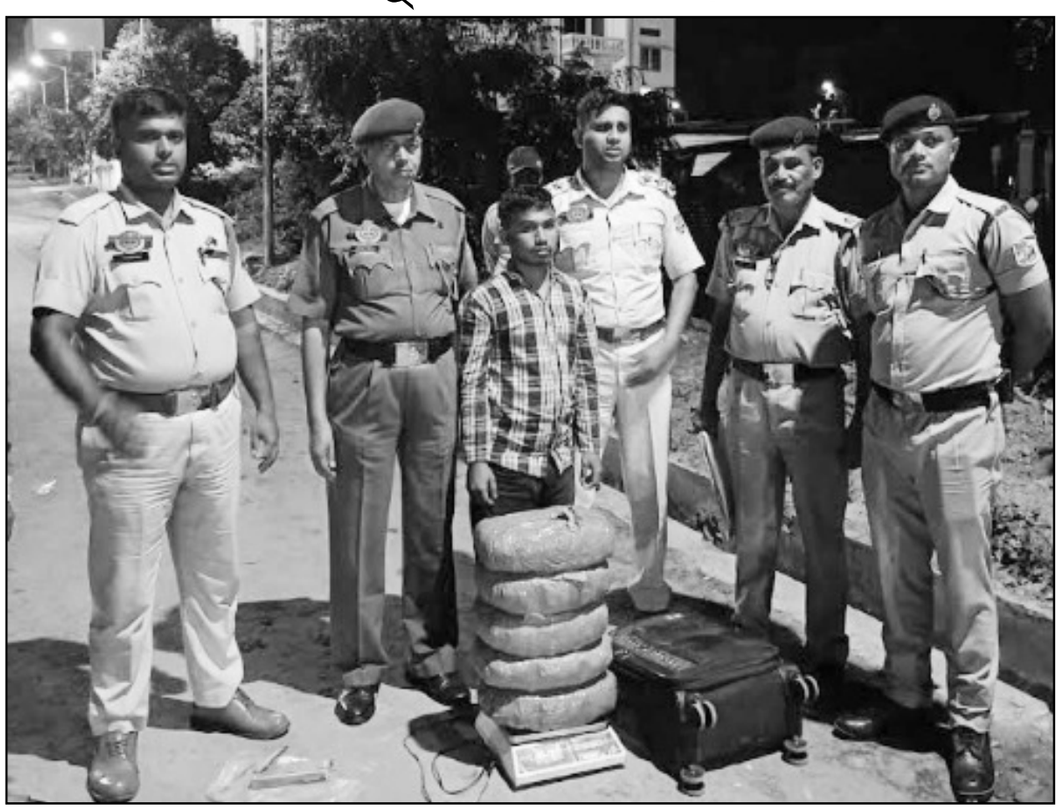

মালিগাঁও, ১৭ নভেম্বর, ২০২৪: নিষিদ্ধ সামগ্রীর পরিবহণ নিয়ন্ত্রণ করতে বিভিন্ন স্টেশন ও ট্রেনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী (আরপিএফ) নিয়মিত তল্লাশি অভিযান চালিয়ে আসছে। সম্প্রতি ০১ থেকে ১৫ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখ পর্য্যন্ত তার জোনের মধ্যে চালানো অভিযানে আরপিএফ ৩ জন ব্যক্তিকে আটক করেছে এবং তাদের কাছ থেকে ১১.১৪ লক্ষ টাকার বেশি মূল্যের নিষিদ্ধ সামগ্রী উদ্ধার করে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ ২০২৪-এর অক্টোবর মাসে জোনের মধ্যে বিভিন্ন অভিযান চালানোর সময় ১.৪২ কোটি টাকার বেশি মূল্যের নিষিদ্ধ/মাদক দ্রব্য উদ্ধার করার পাশাপাশি ২৮ জন ব্যক্তিকে আটক করেছে।

০৮ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের একটি ঘটনায় আগরতলার আরপিএফ এবং জিআরপি যৌথভাবে আগরতলা স্টেশনে তল্লাশি চালায়। এই তল্লাশির সময় যৌথ দলটি প্রায় ১ লক্ষ টাকা মূল্যের ১০ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে এবং এই ঘটনার সাথে জড়িত থাকার অভিযোগে এক জন ব্যক্তিকে আটক করে। পরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য ওসি/জিআরপি/আগরতলার হাতে উদ্ধারকৃত গাঁজা সহ আটক ব্যক্তিদের তুলে দেওয়া হয়।

১১ নভেম্বর, ২০২৪ তারিখের অন্য আরেকটি ঘটনায় গুয়াহাটি আরপিএফ-এর সিআইবি টিম গুয়াহাটি রেলওয়ে স্টেশন থেকে ২ জন ব্যক্তিকে আটক করে এবং তাদের কাছ থেকে ১০ হাজার টাকারও বেশি মূল্যের ৫৫টি সুরার বোতল উদ্ধার করে। পরে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য গুয়াহাটির আবগারি বিভাগের হাতে উদ্ধারকৃত সুরা সহ ধৃতদের তুলে দেওয়া হয়।

মাদক পাচারকারীদের দ্বারা রেলওয়ের ব্যবহার প্রতিরোধ করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের আরপিএফ নিয়মিতভাবে একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। মাদক পাচারকারীদের কবল থেকে রেলওয়েকে নিশ্চিতভাবে মুক্ত রাখতে সমস্ত সন্দেহজনক ট্রেন, স্টেশন, যাত্রী সমাগমের এলাকাগুলিতে বিভিন্ন স্তরের আরপিএফ টিম প্রায়ই অভিযান চালিয়ে আসছে। ট্রেন যাত্রার সময় কোনও ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হলে রেল যাত্রীরা ১৩৯ (টোল ফ্রি) নম্বরে কল করতে পারেন।

নেশন্স লিগে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন জার্মানি, মাতল গোল উৎসবে

ফ্রেইবুর্কে, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): একপেশে লড়াইয়ে বসনিয়াকে গুঁড়িয়ে নেশন্স লিগে গ্রুপ চ্যাম্পিয়ন হলো নাগেলসমানের দল জার্মানিন ফ্রেইবুর্কে শনিবার রাতে ৭-০ গোলে জিতল তারা। এই গোল উৎসবে দুবার করে জালে বল পাঠিয়েছেন টিম ক্লাইনডিন্সট ও ফ্লোরিয়ান ভিরৎজ। অন্য তিনটি গোল করেছেন জামাল মুসিয়ালা, কাই হাভার্টজ ও লেরয় সানে।পাঁচ ম্যাচে চার জয় ও এক ড্রয়ে ১৩ পয়েন্ট জার্মানির। দিনের আরেক ম্যাচে হাঙ্গেরিকে ৪-০ গোলে হারিয়ে ৮ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপ রানার্সআপ হয়ে শেষ আটে উঠেছে নেদারল্যান্ডস। আর ৫ পয়েন্ট নিয়ে তিনে হাঙ্গেরি। বসনিয়া ১ পয়েন্ট নিয়ে তলানিতে থেকে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিয়েছে ন

আলিপুরদুয়ারে দুটি বাসের সংঘর্ষে জখম ২৯, আশঙ্কাজনক ৩ জন

আলিপুরদুয়ার, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): আলিপুরদুয়ারের মজিদখানার চালতাতলা এলাকায় রবিবার ভোররাতে দু'টি বাসের সংঘর্ষে জখম হয়েছেন কমপক্ষে ২৯ জন। অসমগামী ৩১সি জাতীয় সড়কে ঘটনাটি ঘটেছে। দু'টি বাসই অসমে যাচ্ছিল। পুলিশ সূত্রে খবর, জাতীয় সড়কের বেহাল দশার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। রাস্তায় গর্ত দেখে সামনের বাসটি জোরে ব্রেক কষে। সেই সময় পিছনে থাকা বাসটি সজোরে ধাক্কা মারে সামনের বাসের পিছনে। ঘটনায় জখম হন ২৯ জন। আহতদের সকলকেই আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। হাসপাতালের সুপার জানিয়েছেন, জখমদের মধ্যে তিন জনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

সেজে উঠেছে বদ্রীনাথ মন্দির, রবিবার রাতেই বন্ধ হবে পুণ্যার্থীদের জন্য

চামোলি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): রবিবার রাতেই পুণ্যার্থীদের জন্য বন্ধ হতে চলছে বদ্রীনাথ মন্দির। শীতের মরশুমের জন্য রবিবার রাত ৯.০৭ মিনিট নাগাদ বন্ধ হতে চলেছে বদ্রীনাথ ধাম। এদিনই বিপুল সংখ্যক ভক্ত বাবা বদ্রী বিশালের পূজার্চনা করেছেন। আচার-অনুষ্ঠান ও মন্ত্রপাঠের মধ্য দিয়ে চলছে সমাপনী অনুষ্ঠান।মন্দির বন্ধ হওয়ার আগে ফুল দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়েছে বদ্রীনাথ মন্দির।

অসমের সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্টঃ

ভারতের সেমিকন্ডাক্টর বাস্তুতন্ত্র বিশ্ব বাজারে নতুন দিশা দেখাতে প্রস্তুত

সেমিকন্ডাক্টর শিল্পে ভারতের সার্বিক অগ্রগতির সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত হল টাটা সেমিকন্ডাক্টর অ্যাসেম্বলি এবং টেস্ট প্রাইভেট লিমিটেড। অসমের মরিগাঁওয়ের এই সেমিকন্ডাক্টর ইউনিটের উন্নয়ন দেশের অন্যতম প্রধান উৎপাদন কেন্দ্র হয়ে ওঠার জন্য প্রস্তুত। দেশে সেমিকন্ডাক্টর শিল্প বাস্তুতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনের জন্য দেশের কাঙ্খিত লক্ষ্যের সাথে যথেষ্ট খাপ নেবার মতো এই প্রকল্প। অসমের মরিগাঁওয়ে ২৭ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে এই প্রকল্পটি প্রতিদিন ৪৮ মিলিয়ন সেমিকন্ডাক্টর চিপ উৎপাদন করবে বলে আশা করা হচ্ছে। এই প্রকল্পটিতে ফ্লিপ চিপ এবং ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেমের মতো উন্নত প্যাকেজিং প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে। এটি স্বয়ংচালিত বৈদ্যুতিক যানবাহন, টেলি যোগাযোগ এবং কনজিউমার ইলেকট্রনিক্সের মতো প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রগুলির চাহিদা মেটানোর মতো লক্ষ্য গ্রহন করেছে। আগামী ২০২৫ সালের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে এই প্রকল্প বাস্তব রুপ পাবে বলে ধারনা করা হচ্ছে।

অসমের মরিগাঁও এলাকায় অবস্থিত এই ইউনিটটি প্রযুক্তিগত উন্নয়নের বাইরে কয়েক হাজার যুবাদের কর্মসংস্থান তৈরী করতে সক্ষম। এটি প্রত্যক্ষ ভাবে ১৫ হাজার এবং পরোক্ষ ভাবে ১১ থেকে ১৩ হাজার কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরী করবে বলে ধারনা করা হচ্ছে। স্বাভাবিক ভাবে এই প্রকল্প যেমন আর্থ-সামাজিক মানোন্নয়ন ঘটাতে সক্ষম হবে তেমনি অসম এবং পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি আনতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে সাহায্য করবে। এটি অত্যাধুনিক উচ্চক্ষমতা সম্পন্ন উৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠবে। এই প্রকল্পের দৈনিক উৎপাদন দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় বাজারেই কাজ করবে, যা ভারতকে বিশ্বের বাজারে একটি প্রতিযোগিতামূলক শক্তি হিসাবে স্থান করে দিতে সক্ষম হবে।

ভারত সেমিকন্ডাক্টর মিশনঃ স্বনির্ভর সেমিকন্ডাক্টর শিল্পকে উৎসাহিত করাঃ

২০২৩ সালে ভারতীয় সেমিকন্ডাক্টর মিশনের বাজারের মূল্য ছিল প্রায় ৩৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। ধারণা করা হয় যে, আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে তা ১০৯ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে বৃদ্ধি পাবে। একটি প্রাণবন্ত সেমিকন্ডাক্টর এবং ডিসপ্লে ইকোসিস্টেম তৈরি করতে এবং বিদেশের বাজার থেকে আমদানির উপর নির্ভরতা কমাতে, ভারত সরকার দেশীয়ভাবে সেমিকন্ডাক্টর নির্মাণ শিল্পকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে বেশ কয়েকটি উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ইন্ডিয়া সেমিকন্ডাক্টর মিশন (আইএসএম)-এর লক্ষ্য হল একটি প্রাণবন্ত সেমিকন্ডাক্টর এবং ডিসপ্লে ইকোসিস্টেম তৈরি করা যাতে ইলেকট্রনিক্স ম্যানুফ্যাকচারিং এবং ডিজাইন শিল্পে আন্তর্জাতিক আঙিনায় অন্যতম প্রাণকেন্দ্র হিসেবে ভারতের উত্থান হয়। আর এর জন্য আন্তর্জাতিক সেমিকন্ডাক্টর বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত, আইএসএম সরকারী মন্ত্রক, শিল্প এবং একাডেমিক প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পদের দক্ষ প্রয়োগ এবং সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

ভারতের সেমিকন ইন্ডিয়া প্রোগ্রামটি ৭৬ হাজার কোটি টাকার আর্থিক ব্যয় বরাদ্দ নিয়ে চালু হয় ২০২১ সালে। এই কর্মসূচির প্রধান লক্ষ্য উন্নত কারিগরি শিল্প ও দক্ষতা বৃদ্ধি করে তা বিশ্বের বাজারে নিয়ে যাবার জন্য দেশীয় সেমিকন্ডাক্টর শিল্পকে উন্নত করা। এই উদ্যোগ সেমিকন্ডাক্টর শিল্পের প্যাকেজিং, ডিসপ্লে ওয়্যার, আউটসোর্সড সেমিকন্ডাক্টর অ্যাসেম্বলি অ্যান্ড টেস্টিং (ওএসএটি) সেন্সর এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কেবল ফ্যাব্রিকেশন সুবিধার সমন্বয়ে ডিসপ্লে ইকোসিস্টেম তৈরি করে। এই কর্মসূচির আওতায় ভারতে সেমিকন্ডাক্টর ফ্যাব স্থাপনের জন্য সংশোধিত প্রকল্প, ভারতে কম্পাউন্ড সেমিকন্ডাক্টর, সিলিকন ফটোনিক্স, সেন্সর ফ্যাব, ডিসক্রিট সেমিকন্ডাক্টর ফ্যাব এবং সেমিকন্ডাক্টর এটিএমপি, ওএসএটি সুবিধা স্থাপনের জন্য সংশোধিত প্রকল্প এবং ডিজাইন লিঙ্কড ইনসেনটিভ (ডিএলআই) প্রকল্প চালু করা হয়েছে।

ভারতের সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন ক্ষমতাকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে সরকার বহু প্রকল্প ও সুবিধার যে এক বৃহত্তর নেটওয়ার্ক গড়ে তোলার সমর্থন ও সহায়য়া দিয়ে চলেছে এরই অংশ বিশেষ এই মরিগাঁও সেমিকন্ডাক্টর প্ল্যান্ট। ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা সারা দেশে একাধিক সেমিকন্ডাক্টর ইউনিট স্থাপনের অনুমোদন দিয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে গুজরাটের ধোলেরায় টাটা ইলেকট্রনিক্স এবং গুজরাটের সানন্দে সিজি পাওয়ার। পাশাপাশি কায়নেস সেমিকন প্রাইভেট লিমিটেডকে সানন্দেও একটি ইউনিট স্থাপনের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এতে বিদেশ থেকে সেমিকন্ডাক্টর আমদানির উপর নির্ভরতা কমিয়ে এবং বিশ্বের বাজারে সেমিকন্ডাক্টরের দাম নিয়ন্ত্রনের মধ্যে রেখে ভারত যাতে এই সেমিকন্ডাক্টর রপ্তানী করতে পারে সেই দিকে বিষেষ ভাবে নজর দেওয়া হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকার মোহালিতে সেমিকন্ডাক্টর পরীক্ষাগারের আধুনিকীকরণ এবং বৈদ্যুতিন উপাদান ও সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনের প্রসারের জন্য বড় আকারের ইলেকট্রনিক্সের জন্য উৎপাদন সংযুক্ত প্রণোদনা (পি এল আই) প্রকল্প বাস্তবায়নের দিকেও মনোনিবেশ করেছে।

অসমের মারিগাঁও-এ সেমিকন্ডাক্টর ইউনিট স্থাপন ভারতের সেমিকন্ডাক্টর ইকোসিস্টেমের উল্লেখযোগ্য অর্জনের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সেমিকন ইন্ডিয়া কর্মসূচির আওতায় অনুমোদিত অন্যান্য প্রকল্পগুলির সঙ্গে এই প্রকল্পটি ভারতের প্রযুক্তিগত ভিত্তিকে জোরদার করবে এবং অর্থনৈতিক সুস্থায়িত্বের ও আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধির জন্য অনেক বেশি সাহায্য করবে। বিশ্বব্যাপী সেমিকন্ডাক্টরের চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতের ক্রমবর্ধমান সেমিকন্ডাক্টর পরিকাঠামো তৈরী করার পাশাপাশি বেকারদের কর্মসংস্থান তৈরি করতে এবং বিশ্ব ডিজিটাল অর্থনীতিতেও গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে অধিকতর সক্ষম হবে।

জম্মু ও কাশ্মীর সরকার খুব ভালো কাজ করছে, প্রতিক্রিয়া ফারুকের

জম্মু, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): জম্মু ও কাশ্মীর সরকার খুব ভালো কাজ করছে, দাবি করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশনাল কনফারেন্স-এর সভাপতি ফারুক আব্দুল্লাহ। রবিবার সকালে জম্মুতে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ফারুক আব্দুল্লাহ বলেছেন, 'আমাদের সরকার খুব ভালোভাবে চলছে, অনেক কাজ করতে হবে। আমরা ৫ বছরে আমাদের ইস্তেহারে দেওয়া প্রতিশ্রুতি পূরণ করব।'

২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াট বিদ্যুৎ অর্জনের জন্য একটি নির্ধারিত টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে : প্রহ্লাদ যোশী

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর : নবীন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী জানিয়েছেন, ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াট বিদ্যুতের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য সমস্ত অংশীদারদের নিয়ে কেন্দ্রীয় নবীন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিমন্ত্রক (এম.এন.আর.ই.)এবং বিদ্যুৎ মন্ত্রকের যৌথ প্রচেষ্টায় একটি টাস্ক ফোর্স গঠন করা হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ওড়িশার ভুবনেশ্বরে মন্ত্রকের উদ্যোগে আয়োজিত দু'দিনের চিন্তন শিবিরে শুক্রবার সমাপ্তি অনুষ্ঠানে ভাষণ দিচ্ছিলেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তাঁর ভাষণে আগামী ছয় বছরে ২৮৮ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতাসম্পন্ন কেন্দ্র স্থাপন করার প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দিয়েছেন, যার জন্য ট্রান্সমিশন বা পরিবহন পরিকাঠামো সহ ৪২ লক্ষ কোটি টাকা বিনিয়োগ করার প্রয়োজন। তিনি বলেন, একে সফল করতে হলে এই ক্ষেত্রের সংশ্লিষ্ট সবাইকে একসঙ্গে কাজ করতে হবে, যাতে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রতিকূলতা সমাধান করা যায়।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী যোশী বলেন, এই অনুষ্ঠানে ১১৭ জন শিল্পপতি এবং বিভিন্ন সরকারি ও রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা থেকে ৬৭ জন প্রতিনিধি যোগ দিয়েছেনউ দেশের প্রধান পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনকারী ১২টি রাজ্যও এতে অংশগ্রহণ করেছে। তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর ঘোষিত "পঞ্চামৃত" লক্ষ্যের প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতি পুনর্ব্যক্ত করেছেন, যেখানে ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুত উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

মন্ত্রী আরও বলেন যে, পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে স্টার্টআপদের জন্য হ্যাকাথনের আয়োজন করবে মন্ত্রক, যেখানে দেশীয় প্রযুক্তি এবং সমাধানের ব্যবস্থা উন্নয়নকে উৎসাহিত করতে নিশ্চিত বাজার প্রদানের উল্লেখ করা হবে।

পুনর্নবীকরণযোগ্য বিদ্যুতের ক্ষেত্রে উদ্ভাবনা এবং প্রযুক্তিগত অগ্রগতিকে উৎসাহিত করার জন্য বিদ্যুৎ মন্ত্রকের সঙ্গে যৌথভাবে গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য একটি নতুন বিশেষজ্ঞ গবেষণা কেন্দ্র স্থাপন করা হবে। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি প্রকল্পগুলির সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে পাওয়ার পারচেস অ্যাগ্রিমেন্ট (পিপিএ) দ্রুত চূড়ান্ত করার এবং রিনিউএবল পারচেজ অবলিগেশন (আরপিও) কঠোরভাবে বাস্তবায়নের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন।

শ্রী যোশী ওড়িশার দীর্ঘ উপকূলরেখা এবং বন্দর পরিকাঠামোর জন্য ওড়িশার পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির বিশাল সম্ভাবনার কথা উল্লেখ করেছেন, যেখানে ১৪০ গিগাওয়াট সৌরশক্তি ক্ষমতার বিদ্যুত উৎপাদন এবং সবুজ হাইড্রোজেনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ রয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকার ওড়িশাকে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তির একটি প্রধান কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়েছে এবং সেখানে সবুজ হাইড্রোজেন উৎপাদনের সম্ভাবনাও অনুসন্ধান করবে। তিনি আরও বলেছেন যে, ওড়িশায় ভাসমান সৌর প্যানেলের সম্ভাবনাও অনুসন্ধান করা হবে। তিনি উল্লেখ করেছেন যে, ওড়িশার ধেনকানাল জেলায় ৬,০০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন সোলার মডিউল, সোলার সেল এবং ইনগট-ওয়াফার উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ করছে একটি সংস্থা, যার জন্য আনুমানিক বিনিয়োগ ৯,০০০ কোটি টাকা। কেন্দ্রীয়মন্ত্রী জানান, আরেকটি সংস্থা ওড়িশার ভুবনেশ্বরের খোরদায় ইনফোভ্যালি-২-তে সৌর মডিউল ও সেল উৎপাদনের জন্য ১,০০০ মেগাওয়াট উৎপাদন ক্ষমতার কেন্দ্র স্থাপন করছে, যার প্রত্যাশিত বিনিয়োগ প্রায় ৭৩০ কোটি টাকা।

কেন্দ্রীয়মন্ত্রী যোশী আরও উল্লেখ করেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী সূর্য্য ঘর যোজনায় ২০২৪-এর নভেম্বরের শেষের মধ্যে ৫ লাখেরও বেশি ইনস্টলেশন সম্পন্ন করা হবে। তিনি জানান, সৌর মডিউল এবং সেল-এর দেশীয় উৎপাদনকে উৎসাহিত করতে উৎপাদন সংযুক্ত উৎসাহদান (পিএলআই) প্রকল্পগুলোর সম্প্রসারণের প্রস্তাবগুলি বিবেচনা করা হচ্ছে।

ভাষণের সমাপ্তিতে মন্ত্রী বলেন, ''আমরা এই শিবিরের সমাপ্তি ঘোষণা করছি শুধুমাত্র শক্তিশালী উদ্দেশ্যের বোধ নিয়ে নয়, বরং দু'দিন আগে আমরা যেখানে ছিলাম, তার চেয়ে আরও পরিশীলিত এবং কৌশলগত পরিকল্পনা সঙ্গে নিয়ে এই শিবির শেষ করছি।''

ওড়িশার উপমুখ্যমন্ত্রী কনক বর্ধন সিংহ দেব বলেছেন, ওড়িশা সরকার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্ধারিত 'পঞ্চামৃত' লক্ষ্যমাত্রা পূরণে কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে একযোগে কাজ করবে।

এমএনআরই'র সচিব প্রশান্ত কুমার সিং বলেছেন, চিন্তন শিবিরটি সফলভাবে সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ধারণার আদান-প্রদানে সক্ষম করেছেউ তিনি বলেন এই ক্ষেত্রের বিভিন্ন প্রতিকূলতার মোকাবিলায় একটা শক্তিশালী আন্তঃমন্ত্রণালয় সমন্বয়ের জন্য নবীন ও পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তিমন্ত্রক প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ওড়িশার বিদ্যুত দফতরের প্রধান সচিব শ্রী বিশাল কুমার দেবও এই অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। অতিরিক্ত সচিব সুদীপ জৈন এই আলোচনায় অংশগ্রহণকারী সমস্ত অংশীদারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

দুই দিনের এই চিন্তন শিবির ১৪ নভেম্বর ওড়িশার ভুবনেশ্বরে শুরু হয়উ যেখানে পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে যে বিষয়গুলো তুলে ধরেছিলেন, সেগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয়। এই শিবিরে ১৭টি অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে সৌর ও বায়ু শক্তির কেন্দ্র স্থাপন, গ্রিন হাইড্রোজেন, এনার্জি স্টোরেজ, ভূমি উদ্ধার এবং ট্রান্সমিশন পরিকল্পনা, নীতিগত উন্নয়নসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়উ যার মূল লক্ষ্য হচ্ছে, ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াট 'অজৈব জ্বালানিবিহীন' (নন-ফসিল) শক্তি উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করা। এই অধিবেশনগুলোতে শীর্ষস্থানীয় নীতি নির্ধারকরা, আর্থিক প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধি, শিল্পপতি, সিইও এবং কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন, যারা ভারতের পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি উৎপাদনের অভিযাত্রায় অবিচ্ছেদ্য অংশ।

হাওড়ার শিবপুরে গাড়ি দুর্ঘটনায় চালক-সহ মৃত দুই, আহত আরও ৩ জন

হাওড়া, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): হাওড়া জেলার শিবপুরে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক গিয়াসউদ্দীন মোল্লার গাড়ি। দুর্ঘটনায় ওই গাড়ির চালক-সহ দু'জনের মৃত্যু হয়েছে। গাড়িতে ৫ জন ছিলেন, বাকি ৩ জন আহত হয়েছেন। যদিও, বিধায়কের দাবি, ওই গাড়িটি তাঁর নয়। তবে, শিবপুরে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার মগরাহাট পশ্চিমের বিধায়ক গিয়াসউদ্দিন মোল্লার নামফলক লাগানো ছিল। নিবার রাত ১টা নাগাদ শিবপুরের ফোরশোর রোডে গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকা একটি ট্রেলারে ধাক্কা মারে গাড়িটি। মৃত্যু হয় দু'জনের। সওয়ারি তিন জনকে হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

শনিবার রাতে চার জনকে নিয়ে হাওড়ার শিবপুরের উপর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে ফিরছিলেন ওয়াটগঞ্জের বাসিন্দা মোস্তাক খান (২৫)। সেই সময়ে গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে।দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়িটিতে চালক-সহ মোট পাঁচ জন ছিলেন। সকলেই চালকের আত্মীয়। দুর্ঘটনার খবর পেয়ে শিবপুর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। গাড়ি থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করে পুলিশ। তাঁদের হাওড়া জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে মোস্তাক এবং আরও এক জনকে চিকিৎসকেরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। বাকিদের চিকিৎসা চলছে ওই হাসপাতালেই।

এএপি থেকে ইস্তফা দিলেন কৈলাশ গেহলট, ব্যক্ত করলেন নিজের অসন্তোষ

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি (এএপি)-তে বড়সড় ভাঙন। রবিবার এএপি থেকে ইস্তফা দিলেন দিল্লির মন্ত্রী তথা এএপি নেতা কৈলাশ গেহলট। দল থেকে ইস্তফা দেওয়ার পাশাপাশি নিজের হতাশাও ব্যক্ত করেছেন কৈলাশ গেহলট।দিল্লির মন্ত্রী ও এএপি নেতা কৈলাশ গেহলট রবিবার আম আদমি পার্টির প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেছেন; পাশাপাশি দলের জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে চিঠি লিখেছেন তিনি। চিঠিতে কৈলাশ গেহলট জানিয়েছেন, ''শীষমহল''-এর মতো অনেক বিব্রতকর ও বিশ্রী বিতর্ক রয়েছে, যা এখন সবাইকে ভাবাচ্ছে, আমরা এখনও আম আদমিতে বিশ্বাসী কিনা। এটা এখন স্পষ্ট যে, দিল্লির জন্য প্রকৃত অগ্রগতি ঘটতে পারে না, যদি দিল্লি সরকার বেশিরভাগ সময় কেন্দ্রের সঙ্গে লড়াইয়ে সময় ব্যয় করে, আমি এএপি থেকে সরে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় খুঁজে পেলাম না এবং তাই আমি আম আদম পার্টির প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছি।'

দীর্ঘ প্রতীক্ষার অবসান, সাড়ে ৪ মাস পর চালু এনজেপি-দার্জিলিং টয়ট্রেন পরিষেবা

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): দীর্ঘ প্রায় সাড়ে চার মাস পর চালু হল নিউ জলপাইগুড়ি থেকে দার্জিলিংগামী টয়ট্রেন পরিষেবা। রবিবার সকাল ১০টা নাগাদ দেশ-বিদেশের পর্যটক-সহ মোট ৩৫ জন যাত্রী নিয়ে দার্জিলিংয়ের উদ্দেশে রওনা দেয় ট্রেনটি। এটি বিকেল প্রায় ৫টা নাগাদ দার্জিলিংয়ে পৌঁছবে। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের এই পদক্ষেপে খুশি পর্যটকরা। এদিন টয়ট্রেন চালুর আগে এনজেপির টয়ট্রেন প্ল্যাটফর্মে ডিআরএম-সহ রেলের পদস্থ আধিকারিকরা একটি সাংবাদিক বৈঠক করেন। সেখানে ডিআরএম বলেন, 'কয়েক মাস বন্ধ থাকা অবস্থায় রেললাইনের সংস্কার হয়েছে।

তাই বর্তমানে কোনও আশঙ্কা নেই। এছাড়াও বৃষ্টির মরশুম না থাকায় পাহাড়ে ধসের সেরকম সম্ভাবনা নেই বলেই মনে করা হচ্ছে।' এদিন সাংবাদিক বৈঠক শেষে ডিআরএম-সহ রেলের আধিকারিকরা সবুজ পতাকা নাড়িয়ে টয়ট্রেনের যাত্রার সূচনা করেন।

শুধুমাত্র এএপি নয়, দিল্লির মন্ত্রিসভা থেকেও ইস্তফা দিলেন কৈলাশ গেহলট

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টি (এএপি)-তে বড়সড় ভাঙন। রবিবার এএপি থেকে ইস্তফা দিলেন দিল্লির মন্ত্রী তথা এএপি নেতা কৈলাশ গেহলট। দল থেকে ইস্তফা দেওয়ার পাশাপাশি নিজের হতাশাও ব্যক্ত করেছেন কৈলাশ গেহলট।

শুধুমাত্র এএপি নয়, দিল্লির মন্ত্রিসভা থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন কৈলাশ। দিল্লির পরিবহন, প্রশাসনিক সংস্কার, তথ্য ও প্রযুক্তি, স্বরাষ্ট্র এবং মহিলা ও শিশু কল্যাণ মন্ত্রী, কৈলাশ গেহলট মন্ত্রিসভা, জিএনটিসিডি থেকে পদত্যাগ করেছেন।দিল্লির মন্ত্রী ও এএপি নেতা কৈলাশ গেহলট রবিবার আম আদমি পার্টির প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেছেন; পাশাপাশি দলের জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে চিঠি লিখেছেন তিনি।

চিঠিতে কৈলাশ গেহলট জানিয়েছেন, ''শীষমহল''-এর মতো অনেক বিব্রতকর ও বিশ্রী বিতর্ক রয়েছে, যা এখন সবাইকে ভাবাচ্ছে, আমরা এখনও আম আদমিতে বিশ্বাসী কিনা। এটা এখন স্পষ্ট যে, দিল্লির জন্য প্রকৃত অগ্রগতি ঘটতে পারে না, যদি দিল্লি সরকার বেশিরভাগ সময় কেন্দ্রের সঙ্গে লড়াইয়ে সময় ব্যয় করে, আমি এএপি থেকে সরে যাওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় খুঁজে পেলাম না এবং তাই আমি আম আদম পার্টির প্রাথমিক সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছি।'

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

ভারতীয় আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের (ইফি)-র নবতর পদক্ষেপ

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর, ২০২৪।। ৫তম ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব (আইএফএফআই) শুরু হবার হাতে আর মাত্র কটা দিন। দুনিয়ার অন্যতম সেরা চলচ্চিত্র উৎসব, ইফি (আইএফএফআই) আগামী ২০ নভেম্বরে গোয়ায় সূচনা হবে। ৫৫তম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবও বিনোদন শিল্পের ক্রমোন্নতির গতিশীলতাকে আলিঙ্গন করে চলচ্চিত্রায়নের শ্রেষ্ঠত্ব উদযাপনের ঐতিহ্যকে অব্যাহত রাখতে চলেছে। ডিজিটাল কনটেন্টের মাধ্যমে সৃজনশীলতার নব উন্মেষকে স্বীকৃতি দেবার জন্য, গতবার ইফি-র ৫৪তম সংস্করণে প্রথমবারের মতো দেওয়া হয়েছিল সেরা ওয়েব সিরিজ (ওটিটি) অ্যাওয়ার্ড, যা ওটিটি প্ল্যাটফর্মগুলিতে অসামান্য গল্প বলার স্বীকৃতি ও সম্মান দেবার জন্য ছিল একটি রূপান্তরমূলক মাইলফলক।

এই বছর ওয়েব সিরিজ পুরস্কার আরো গতিময়তা অর্জন করছে। কেননা, ১০ টি প্রধান ওটিটি প্ল্যাটফর্ম থেকে পুরস্কারের জন্য আবেদন জমা দেওয়ার সংখ্যার হার গতবারের চেয়ে ৪০ এরও বেশি। অর্থাৎ আরও জনপ্রিয় হয়ে উঠছে এই ওয়েব সিরিজ পুরস্কারের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা। এটি স্পষ্টতই ভারতের বিনোদন বাস্তুতন্ত্রে ওয়েব-ভিত্তিক বিষয়বস্তুর ক্রমবর্ধমান প্রাধান্যকে তুলে ধরচে। শৈল্পিক ধার ও সৌকর্য, কাহিনীর মধ্যে সূক্ষ্মতা, প্রযুক্তিগত উৎকর্ষ এবং সাংস্কৃতিক প্রভাবের জন্য এই বছর পাঁচটি ওয়েব সিরিজ প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয়েছে: এই ওয়েব সিরিজগুলোর মধ্যে যেগুলো আছে:

কোটা ফ্যাক্টরি: একটি স্লাইস-অফ-লাইফ ড্রামা যা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার জন্য ভারতের কোচিং হাব রাজস্থানের কোটায় একাডেমিক পরিবেশ কি ভীষণ চাপের মধ্য দিয়ে ছাত্রই-ছাত্রীদেরকে পেরুতে হয় এ নিয়ে এক অন্বেষণ হলো ও মূল গল্প। এই সিরিজটিতে অল্প বয়সী শিক্ষার্থীদের নিত্যদিনের লড়াই, আশা-আকাঙ্ক্ষা এবং টিকে থাকার চ্যালেঞ্জগুলিকে মর্মস্পর্শীভাবে চিত্রিত করেছে। এটি তৈরি করেছেন: সৌরব খান্না; ওটিটি প্ল্যাটফর্ম: নেটফ্লিক্স ।

কালা পানি: সুন্দর আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে বেঁচে থাকার এক আকর্ষণীয় নাটক। এই সিরিজে পরিবার, ইতিহাস এবং ব্যক্তিগত আবিষ্কারের থিমগুলিকে অন্তর্ভুক্ত করে, সংবেদনশীল গভীরতার সাথে তা তৈরী করা হয়েছে। এটি তৈরি করেছেন: সমীর সাক্সেনা এবং অমিত গোলানি; ওটিটি প্ল্যাটফর্ম: নেটফ্লিক্স।

ল্যাম্পান: একটি অল্প বয়সী ছেলের সংবেদনশীলতা এবং তাঁর সামনে আসা ভারতের গ্রামীণ সামাজিক চ্যালেঞ্জসমূহের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে এই কাহিনীটি সম্প্রদায়,

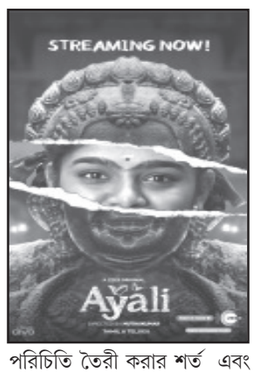

পরিচিতি তৈরী করার শর্ত এবং স্ব-ক্ষমতায়নের বৈশিষ্ট্যগুলোকে তুলে ধরেছে। এটি নির্মাণ করেছেন: নিপুন ধর্মধীকারি; ওটিটি প্ল্যাটফর্ম: সনি লিভ।

আয়ালি: রক্ষণশীল সমাজের মহিলাদের জীবন কেন্দ্রিক গবেষণা করে তৈরী করা হয়েছে সামাজিক সচেতনতার এই নাটক। একটি শক্তিশালী আখ্যানের মাধ্যমে, সামাজিক ঐতিহ্য, সামাজিক প্রত্যাশা এবং ব্যক্তিগত স্বাধীনতার অনুসন্ধানের তাগিদ ও কাহিনী অনুসন্ধান করেচে এই সিরিজটি। এটি তৈরি করেছেন: মুথুকুমার; এর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম: জি ৫।

জুবিলি: এটি একটি পিরিয়ড নাটক যা ভারতীয় সিনেমার স্বর্ণযুগের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর লক্ষ্যে নির্মিত বলে ধারণা হয়। স্বাধীনতা পরবর্তী যুগে নির্মিত ছবি, চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং তারকাদের আকাঙ্ক্ষা, সংগ্রাম এবং স্বপ্নকে ধরার চেষ্টা করেছে এর গল্প, তেমনি অদ্ভুত এক নস্টালজিয়াকে আকর্ষণীয়ভাবে গল্পের সাথে জুড়ে দিয়েছে এই সিরিজটি। এটি তৈরি করেছেন: বিক্রমাদিত্য মোটওয়ান

এর ওটিটি প্ল্যাটফর্ম: অ্যামাজন প্রাইম ভিডিও

পুরস্কার অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট ওটিটি প্ল্যাটফর্মের পাশাপাশি বিজয়ী সিরিজের পরিচালক, ক্রিয়েটর এবং প্রযোজকদের সম্মান জানানো হবে। বিজয়ীদের তাদের অসামান্য অবদানকে স্বীকৃতি দিতে ১০ লক্ষ টাকা নগদ পুরস্কার এবং শংসাপত্র দেওয়া হবে।

ভারতের ওটিটি বিপ্লবের অনুঘটক : বিনোদন আঙিনায় সৃজনশীলতা এবং উদ্ভাবনি প্রতিভাকে উৎসাহিত, ও পৃষ্টপোষকতা করার লক্ষ্যে আইএফআইএফআইয়ের অঙ্গীকারকে প্রতিফলিত করে এই পুরস্কার। ভারতীয় ভাষায় উচ্চমানের বিষয়বস্তু তৈরিতে উতাহ দেওয়ার মাধ্যমে এবং বিশ্বব্যাপী নির্মাতা এবং প্ল্যাটফর্মগুলির মধ্যে সহযোগিতা বাড়ানোর মাধ্যমে ভারতকে ডিজিটাল কাহিনী বলা ও উপস্থানের এক আন্তর্জাতিক কেন্দ্রভূমি হিসেবে গড়ে তোলাও আইএফএফআইয়ের লক্ষ্য।

ঐতিহ্যবাহী চলচ্চিত্র শিল্প দুনিয়া থেকে উচ্চ স্পন্দনশীল ও গতিশীলতার ক্ষেত্র ওটিটি দুনিয়া পর্যন্ত সমস্ত চলচিত্রায়নের প্রকাশের চ্যাম্পিয়ন হিসাবে এই উৎসবের ভূমিকাকে শক্তিশালী করাও যার লক্ষ্য, সেই ৫৫ তম আইএফএফআই-এর উৎসবের দিনগুলিতে এই ক্ষেত্রের বিজয়ীদের নাম ঘোষণা করা হবে।

ফোনে ইন্টারনেট সমস্যার সমাধান কিভাবে হবে

ইন্টারনেটের সমস্যা নিয়ে কি নাজেহাল? ধরুন জরুরি কোনও কাজ করতে গেলেন, দেখলেন ফোনে ইন্টারনেটই নেই। এ দিকে দ্রুত গতির ওয়াইফাই চালু রয়েছে। এই সব সমস্যার জন্য আপনি হয়তো দায়ী করছেন ইন্টারনেট প্রোভাইডারকে। কিন্তু আসল কারণটা হয়তো অন্য। কারণগুলি জানা থাকলে সমস্যার সমাধান করতে পারবেন নিজেই।

ফোনে ইন্টারনেট আসছেই না, কী করবেন?

রিস্টার্ট করুন- ফোন বন্ধ করে পুনরায় চালু করুন। কাজ হতে পারে। এর পরেও না হলে ওয়াইফাই বন্ধ করে একবার ফোনের ডেটা চালু করে দেখুন। যদি দেখেন ফোনের ডেটা কাজ করছে, তা হলে বুঝতে হবে রাউটারে কোনও সমস্যা হয়েছে। সে ক্ষেত্রে ওয়াইফাইয়ের রাউটার একবার বন্ধ করে ফের চালু করুন।

সফটয়্যার আপডেট করেছেন তো? মোবাইলে যদি পুরনো সফঅয়্যার থাকে তাহলে বিভিন্ন রকম সমস্যা হতে পারে। নেটওয়ার্কের সমস্যাও দেখা দিতে পারে। তাই আগে আপনার ফোনের সফঅয়্যার ভার্সনে গিয়ে সেটা আপডেট করুন। তার জন্য ফোনের সেটিংস অপশনে গিয়ে সিস্টেম আপডেটে। নতুন আপডেট এলে সেটা ইনস্টল করুন। এতে সমস্যার সমাধান হতে পারে।

ফোনের ক্যাশে পরিষ্কার করুন

র‍্যামের পরিমাণের উপর নির্ভর করে ফোনের কার্যক্ষমতা। যে ফোনে র‍্যাম যত বেশি, সেই ফোন তত দ্রুত গতিসম্পন্ন। ফোনের বিভিন্ন অ্যাপ ব্যবহার করার জন্যও র‍্যামের মেমরি নষ্ট হয়। ক্যাশে পরিষ্কার করলে ফোনের র‍্যামও খানিকটা ফাঁকা হয়। ফলে ফোনের

গতি বেড়ে যায়। তখন ইন্টারনেটের সমস্যা দূর হতে পারে। ফোনের যে অ্যাপগুলি আছে, তারও ক্যাশে পরিষ্কার করা জরুরি।

নেটওয়ার্ক রিসেট করা জরুরি

নেটওয়ার্কের কোনও সমস্যা থাকলে সেটির আগে সমাধান করতে হবে। তার জন্য ফোনের সেটিংসে গিয়ে ''রিসেট'' অপশনটি চালু করুন। তার পর ''রিসেট মোবাইল নেটওয়ার্ক'' অপশনে। এটা করার পর দেখবেন ফোন নিজে থেকেই বন্ধ হয়ে ফের চালু হল। তার পর নেটওয়ার্ক ঠিকমতো চলবে।

বাড়িতে কী ভাবে দানা থেকে হবে মেথি গাছ?

বড়ি দিয়ে রাঁধুন বা পরোটায় মেশান, টাটকা মেথি শাক খেতে বেশ ভালই লাগে। হালকা তেতো ভাব থাকলেও এই শাক দিয়ে মুরগির মাংস-সহ রকমারি পদও রাঁধা যায়। চাইলে কিন্তু ঘরেই টবে চাষ করতে পারেন এই শাক। কৌশল জানলে, খুব সহজেই বেড়ে উঠবে মেথি গাছ।

টব- মাটির টব বা প্লাস্টিকের পাত্র যেটাই বেছে নিন না কেন, তা যেন ৬ থেকে ইঞ্চি গভীর হয়। ছিদ্র থাকা বাধ্যতামূলক। কারণ, গোড়ায় জল জমলে গাছের ক্ষতি হবে।

কোথায় রাখবেন- গাছের বেড়ে ওঠার জন্য আলো-হাওয়া দরকার। ৪-৫ ঘণ্টা সূর্যালোক আসে এমন কোনও জায়গা বেছে নিতে হবে। তবে চারাগাছে সরাসরি সূর্যালোক ক্ষতি করতে পারে। তখন ছায়ার দরকার হলেও, গাছ বড় হলে রোদে রাখতে হবে। সার- মাটির সঙ্গে

গোবর সার বা ভার্মিকম্পোস্ট মিশিয়ে নিতে হবে। মেথি গাছ বেড়ে ওঠার জন্য নাইট্রোজেন দরকার হয়। মাটিতে নাইট্রোজেন গুঁড়ো মিশিয়ে নিতে পারেন বা তরল সারও দিতে পারেন।

অঙ্কুরোদগম- মেথি দানা সারা রাত জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তার পর জল ফেলে ভিজে কাপড় ঢাকা দিয়ে আরও ২ দিন রাখলেই তা থাকে অঙ্কুরোদগম হবে। অঙ্কুরিত মেথি দানা টবে ছড়িয়ে দিন। উপর থেকে অল্প মাটিও দিয়ে দিন। দিতে হবে মাপমতো জলও। কয়েক দিনের মধ্যে চারা বেরোবে। প্রথম দিকে একটু ছায়াযুক্ত জায়গায় রাখতে হবে চারা। তবে সেখানে যেন রোদের তাপ আসে। কয়েক দিন পর থেকে সরাসরি সূর্যালোকে রাখতে হবে গাছ। জল এবং সার- মেথি গাছের বেড়ে ওঠার জন্য পর্যাপ্ত জল প্রয়োজন ঠিকই, তবে এর গোড়ায় জল জমতে দেওয়া চলবে না। গাছের বেড়ে ওঠার সময় সার দিতে হবে। জৈব সার ব্যবহার করতে পারেন।

পোকামাকড়ের আক্রমণ- গাছের বেড়ে ওঠার সময় নিয়মিত নজরদারি দরকার। পাতা হলুদ হয়ে গেলে বা গাছ শুকিয়ে গেলে অথবা ছত্রাকের আক্রমণ হচ্ছে কি না দেখা দরকার। সমস্যা অনুযায়ী গাছে ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে। সমস্ত কিছু ঠিক থাকলে, মোটামুটি ৩-৪ সপ্তাহেই গাছ বড় হয়ে যাবে। মাস দেড়েকের মধ্যেই পাবেন টাটকা মেথি শাক।

ট্রেনসফর মানেই মুখরোচক খাওয়া

ট্রেনসফর মানেই মুখরোচক খাওয়া। চা, ডিম, ঝালমুড়ি থেকে বাদামকী থাকে না সেই তালিকায়! তবে শুধু ট্রেন নয়, পছন্দের খাবার চাখতে পারেন স্টেশনেও। বিভিন্ন স্টেশনে খাবারের দোকানের কমতি নেই। দেখা মেলে রেস্তরাঁরও। সঙ্গে আছেন হকাররাও। এই যেমন মালদহ স্টেশনের উপর দিয়ে যাচ্ছেন, হকারদের থেকেই কিনে নিতে পারেন আমসত্ত্ব। এই শহর আমের জন্য বিখ্যাত। তাই মালদহ স্টেশনের আমসত্ত্বও জনপ্রিয়। সেই রকমই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে থাকা ছোট-বড় স্টেশনগুলিতে পাওয়া যায় স্থানীয় খাবার। কোথায় গেলে, কোন খাবার খেয়ে দেখবেন? মুম্বাই সিএসটি: বাণিজ্যনগরী মুম্বইয়ের ব্যস্ততম ও সবচেয়ে বড় স্টেশন ছত্রপতি শিবাজি টার্মিনাস। ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটে জায়গা করে নেওয়া পুরনো স্টেশনে ভিক্টোরিয়ান আমলের গথিক স্থাপত্যের নিদর্শন রয়েছে। সিএসটি স্টেশনে নেমে কোথাও যেতে হলে চেখে নিতে পারেন বড়া পাও। পাউরুটির মধ্যে আলু আর চাটনি এবং কাঁচালঙ্কা দিয়ে এটি বিক্রি করা হয়। সঙ্গে চুমুক দিতে হবে চায়ে।

মুম্বাইয়ের সিএসটি স্টেশনে খেয়ে দেখতে পারেন বড়া পাও।

নিউ দিল্লি রেলওয়ে স্টেশন: দেশের রাজধানী শহরের এই স্টেশনে গেলে দিল্লির জনপ্রিয় পদ ছোলে কুলচে এবং ছোলে বাটুরে খেয়ে দেখতে পারেন। নরম কুলচার সঙ্গে গরম ছোলে (চানা) দেওয়া হয়। খেয়ে দেখতে পারেন পনির পকোড়া এবং চাটনি দিয়ে শিঙাড়াও। চেন্নাই সেন্ট্রাল: ইডলি, দোসা আর ফিল্টার কফি। চেন্নাই স্টেশনে গিয়ে এই খাবারগুলি কিন্তু খেতেই হবে। যে কোনও স্টেশনে সেই অঞ্চলের জনপ্রিয় খাবারের স্বাদ মেলে। চেন্নাইতে তাই পাবেন রকমারি দক্ষিণী খাবার। এ ছাড়া মেদু বড়া, পোঙ্গলও চেখে দেখতে পারেন।

বেনারস: গঙ্গাতীরের এই প্রাচীন শহর যেন খাবারের খনি। রাবড়ি থেকে পেঁড়া, কচুরি, লস্যি, পান, পানমশলা, কত কিছুই না মেলে এই শহরে! যে শহরের প্রতিটি অলিগলিতে মেলে খাদ্যের সুঘ্রাণ, সেখানকার স্টেশনে যে রকমারি খানা পাওয়া যাবে, তাতে আর আশ্চর্য কী! বেনারসের স্টেশনে এলে পাবেন লুচি-তরকারি, কচুরি, লস্যি, চা, চাট-সহ হরেক খাবার।

বেঙ্গালুরু সিটি জংশন: এই স্টেশনে নামলে চেখে দেখতে পারেন কর্ণাটকের জনপ্রিয় মিষ্টি মাইসোর পাক। আর একটি পদ মেলে এখানে, বিসি বেলে বাথ। মশলা দিয়ে তৈরি ভাতের সঙ্গে দেওয়া হয় ডাল আর আর থাকে ঘি। এ ছাড়াও এখানে জনপ্রিয় পদের তালিকায় রয়েছে, রাভা ইডলি, দোসা, কেশরি বাথ (এক ধরনের মিষ্টি)-সহ বিভিন্ন খাবার।

পুরনো সোনা, রুপোর গয়না নতুনের মতো ঝকঝকে করে তুলতে পারেন বাড়িতেই

সোনা আর রুপো তো এক নয়! দু'টি ধাতুর বাজারমূল্য কিংবা কদরও আলাদা। সে ক্ষেত্রে স্বাভাবিক ভাবেই মনে প্রশ্ন জাগতে পারে, সোনা বা রুপো দিয়ে তৈরি গয়না বাড়িতে পরিষ্কার করার পদ্ধতি এক হবে কেন? দীর্ঘ দিন ধরে ব্যবহার করা গয়না ঘাম, দেহের ময়লা, রাসায়নিক কিংবা আর্দতার জন্য জেল্লা হারায়। প্রতি বার দোকানে দিয়ে সেগুলি পরিষ্কার করা বেশ খরচ সাপেক্ষ ব্যাপার। শুধু তাই নয়, ঘন ঘন রাসায়নিক দ্রবণে গয়নাগুলি ভিজিয়ে রাখলে, তা ক্ষয়েও যায়। তাই বাড়িতে ঘরোয়া পদ্ধতিতে অনেকেই সোনা, রুপোর গয়না পরিষ্কার করেন। তবে সোনা বা রুপোর

গয়নার জন্য আলাদা আলাদা দ্রবণ নয়, দু'ধরনের গয়না পরিষ্কার করা যেতে পারে এমন তিনটি দ্রবণ তৈরি করে ফেলতে পারেন বাড়িতেই। জেনে নিন সেগুলি কী কী। ১) গরম জল:- একটি পাত্রে ঈষদুষ্ণ জল নিন। তার মধ্যে মিনিট দশেক গয়নাগুলো ভিজিয়ে রাখুন। তার পর নরম ব্রিসলের ব্রাশ দিয়ে হালকা করে ঘষে নিন। সোনা হোক বা রুপো, দেখবেন গয়না একেবারে ঝকঝক করছে। ২) তরল সাবান: ঈষদুষ্ণ জলে কয়েক ফোঁটা তরল সাবান মিশিয়ে নিন। এ বার ওই দ্রবণে গয়না ভিজিয়ে রাখুন মিনিট পনেরো। ব্রাশ দিয়ে ঘষে নিন। তার পর শুকনো, সুতির কাপড় দিয়ে মুছে ফেলুন। গয়না একেবারে নতুনের মতো হয়ে যাবে। ৩) মাজন:- রুপোর গয়না পরিষ্কার করতে অনেকেই মাজন ব্যবহার করেন। তবে এই টোটকায় সোনার গয়নাও পরিষ্কার করা যেতে পারে। গয়নায় মাজন মাখিয়ে মিনিট দুয়েক অপেক্ষা করুন। তার পর ঈষদুষ্ণ জলে তা ভিজিয়ে রাখুন আরও মিনিট দশেক। তার পর ব্রাশ দিয়ে হালকা হাতে ঘষে তুলে ফেলুন। সবশেষে শুকনো, সুতির কাপড় দিয়ে মুছে নিন।

গাজরের আচার শীতের মরসুমে

এমনিতে বছরভর গাজর পাওয়া যায়। তবে শীতের মরসুমে তার মেলে টাটকা সব্জি। সেই গাজরের স্বাদ-গন্ধই আলাদা। বাজারে এখন আসতে শুরু করেছে তাজা গাজর। তা দিয়ে কী ভাবে বানাবেন আচার? জেনে নিন কৌশল।

পরিষ্কার- গাজরের খোসা ভাল করে ছাড়িয়ে খুব ভাল করে সব্জিটি পরিষ্কার করতে হবে। গরম জলে নুন দিয়ে কেটে নেওয়া গাজরগুলি ধুয়ে নিতে হবে। কাটাকুটি- আচারের মূল উপকরণ গাজর। প্রথমেই বেছে নিতে টাটকা গাজর। তবে সরু নয়, একটু মোটা দেখে গাজর বেছে নেওয়া ভাল। এটি কাটতে হবে লম্বা সরু করে। সে সময় গাজরের মাঝে থাকা সাদা অংশটি ফেলে দেওয়া জরুরি। সর্ষে- আচারের জন্য ব্যবহার করতে হবে সর্ষে। তবে তার পরিমাণ বেশি হলেই স্বাদ তেতো হয়ে যেতে পারে। ১ কেজি গাজরের আচার করলে ২ থেকে ৩ চা-চামচ সর্ষেই যথেষ্ট।

মশলা- গাজরের আচার তৈরির জন্য জিরে, ধনে, মেথি, সর্ষে ব্যবহার হয়। এই উপাদানগুলি গরম কড়াইতে হালকা নাড়িয়েচাড়িয়ে তার পর ব্যবহার করলে আচারের স্বাদ এবং গন্ধ দুই-ই বৃদ্ধি পাবে।

রোদে শুকোনো -গাজরের আচার বেশি দিন ভাল রাখতে চাইলে গাজর ভাপিয়ে নেওয়ার পর রোদে শুকিয়ে নিতে পারেন। একদম খটখটে করে নয় অবশ্য। তবে গাজরে যেন জল না থাকে, তা দেখতে হবে।

উপকরণ১ কেজি গাজর, ২ চা-চামচ হলুদ, স্বাদমতো নুন, ৩ চা-চামচ মৌরি, ১ চা-চামচ হলুদ সর্ষে, ১চা-চামচ কালো সর্ষে, ১ চা-চামচ কালো জিরে, ১ চা-চামচ লঙ্কা গুঁড়ো, আধ চা-চামচ মেথিদানা, সামান্য হিং, ১ কাপ সর্ষের তেল

পদ্ধতি- গাজর হাতের আঙুলের মতো আকারে সরু করে কেটে নিন। তার পর নুন এবং হলুদ মাখিয়ে রাখুন কিছু ক্ষণ। নুন-হলুদ মাখানো গাজর ছিদ্রযুক্ত থালায় রেখে ভাপিয়ে নিতে হবে। ভাপিয়ে নেওয়ার পর রোদে রেখে তা কিছু ক্ষণ শুকিয়ে নেওয়া দরকার। গাজরে যেন কোনও জল না থাকে। জিরে, মেথি, সর্ষে-সহ সমস্ত মশলা গরম কড়াইতে নাড়াচাড়া করে গুঁড়িয়ে নিন। এ বার কড়াইতে দিয়ে দিন সর্ষের তেল। তেল গরম হলে তাতে দিতে হবে সামান্য হিং, এক চা-চামচ সর্ষে এবং কালো জিরে ফোড়ন। গরম তেলে দিন লঙ্কাগুঁড়ো। তার পর গাজর এবং গুঁড়ো করা মশলা দিয়ে ভাল করে নাড়িয়ে-চাড়িয়ে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে আচার। পরিষ্কার কাচের পাত্রে আচার সংরক্ষণ করে রাখুন। রুটি, পরোটা, ভাত সব কিছুর সঙ্গেই আচারটি খাওয়া যাবে।

সজনের গুণেই সেজে উঠুক চুল!

একটা সময়ে কিছুতেই সজনে ডাঁটা খেতে চাইতেন না। তরকারি বা মাছের ঝোল থেকে খুঁজে খুঁজে আগে ডাঁটাগুলো তুলে ফেলে দিতেন। সেই সজনেই এখন ''মোরিঙ্গা'' নাম নিয়ে প্রায় ''গলার হার'' হয়ে উঠেছে। রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা মজবুত করতে এই সজনে পাতার ভূমিকা ঠিক কতখানি, তা সমাজমাধ্যম খুললেই চোখে পড়ে। নতুন চুল গজাতেও নাকি তা বিশেষ ভাবে সাহায্য করে। তাই ভালমন্দ না জেনেই তা খেতে শুরু করেছেন।

পুষ্টিবিদেরা বলছেন, ভিটামিন এ, সি-সমৃদ্ধ এই ভেষজে আয়রন, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, জিঙ্কের মতো খনিজও রয়েছে ভরপুর মাত্রায়। এ ছাড়া অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি এবং অ্যান্টিফাঙ্গাল উপাদানও রয়েছে। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গিয়েছে, দুগ্ধজাত খাবারের চেয়ে ৯ গুণ বেশি প্রোটিন রয়েছে সজনেয়। এই সব উপাদান শরীরের পাশাপাশি চুলের স্বাস্থ্যের জন্যও ভাল। আবার, রূপটানশিল্পীরা বলছেন, চুলের যত্নে সজনে কিন্তু মাখাও যায়।

চুলে কী ভাবে সজনে ব্যবহার করবেন?

১) তেলতেলে চুল বা মাথার ত্বকের জন্য সজনে পাতার গুঁড়ো এবং অ্যাপ্ল সাইডার ভিনিগার দিয়ে তৈরি করে নিন বিশেষ

একটি প্যাক। স্নানের আগে ওই প্যাকটি মাথায় মেখে রাখুন। তার পর জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। এটি মাথার ত্বকে সেবাম উৎপাদন এবং ক্ষরণের পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে। ২) নারকেল তেলের সঙ্গে সজনে ফুল বা বীজের তেল মিশিয়ে নিন। রুক্ষ চুল এবং শুষ্ক ত্বকের যত্নে দারুণ কাজ করে এই তেলটি। ৩) তেলতেলে বা শুষ্ক চুল যেমনই হোক, শ্যাম্পু করার পর সজনে পাতা ভেজানো জল দিয়ে ধুয়ে নেওয়া যেতে পারে। তাতে চুলের জেল্লাও বৃদ্ধি পাবে।

রবিবার কর্নেল চৌমুহনী যুব সংস্থার উদ্যোগে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে সংস্থার কর্মকর্তারা।

গয়ায় ট্রান্সপোর্ট গুদামে ভয়াবহ আগুন, শর্টসার্কিট থেকেই বিপত্তি বলে অনুমান

গয়া, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): বিহারের গয়ায় ভয়াবহ আগুন লাগল একটি ট্রান্সপোর্ট গুদামে। রবিবার ভোররাত তিনটে নাগাদ আগুন লাগে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পাওয়া মাত্রই আগুন নেভাতে পৌঁছয় দমকলের প্রায় ১০টি ইঞ্জিন।

দমকল কর্মীদের দীর্ঘ সময়ের চেষ্টার পর রবিবার সকালে আগুন আয়ত্তে এসেছে। শর্টসার্কিট থেকেই এই বিপত্তি বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে।দমকল অফিসার অর্জুন প্রসাদ সিং বলেছেন, 'আগুন নেভানোর কাজ চলছে। ১০টি ইঞ্জিন আগুন নেভানর কাজে নিয়োজিত রয়েছে। শর্ট সার্কিটের কারণে আগুন লেগেছে বলে ধারণা করা হচ্ছে, যদিও এটি এখনও নিশ্চিত হওয়া যায়নি।' স্থানীয় একজন বলছেন, 'রবিবার ভোররাত তিনটে নাগাদ যখন আগুন লাগে তখন আমরা ঘুয়েমিয়েছিলাম। দমকলকর্মীরা এসেও আগুন নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি। ৭-৮টি ইঞ্জিন ছিল, কিন্তু তারা আগুন নেভাতে পারেনি।'

মুকুন্দপুরে সোনার দোকানে লুটের চেষ্টা, দুই দুষ্কৃতী ধৃত

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): কলকাতায় সোনার দোকানে লুটের চেষ্টা, দুষ্কৃতীরা বাধা পেয়ে দোকানের মালিককে আক্রমণ করে। পালিয়ে যাওয়ার সময় দুই দুষ্কৃতীকে স্থানীয় বাসিন্দারাই ধরে ফেলেন। তাদের পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। গুরুতর জখম অবস্থায় হাসপাতালে চিকিৎসাধীন দোকানের মালিক।মুকুন্দপুরের গীতাঞ্জলি জুয়েলার্স নামের স্থানীয় সোনার দোকানে রবিবার সকালে ডাকাতির চেষ্টা হয়। স্থানীয়েরা জানিয়েছেন, অন্যান্য দিনের মতো রবিবারও সকাল থেকে দোকানে বসেছিলেন সঞ্জয় কুমার সরকার। বছর ৪৩-এর যুবক দোকানের মালিক। আচমকা তাঁর চিৎকার শুনে ঘটনাস্থলে ছুটে যান এলাকার বাসিন্দারা। দেখেন, রক্তাক্ত অবস্থায় আর্তনাদ করছেন সঞ্জয়। তাঁরা দুই দুষ্কৃতীকে ধরে ফেলেন। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে যাদবপুর থানার পুলিশ।

কংগ্রেস ও তাঁদের মিত্ররা তোষণ করার নীতি গ্রহণ করেছে : মেঘওয়াল

নাসিক, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা অর্জুন রাম মেঘওয়াল। তাঁর কথায়, কংগ্রেস ও তাঁদের মিত্ররা তোষণ করার নীতি গ্রহণ করেছে। রবিবার মহারাষ্ট্রের নাসিকে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে অর্জুন রাম মেঘওয়াল বলেছেন, কংগ্রেস এবং তাঁদের মিত্ররা তুষ্টিকরণ, বিভাজন এবং শাসন, ভোটারদের বিভ্রান্ত করা এবং ভোট পেয়ে শাসন করা নীতি গ্রহণ করেছে। তবে তাঁরা এখন তাতে সফল হবে না। দেশে একটি পরিবেশ তৈরি করা হয়েছে, যে আমাদের একটি বিকশিত ভারত তৈরি করতে হবে। বাতাবরণ সম্পূর্ণ বদলে গেছে, তাই কংগ্রেস এবং তাঁদের সহযোগীরা যে আখ্যান তৈরি করছিল তা মহারাষ্ট্র এবং ঝাড়খণ্ডে ব্যর্থ হয়েছে।

কৈলাশ গেহলটের পদত্যাগ বিজেপির নোংরা রাজনীতি ও ষড়যন্ত্রের অংশ : সঞ্জয় সিং

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): আম আদমি পার্টি ও দিল্লির মন্ত্রিসভা থেকে কৈলাশ গেহলটের পদত্যাগের জন্যও বিজেপিকে আক্রমণ করলেন এএপি সাংসদ সঞ্জয় সিং। তিনি বলেছেন, কৈলাশ গেহলটের পদত্যাগ বিজেপির নোংরা রাজনীতি ও ষড়যন্ত্রের অংশ। রবিবার সঞ্জয় সিং বলেছেন, 'বিজেপি সরকার তাঁর বিরুদ্ধে

দুই গোষ্ঠীর সংঘর্ষে অশান্ত বেলডাঙা; দাঁড়িয়ে থাকল ভাগীরথী এক্সপ্রেস, থমথমে পরিস্থিতি

মুর্শিদাবাদ, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়াল মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায়।

শনিবার রাতে বাড়ি ভাঙচুর, অগ্নিসংযোগের মতো ঘটনা ঘটেছে। এক পক্ষের বিক্ষোভের জেরে বেলডাঙা স্টেশনে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে ছিল ভাগীরথী এক্সপ্রেস। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান মুর্শিদাবাদ জেলা পুলিশ সুপার সূর্যপ্রতাপ যাদব। তিনি মাইকিং করে দুই পক্ষকে সতর্ক করেন।শনিবার রাত থেকে বেলডাঙার বিভিন্ন জায়গায় মোতায়েন করা হয়েছে পুলিশ। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের বেশ কয়েক জন আহত হয়েছেন। রবিবার সকাল থেকে অবশ্য থমথমে এলাকা। বেলডাঙার বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ টহল দিচ্ছে।

হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা, ডিআরডিও-র সাফল্যে খুশি প্রতিরক্ষা মন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): দূরপাল্লার হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা চালাল ডিআরডিও। যা দেশের সামরিক শক্তিকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে।

প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এই পরীক্ষার জন্য ডিআরডিও-কে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও) দ্বারা দেশীয় প্রযুক্তিতে তৈরি মিসাইলটি ১৬ নভেম্বর (শনিবার) ওড়িশার ডক্টর এ পি জে আবদুল কালাম দ্বীপ থেকে উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল।

এই ক্ষেপণাস্ত্রটি সশস্ত্র বাহিনীর জন্য ১৫০০ কিলোমিটারের বেশি রেঞ্জের জন্য বিভিন্ন পেলোড বহন করার জন্য ডিজাইন করা হয়েছে। এই সফল টেস্টের পরে ভারত উন্নত সামরিক প্রযুক্তির অধিকারী দেশগুলির একটি নির্বাচিত দলে যোগ দিয়েছে বলে রাজনাথ সিং জানিয়েছেন।প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এক্স হ্যান্ডেলে লেখেন, "ওড়িশা উপকূলে এপিজে আব্দুল কালাম দ্বীপ থেকে দূরপাল্লার হাইপারসনিক ক্ষেপণাস্ত্রের ফ্লাইট ট্রায়াল সফলভাবে পরিচালনা করে ভারত একটি বড় মাইলফলক অর্জন করেছে।

এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত এবং এই উল্লেখযোগ্য সাফল্য আমাদের দেশকে নির্বাচিতদের গ্রুপে রেখেছে, যাদের এই ধরনের উন্নত সামরিক প্রযুক্তির সক্ষমতা রয়েছে।"

উত্তুরে হাওয়ায় নিম্নমুখী তাপমাত্রা, সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেই শীতের আমেজ

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): উত্তুরে হাওয়ার সৌজন্যে একটু একটু করে কমছে তাপমাত্রার পারদ। তাপমাত্রা কমতেই কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গেই শীতের আমেজ অনুভূত হচ্ছে। পুরুলিয়া, বীরভূমের মতো পশ্চিমের জেলাগুলিতে ঠান্ডা তুলনামূলকভাবেই বেশি। রবিবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৯.০ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ০.৯ ডিগ্রি কম। রবিবাসরীয় সকালে কলকাতা ও লাগোয়া জেলাগুলির পাশাপাশি সমগ্র পশ্চিমবঙ্গেই শীতের আমেজ অনুভূত হয়েছে। কোথাও কোথাও কুয়াশাও ছিল। আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী দুই থেকে তিন দিন রাজ্যের উত্তর থেকে দক্ষিণে রাতের (সর্বনিম্ন) তাপমাত্রা কমতে পারে ২ থেকে ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। তার পরের দু'দিন তাপমাত্রার খুব একটা হেরফের হবে না। আপাতত শুষ্কই থাকবে দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়া।

মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খণ্ডে ভোট প্রচার তুঙ্গে, খামতি রাখছে না কোনও দলই

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): মহারাষ্ট্র ও ঝাড়খন্ড বিধানসভা নির্বাচনের প্রচারাভিযান চলছে জোরকদমে। এনডিএ এবং আইএনডিআই জোটের শীর্ষ স্থানীয় নেতৃবৃন্দ দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে শেষ মুহূর্তের প্রচারাভিযানে ভোটারদের মন জয়ে সবরকম চেষ্টা চালাচ্ছেন। বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা রবিবার ঝাড়খন্ডের ধানবাদে জনসভা করেন। অপরদিকে, ঝাড়খন্ড মুক্তি মোর্চার বরিষ্ঠ নেতা এবং মুখ্যমন্ত্রী হেমন্ত সোরেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে জনসভায় অংশ নেন। এদিকে, মহারাষ্ট্রেও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ দলীয় প্রার্থীদের সমর্থনে জোরদার প্রচার চালাচ্ছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও বরিষ্ঠ বিজেপি নেতা অমিত শাহ জোরদার প্রচার চালাচ্ছেন।

দিল্লি ও লখনউয়ের ইঞ্জিন একে অপরের সঙ্গে সংঘর্ষ করছে : অখিলেশ যাদব

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): কেন্দ্রীয় সরকার ও উত্তর প্রদেশ সরকারের তীব্র সমালোচনা করলেন সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব। রবিবার উত্তর প্রদেশের আম্বেদকর নগরে, কাতেহারি বিধানসভায় একটি জনসভায় ভাষণ দেওয়ার সময় সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদব বলেছেন, 'দিল্লি (কেন্দ্রীয় সরকার) এবং লখনউ (ইউপি সরকার)-এর

যমুনার জলের অবস্থা খারাপই, কালিন্দী কুঞ্জে ভেসে বেড়াচ্ছে বিষাক্ত ফেনা

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): দিল্লিতে যমুনা নদীর উপর বিষাক্ত ফেনা ঘিরে উদ্বেগ ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কালিন্দী কুঞ্জের কাছে যমুনা নদীতে ভাসছে বিষাক্ত ফেনা। সাদা ফেনায় কার্যত ঢেকে গিয়েছে নদীবক্ষ। দিল্লিতে যমুনার জলে রবিবার সকালেও দূষণের দৃশ্য ধরা পড়ল। বিগত কয়েকদিনের মতো রবিবারও দেখা যায়, যমুনার জল সাদা ফেনায় ঢেকে গিয়েছে। রবিবার সকালেও দিল্লিতে বাতাসের গুণগতমান ছিল খারাপ, রাজধানী দিল্লি ঘন ধোঁয়াশার চাদরে ঢেকে যায়। এই দূষণের মধ্যেই যমুনা নদীর জলে দেখা গেল বিষাক্ত ফেনা। দিল্লির কালিন্দী কুঞ্জ এলাকায় দেখা যায়, যমুনার জলে বিষাক্ত ফেনা ভেসে বেড়াচ্ছে। যা রীতিমতো চিন্তাজনক।

২৩ নভেম্বর পর্যন্ত শুষ্ক থাকবে উপত্যকা, ভূস্বর্গের আবহাওয়া থাকবে মনোরমই

শ্রীনগর, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): আপাতত জম্মু ও কাশ্মীরে বৃষ্টি এবং তুষারপাতের সম্ভাবনা নেই। আগামী ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত মূলত শুষ্কই থাকবে আবহাওয়া। এই সময়ে আবহাওয়া থাকবে মূলত শুষ্ক।জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৩ নভেম্বর পর্যন্ত মূলত শুষ্ক থাকবে জম্মু ও কাশ্মীরের আবহাওয়া। কোথাও বৃষ্টি

'ভবিষ্যতের সৃজনশীল মনন' মঞ্চ আগের বছরের ৭৫ জনের সংখ্যা থেকে বেড়ে এবার ১০০ জন তরুণ প্রতিভাকে নিয়ে এগুচ্ছে

গোয়া, ১৭ নভেম্বর ২০২৪:২০ থেকে ২৮ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত অনুষ্ঠেয় '৫৫তম ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে'র (আইএফএফআই) মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছে ভারতীয় সিনেমার ভবিষ্যতউ সেখানে থাকছে রূপান্তরকারী 'ভবিষ্যতের সৃজনশীল মনন' (ঙ্খপ্পঞ্জ) উদ্যোগ। যা তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রকের 'আজাদি কা অমৃত মহোৎসব' উদ্‌যাপনের অধীনে চালু করা হয়। এই সিএমওটি উদ্যোগ তরুণ চলচ্চিত্র নির্মাতাদের অন্বেষণ করা ও তাঁদেরকে পৃষ্ঠপোষকতা করার একটি আলোকবর্তিকা হয়ে উঠেছে।

ভারতের উজ্জ্বল তরুণ প্রতিভাদের জন্য এ এক সর্ববৃহৎ প্ল্যাটফর্ম, যা নতুন নির্মাতা ও এই শিল্পের প্রবীণ ব্যক্তিত্বদের মধ্যে মত বিনময় ও শিক্ষার সুযোগ করে দিচ্ছে। এই বছর সিএমও কর্মসূচি আরও বেশি সম্প্রসারিত হয়েছে। গত বছর যেখানে ৭৫ জন প্রতিভা ১০টি চলচ্চিত্র নির্মাণ শিল্পে অংশ নিয়েছিলেন, এবার সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১০০ এবং এবার ১৩টি ক্ষেত্রে তাঁরা অংশ নেবেন।

শিল্পের প্রভাব:

সিএমওটি উদ্যোগ থেকে সৃষ্টিশীলতার অভিযাত্রা শুরু করা প্রতিভাবানরা নিজেদের নাম বিশ্বমঞ্চে প্রতিষ্ঠা করেছেন। 'দুন', 'নিমোনা', 'মেগ-২'-এর মতো হলিউড ব্লকবাস্টার ছবিতে অবদান রাখা থেকে শুরু করে কানস, টরন্টো, বার্লিনে এবং আন্তর্জাতিক এমি পুরস্কারের সম্মান পাওয়া, সমস্ত ক্ষেত্রে তাদের সাফল্যের গল্প বিশ্বজুড়ে অনুরণিত হয়েছে।

এই বছর 'ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে পাঁচজন 'সিএমওটি চ্যাম্পিয়ন'কে সম্মান জানানো হবে, যাদের এই অভিযাত্রা সৃজনশীলতা ও দক্ষতার উদাহরণ হয়ে উঠেছেউ এরা হচ্ছেন: চিদানন্দ এস. নায়েক — কানস উৎসবে পুরস্কৃত।; সুবর্ণা দাস --- টি.আই.এফ.এফ., এস.এক্স.এস.ডব্লিউ., এবং বার্লিনালে প্রজেক্টে প্রদর্শিত। অক্ষিতা ভোহরা — পুরস্কারপ্রাপ্ত ও নির্মাণ ও সৃষ্টির জন্য প্রসংশিত। অখিল দামোদর লোটলিকার — বিভিন্ন আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে নির্বাচিত। কৃষ্ণা দুশানে — আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সাফল্যের অংশ।

গোয়ায় 'ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে' (আইএফএফআই) এই পাঁচজন পথিকৃৎ স্বল্প-দৈর্ঘ্যের চলচ্চিত্র নির্মাণ চ্যালেঞ্জে পাঁচটি সিএমওটি দলের মেন্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন এবং তাদের প্রেরণাদায়ক অভিজ্ঞতাকে সকলের সামনে তুলে ধরবেন।

উদীয়মান সৃষ্টিশীলদের জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম:

'ভবিষ্যতের সৃজনশীল মনন' (সিএমওটি) উদ্যোগটি শুরু হওয়ার পর থেকেই এটি ভারতের প্রতিটি প্রান্ত, এমনকি উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং জম্মু ও কাশ্মীর থেকেও ২২৫ জন তরুণ প্রতিভাকে আকৃষ্ট করেছে। এটি বিশ্বের সর্ববৃহৎ সম্পূর্ণ সহায়তামূলক প্ল্যাটফর্ম হিসেবে গড়ে উঠেছে, যা ভারতের তরুণ চলচ্চিত্র স্রষ্টাদের বিকাশের জন্য নিবেদিত। এই উদ্যোগ বস্তুতপক্ষে ভারতের চচলচ্চিত্র জগতে ভবিষ্যৎ গল্পকারদের লালন করার অঙ্গীকারের এক সাক্ষ্য।

১০০ জন সৃষ্টিশীল প্রতিভাকে নির্বাচনের প্রক্রিয়া:

এই বছর সিএমওটি'র জন্য চলচ্চিত্র নির্মাণের ১৩টি বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রায় ১,০৭০টি আবেদন জমা পড়ে। ওড়িশা, অরুণাচল প্রদেশ, ত্রিপুরা, ঝাড়খণ্ড, মেঘালয়, মিজোরাম এবং কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল যেমন পুদুচেরি, লক্ষদ্বীপ ও আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ থেকেও বিপুল সংখ্যক আবেদন এসেছে। এর মধ্যে নির্দেশনা বিভাগে সর্বাধিক আবেদন জমা পড়েছে, এরপরেই ছিল হেয়ার ও মেক-আপ এবং সিনেমাটোগ্রাফি বিভাগ।

প্রতিভা নির্বাচনের ক্ষেত্রে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া দুটি ধাপে নেওয়া হয়েছে :

১. নির্বাচন জুরি: পুরস্কারপ্রাপ্ত চলচ্চিত্রশিল্পীরা জমা দেওয়া সমস্ত আবেদনযার মধ্যে ছিল স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র, শো রিল, পোর্টফোলিও এবং সংগীত ফাইলপর্যালোচনা করে প্রতিটি বিভাগের জন্য ৩০০-এর কিছু বেশি সেরা আবেদন বাছাই করেন।

২. গ্র্যান্ড জুরি: চলচ্চিত্র জগতের অভিজ্ঞ এবং প্রখ্যাত ব্যক্তিদের নিয়ে গঠিত গ্র্যান্ড জুরি এই বাছাই করা আবেদনগুলোকে মূল্যায়ন করে চূড়ান্ত ১০০ জন প্রতিভাকে নির্বাচিত করেন। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিটি চলচ্চিত্র নির্মাণ ক্ষেত্রে সেরা প্রতিভাদের খুঁজে বের করা হয়েছে।

চলচ্চিত্র নির্মাণ বাণিজ্যের সম্প্রসার :

সিএমওটি উদ্যোগ আগের চেয়ে সম্প্রসারিত হয়ে নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছেউ এতে এবার নতুন করে যোগ হয়েছে ভয়েস ওভার/ডাবিং বিভাগ এবং স্বতন্ত্র হেয়ার ও মেকআপ বিভাগ। এ বছর তাই এই কর্মসূচিতে চলচ্চিত্র নির্মাণ ক্ষেত্রের মোট ১৩টি বিষয় রয়েছে। এগুলো হল:

পরিচালনা বা নির্দেশনা, অভিনয়, সিনেমাটোগ্রাফি, সম্পাদনা ও সাবটাইটলিং, চিত্রনাট্য, প্লেব্যাক গান, সংগীতে সুর করা, পোশাক ডিজাইন, শিল্প নির্দেশনা, অ্যানিমেশন, ভিস্যুয়াল ইফেক্ট (ভিএফএক্স), অগমেন্টেড রিয়ালিটি (এ.আর.সম্প্রসারিত বাস্তবতার প্রযুক্তি), এবং ভার্চুয়াল বাস্তবতা(ভিআর ভার্চুয়াল রিয়েলিটি), হেয়ার ও মেকআপ, সাউন্ড রেকর্ডিং ও ভয়েস ওভার/ডাবিং

অংশগ্রহণকারীদের জন্য কর্মসূচি ও সুযোগ:

সিএমওটি-২০২৪ এবার অংশগ্রহণকারীদের জন্য এক সমৃদ্ধশালী অভিজ্ঞতা নিয়ে আসবে, এটা নির্দ্বিধায় বলা যায়। আগামী ২০ থেকে ২৮ নভেম্বর ২০২৪ গোয়ায় অনুষ্ঠেয় এই উদ্যোগে ১০০ জন অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন শিক্ষামূলক কর্মসূচিতেও অংশগ্রহণ করবেন।

প্রখ্যাত ব্যক্তিত্বদের পরিচালনায় মাস্টার ক্লাস:

চলচ্চিত্র জগতের নামজাদা ব্যক্তিত্ব ও আন্তর্জাতিক বিশেষজ্ঞদের দ্বারা পরিচালিত মাস্টারক্লাসগুলোর মাধ্যমে অংশগ্রহণকারীরা চলচ্চিত্র নির্মাণের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গভীর জ্ঞান অর্জন করবেন।

এই অধিবেশনেথাকবে:

অভিনয় শিল্পে দক্ষতা অর্জন: অভিনয়ে প্রকৃত পারফরম্যান্স গড়ার কৌশল শেখাবেন ভারতের শীর্ষস্থানীয় কাস্টিং ডিরেক্টর মুকেশ ছাবরা।

পিচিং-এর শিল্প: প্রযোজক, ডিস্ট্রিবিউটর ও বিনিয়োগকারীদেরকে নিখুঁত পিচ তৈরির কলা শেখাবেন সিদ্ধার্থ জৈন, যিনি 'দ্য স্টোরি ইংক'-এর প্রতিষ্ঠাতা।

সিনেমাটিক হারমোনি: ফিল্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে ডিআই (ঙ্গজ্জ) ও রঙ বিন্যাসের কৌশল শেখাবেন প্রখ্যাত রঙ বিশেষজ্ঞ পৃথ্বী বুদ্ধবরাপু (অনলাইনে)উ

লেখন প্রক্রিয়া: গবেষণা থেকে ভিজ্যুয়াল রচনার দক্ষতা শেখাবেন খ্যাতনামা চিত্রনাট্যকার চারুদত্ত আচার্য।

বৈশ্বিক স্বীকৃতি লাভের অভিযাত্রায়: আন্তর্জাতিক বাজার ও ল্যাবে স্বাধীন চলচ্চিত্র নির্মাতাদের জন্য দিকনির্দেশনা দেবেন 'এ লিটিল এনার্কি ফিল্মস'-এর প্রতিষ্ঠাতা কোভাল ভাটিয়া।

বাস্তব থেকে পর্দায়: ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্র নির্মাণের কলা ও এর বিস্তার-এর সুযোগ ও দক্ষতা শেখাবেন ওয়াই.আর.এফ. স্টুডিও'র চলচ্চিত্র নির্মাতা সইফ আখতারউ

৪৮-ঘণ্টার চলচ্চিত্র নির্মাণ চ্যালেঞ্জ: "প্রযুক্তির যুগে সম্পর্ক" এই থিমে মাত্র ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে স্বল্পদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মাণ করবেন প্রতিযোগীরা। ২০ সদস্যের পাঁচটি দলে বিভক্ত হয়ে তারা ২১ থেকে ২৩ নভেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত গোয়ার পানজিমের ৪ কিলোমিটারের মধ্যে ১২টি জায়গায় কাজ করবেন।

চ্যালেঞ্জের সেরা চলচ্চিত্রগুলো উৎসব প্রাঙ্গণে প্রদর্শিত হবে এবং গ্রেট গ্র্যান্ড জুরি এগুলোর বিচার করবেন। বিভিন্ন বিভাগে পুরস্কার প্রদান করা হবে।

এই উদ্যোগটি আমেরিকা-ভিত্তিক নেটওয়ার্ক শর্টস ইন্টারন্যাশনাল-এর সহযোগিতায় আয়োজিত হয়েছে। এটি অংশগ্রহণকারীদের সৃজনশীলতা, দলগত কাজের দক্ষতা এবং কাহিনি নির্মাণের সক্ষমতা পরীক্ষা করার এক অনন্য সুযোগ।

ট্যালেন্ট ক্যাম্প: ট্যালেন্ট ক্যাম্প হলো অংশগ্রহণকারীদের জন্য একটি বিশেষ সুযোগ, যেখানে তারা নিজেদের দক্ষতা উপস্থাপন করতে পারবেন এবং ১১টিরও বেশি শীর্ষস্থানীয় মিডিয়া ও বিনোদন সংস্থার প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করতে পারবেন। যাদের মধ্যে আছেনরায় কাপুর ফিল্মস, ব্রিজ পোস্টওয়ার্কস, উই আর যুবা, মুকেশ ছাবরা কাস্টিং কোং, দ্য স্টোরি ইঙ্ক এবং আরও অনেকে। পথপ্রদর্শক এই উদ্যোগটি অংশগ্রহণকারীদের জন্য অর্থবহ আলাপচারিতা ও সহযোগিতার সুযোগ সৃষ্টি করবে, যা শিল্পজগতে তাদের সম্ভাবনাকে আরও উজ্জ্বল করে তুলবে। বিশেষ করে, ১০০ জন সৃজনশীল প্রতিভার পাশাপাশি, এই উদ্যোগে ২২৫ জন প্রাক্তন অংশগ্রহণকারী শিল্পী ও চলচ্চিত্র নির্মাতাও তাদের দক্ষতা প্রদর্শন এবং শিল্পের শীর্ষস্থানীয় অংশীদারদের সঙ্গে নেটওয়ার্কিং করার সুযোগ পাবেন।

আইএফএফআই এবং ফিল্ম বাজারের সফর: ৫৫তম ভারতের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের (আইএফএফআই) উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের পাশাপাশি প্রতিযোগীরা ভারতের শীর্ষস্থানীয় চলচ্চিত্র বাজার ফিল্ম বাজারে অংশ নেবেন। ফিল্ম বাজারের গাইডেড ট্যুরে প্রতিযোগীদেরকে সিনেমার ব্যবসার দিকটি আরও ভালোভাবে বুঝতে সাহায্য করবে। এই ট্যুরের পাশাপাশি উৎসব জুড়ে বিভিন্ন চলচ্চিত্র প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণের সুযোগও থাকবে।

উপসংহার:

আইএফএফআই-এ 'সৃজনশীল মনের আগামী প্রজন্ম' অর্থাৎ 'ভবিষ্যতের সৃজনশীল মনন' উদ্যোগটির চতুর্থ সংস্করণে সিএমওটি একমাত্র এবং বিশেষ প্ল্যাটফর্ম হিসেবে আরও পরিচিত হচ্ছেউ এই উদ্যোগ তরুণ শিল্পী, চলচ্চিত্র নির্মাতা এবং স্রষ্টাদের প্রতিভা ও উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে সম্মান জানায়উ এই উদ্যোগটি ভারতীয় এবং আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রের শীর্ষস্থানীয় কিংবদন্তিদের কাছ থেকে শেখার এবং এর পাশাপাশি যোগাযোগের সুযোগ দিয়ে, অংশগ্রহণকারীদেরকে তাদের দক্ষতা উন্নত করতে, দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত করতে এবং বিশ্ব চলচ্চিত্র শিল্পে দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্ক গড়ার ক্ষমতা প্রদান করে। এই উদ্যোগ শুধু তাদের সম্ভাবনাকেই চিহ্নিত করবে তা নয়, , বরং তাদের স্বপ্নকে বাস্তবোচিত ভাবে অর্জন করার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ এবং পরামর্শ দিয়ে তাদেরকে প্রস্তুত করতে সাহায্য করবে। এই পদক্ষেপ আন্তর্জাতিক আঙিনায় কাহিনিচিত্র বলার ভবিষ্যতকে উত্তমভাবে গড়ে তুলবে, যা সৃজনশীল মনের আগামী প্রজন্ম নির্মাণের এক শক্তিশালী উদ্যোগ হিসেবে পরিগণিত হবে।.

অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আয়না দেখিয়ে দিলেন কৈলাশ : বীরেন্দ্র সচদেবা

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): কৈলাশ গেহলট আম আদমি পার্টি থেকে ইস্তফা দিতেই অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আক্রমণ করলেন দিল্লি বিজেপির সভাপতি বীরেন্দ্র সচদেবা। তিনি বলেছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আয়না দেখিয়ে দিলেন কৈলাশ গেহলট। রবিবার এএপি থেকে ইস্তফা দিয়েছেন দিল্লির মন্ত্রী তথা এএপি নেতা কৈলাশ গেহলট। দল থেকে ইস্তফা দেওয়ার পাশাপাশি নিজের হতাশাও ব্যক্ত করেছেন কৈলাশ গেহলট। শুধুমাত্র এএপি নয়, দিল্লির মন্ত্রিসভা থেকেও ইস্তফা দিয়েছেন কৈলাশ।এরই প্রেক্ষিতে দিল্লি বিজেপির সভাপতি কৈলাশ গেহলট বলেছেন, অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে আয়না দেখিয়েছেন কৈলাশ গেহলট। কেজরিওয়ালকে তিনি বলেছেন, তিনি কেজরিওয়াল ও তাঁর লুটেরা গ্যাং-এর অংশ হতে চান না। কৈলাশ গেহলট অনেক সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছেন, তাঁকে আমরা অভিনন্দন জানাচ্ছি।'

উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য ভারতে তাপমাত্রা হ্রাসের পূর্বাভাস, ঘন কুয়াশারও সতর্কতা জারি

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য ভারতে আগামী ৩-৪ দিন তাপমাত্রা হ্রাসের সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)। একইসঙ্গে জারি করা হয়েছে অতি ঘন কুয়াশার সতর্কতাও। আইএমডি পূর্বাভাসে জানিয়েছে, আগামী ৩-৪ দিন উত্তর-পশ্চিম এবং মধ্য ভারতে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২-৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত হ্রাস পাবে। এছাড়াও দিল্লি, পঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, উত্তর-পশ্চিম রাজস্থান, পূর্ব উত্তর প্রদেশ এবং বিহারে রাত এবং সকালের সময় ঘন থেকে অতি ঘন কুয়াশা অব্যাহত থাকতে পারে। বাতাসের গুণমান ক্রমাগত অবনতি হওয়ায় রবিবার সকালে উত্তর প্রদেশের গাজিয়াবাদ শহর ধোঁয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন ছিল। আবার আলিগড় শহরে এদিন সকালের দিকে ব্যাপক কুয়াশা ছিল, কুয়াশার দাপট ছিল তাজনগরী আগ্রাতেও।

দিল্লিতে বাতাসের গুণমান খারাপই; একিউআই ৪২৮, কমেছে দৃশ্যমানতা

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): আরও খারাপ হল দিল্লির বাতাসের গুণগতমান। রবিবার সকালেও ঘন ধোঁয়াশায় ঢাকল রাজধানী দিল্লি। ধোঁয়াশার কারণে দৃশ্যমানতাও কমেছে অনেকটাই। এদিন সকালে দিল্লির অক্ষরধাম, ইন্ডিয়া গেট এবং আনন্দ বিহারে মতো এলাকায় বাতাসের গুণগত মান ছিল অত্যন্ত খারাপ। চারিদিক ঘন ধোঁয়াশার চাদরে আচ্ছন্ন ছিল। সেন্ট্রাল পলিউশন কন্টোল বোর্ড অনুসারে, রবিবার সকাল আটটা নাগাদ দিল্লির আনন্দ বিহারে এয়ার কোয়ালিটি ইন্ডেক্স ছিল ৪৫৭, বাওয়ানায় ৪৭১, দ্বারকা সেক্টর ৮-এ ৪৪৫।

বক্সিরহাট শুটআউট কাণ্ডে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ, সাজানো ঘটনা দাবি পুলিশের

কোচবিহার, ১৭ নভেম্বর(হি.স.): বক্সিরহাট শুটআউট কাণ্ডে চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করলেন কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্রুতিমান ভট্টাচার্য। এই ঘটনাকে সাজানো নাটক বলে দাবি করে বিজেপির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে জানান তিনি।

পুলিশের তদন্তে উঠে এসেছে, তৃণমূল ব্লক সভাপতির ছেলে তথা অঞ্চল চেয়ারম্যান নিহার বড়ুয়ার বিরুদ্ধে পরিকল্পিত শুটআউটের অভিযোগ আসলে পুরনো শত্রুতা থেকে সৃষ্টি। গত ১৩ নভেম্বর টাকোয়ামারি গ্রামে গুলি চলার খবর মেলে। অভিযোগ করা হয়েছিল যে, বিজেপি আশ্রিত দুষ্কৃতীরা নিহার বড়ুয়াকে লক্ষ্য করে গুলি চালিয়েছে। গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়ায় তিনি প্রাণে রক্ষা পান।

তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, টাকোয়ামারি গ্রামের একটি ক্রেসার মিল, যা দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ, সেখানেই ঘটনার নাটক সাজানো হয়। ওই মিলের নাইটগার্ড প্রদীপ গোপ নিজের শত্রুতা মেটাতে এই পরিকল্পনা করেন। তার দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, পুলিশ দুটি বন্দুক উদ্ধার করে। একটি ওয়ান শাটার পিস্তল এবং একটি ৯ এমএম পিস্তল। গ্রেফতার করা হয়েছে নাইটগার্ড প্রদীপ গোপ এবং জয়ন্ত ডাকুয়াকে।

সাংবাদিক বৈঠকে পুলিশ সুপার দ্রুতিমান ভট্টাচার্য বলেন, "তদন্তে আমরা নিশ্চিত হয়েছি এটি পুরনো শত্রুতা মেটানোর উদ্দেশ্যে সাজানো ঘটনা। বিজেপির বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ভিত্তিহীন।"

বিজেপি কোচবিহার জেলা সহ-সভাপতি উৎপল দাস পুলিশের এই দাবিকে সমর্থন জানিয়ে বলেন, "আমরা আগেই বলেছিলাম, এই ঘটনা বিজেপি কর্মীদের ফাঁসানোর জন্য পরিকল্পিত। পুলিশ তা প্রমাণ করেছে। আমরা পুলিশের প্রতি কৃতজ্ঞ।"

অন্যদিকে, তৃণমূল মুখপাত্র পার্থপ্রতিম রায় বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ বরাবরই নিরপেক্ষ তদন্ত করে। বিজেপি শুধু রাজনীতি করার চেষ্টা করে।" বক্সিরহাট শুটআউট কাণ্ডে পুলিশের এই তথ্য প্রকাশে নতুন মোড় নিয়েছে ঘটনাটি। তবে রাজনৈতিক তরজায় উত্তাপ এখনও অব্যাহত।

পাথর বোঝাই ট্রাক্টর থেকে রাজস্ব আদায়ে বৈষম্যের অভিযোগ, নলহাটিতে পথ অবরোধ

নলহাটি, ১৭ নভেম্বর(হি.স.):ভূমি ও ভূমি দফতরের রাজস্ব আদায়ে বেনিয়মের অভিযোগ তুলে রবিবার সকাল থেকে বীরভূমের নলহাটি থানার বাহাদুরপুর পাথর শিল্পাঞ্চল যাওয়ার রাস্তায় পথ অবরোধ করেন স্থানীয় ট্রাক্টর চালক, পাথর ব্যবসায়ী ও বাসিন্দারা। সকাল ৯টা নাগাদ বাহাদুরপুর শিল্পাঞ্চল যাবার রাস্তায় কোঠাতলা মোড়ের কাছে এই বিক্ষোভ শুরু হয়।

অবরোধকারীদের অভিযোগ, পাথর শিল্পাঞ্চল থেকে পাথর বোঝাই করে বিভিন্ন এলাকায় বিক্রির জন্য নিয়ে যাওয়া ট্রাক্টরগুলোর মধ্যে কিছু থেকে রাজস্ব আদায় করা হচ্ছে, আবার কিছু থেকে করা হচ্ছে না। এর ফলে পাথরের দামে বড়সড় তারতম্য ঘটছে এবং ব্যবসায়ীরা আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন। তাদের দাবি, হয় সমস্ত ট্রাক্টর থেকে সমানভাবে রাজস্ব আদায় করতে হবে, নয়তো সব ট্রাক্টরকেই এই প্রক্রিয়া থেকে ছাড় দিতে হবে।

পাশাপাশি, অবরোধকারীরা অভিযোগ করেন যে রাস্তার ধুলোবালির কারণে এলাকাবাসীদের বসবাস অসম্ভব হয়ে উঠেছে। তারা দ্রুত রাস্তা সংস্কারের দাবি জানান। এই দাবি জানিয়ে সকাল থেকে অবরোধ শুরু হলে নলহাটি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছায়। তবে পুলিশের উপস্থিতিতে বিক্ষোভকারীরা আরও উত্তেজিত হয়ে ওঠেন এবং তাদের ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ট্যাব কেলেঙ্কারিতে দিনহাটা থেকে গ্রেফতার আরও এক অভিযুক্ত

কোচবিহার, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : পশ্চিমবঙ্গ সরকারের "তরুণের স্বপ্ন" প্রকল্পের অধীনে শিক্ষার্থীদের দেওয়া ট্যাব কেনার অর্থ অপব্যবহার করার ঘটনায় পুলিশ কোচবিহার জেলার দিনহাটা এলাকা থেকে আরও এক অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে। অভিযুক্তের নাম মনোজিৎ বর্মণ (৩০)।

প্রসঙ্গত, ট্যাব কেলেঙ্কারিতে রাজ্যের একাধিক জায়গার নাম উঠে এসেছে। ট্যাবের টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে চলে যাওয়ার ঘটনা সামনে এসেছে মালদা জেলা থেকেও। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকজনকে গ্রেফতারও করা হয়েছে। আর এই ট্যাব কেলেঙ্কারিতে এবার হবিবপুরের একটি স্কুলের পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা অন্য অ্যাকাউন্টে চলে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। এবার সেই ঘটনার তদন্তে নেমে কোচবিহারের দিনহাটা থানার অন্তর্গত মাদার লেনের বাসিন্দা মনোজিৎ বর্মনকে (৩০) গ্রেফতার করেছে মালদা জেলা পুলিশের স্পেশাল ইনভেস্টিগেশন টিম।

সিট সূত্রে খবর, এক পড়ুয়ার ট্যাবের টাকা মনোজিৎ বর্মনের অ্যাকাউন্টে চলে যায়। যদিও সেই টাকা ইতিমধ্যে তুলে নেওয়া হয়েছে। ব্যাংকের কেওয়াইসি তথ্যের মাধ্যমে শনিবার রাতে গ্রেফতার করা হয় মনোজিতকে। প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, ট্যাবের টাকা কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্তের একাধিক ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ব্যবহার করা হয়েছে। ধৃত ব্যক্তির দশ দিনের পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানিয়ে রবিবার হবিবপুর থানার তরফে মালদা জেলা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

গোলাঘাটে উদ্ধার গর্ত আবদ্ধ বুনো হাতি-শাবক

গোলাঘাট (অসম), ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : দুদিনের অক্লান্ত চেষ্টায় গর্তে আবদ্ধ বুনো হাতি-শাবককে উদ্ধার করেছেন বনকর্মীরা। গতকাল শনিবার গোলাঘাট জেলার অন্তর্গত মোরাঙ্গির ২ নম্বর বালিজান কাঠনিবস্তিতে রাতের অন্ধকারে পাল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি গর্তে পড়ে গিয়েছিল বুনো হাতি-শাবক। গর্তে পড়ে যাওয়ার পর সারা রাত তার বৃংহিতে (ডাক) পার্শবর্তী গ্রামের মানুষ আজ (রবিবার) ভোরে জড়ো হন। তাঁরা খবর দেন বন দফতরে।

খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঘটনাস্থলে ছুটে যান বন বিভাগের কর্মকর্তারা। তাঁর গার্তে আটকে পড়া শাবককে উদ্ধার করতে কয়েক ঘণ্টা অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। অবশেষে একটি এক্সক্যাভ্যাটর (জেসিবি) দিয়ে গর্তে মাটি ফেলে হাতি-শাবককে ওপরে ওঠার রাস্তা করে দেওয়া হয়। ওই রাস্তায় ওপর ওঠে দ্রুত জঙ্গলের দিতে চলে যায় বুনো হাতির শাবকটি। সফল উদ্ধার অভিযানে স্বস্তি পেয়েছেন স্থানীয় মানুষ এবং বন আধিকারিক এবং কর্মচারীরা।

বেলডাঙায় সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা: হিন্দুদের ওপর হামলা, অগ্নিসংযোগ ও সহিংসতার অভিযোগ

মুর্শিদাবাদ, ১৭ নভেম্বর(হি.স.): মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় নতুন করে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। অভিযোগ উঠেছে, হিন্দু সম্প্রদায়ের ওপর পরিকল্পিত হামলা, বাড়িঘর পুড়িয়ে দেওয়া, বোমা হামলা এবং মহিলাদের হেনস্থা করার মতো একাধিক সহিংস ঘটনার।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দুষ্কৃতীদের একটি দল নিরীহ হিন্দুদের বাড়িতে ঢুকে ভয় দেখানো, আক্রমণ এবং হত্যার হুমকি দিচ্ছে। অনেক বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং স্থানীয় মানুষজন প্রাণভয়ে এলাকা ছাড়তে বাধ্য হচ্ছেন। এমনকি, অপ্রত্যাশিতভাবে হামলার শিকার দুই হিন্দু ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে বলেও কিছু অপ্রমাণিত খবর পাওয়া গেছে।

বিজেপি রাজ্য সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদার এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, রাজ্য সরকার হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং প্রশাসন পক্ষপাতমূলক আচরণ করছে। সামাজিক মাধ্যমে একটি পোস্টে তিনি এই ঘটনাকে রাজ্যের স্থিতিশীলতা নষ্ট করার চক্রান্ত বলে আখ্যা দিয়েছেন। তিনি স্থানীয় বাসিন্দাদের প্ররোচনায় পা না দিয়ে শান্তি বজায় রাখার আবেদন করেছেন এবং পুলিশকে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে বলেছেন।

স্থানীয়দের দাবি, পুলিশ এই সহিংসতায় কার্যত নিষ্ক্রিয় থেকে পরিস্থিতিকে আরও বিপজ্জনক করে তুলেছে। ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলি অবিলম্বে প্রশাসনিক হস্তক্ষেপ ও দোষীদের শাস্তি দাবি করছে।

বেলডাঙার পরিস্থিতি এখনো উত্তেজনাপূর্ণ। মানবাধিকার সংগঠন এবং বিরোধী দলগুলি রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে। এলাকাবাসীরা শান্তি ও নিরাপত্তার আশায় প্রশাসনের কার্যকরী পদক্ষেপের অপেক্ষায় রয়েছেন।

সুইচবোর্ডে আগুন, আতঙ্কে বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতাল

বসিরহাট, ১৭ নভেম্বর(হি.স.):বসিরহাট সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালের দ্বিতীয় তলে সুইচবোর্ডে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াল। মেল সার্জিক্যাল ওয়ার্ডের পাশে একটি ওষুধের কার্টন রাখার ঘরে প্রথমে ধোঁয়া বের হতে দেখেন কর্তব্যরত নার্সরা। দরজা খুলতেই তারা সুইচবোর্ডে আগুন জ্বলতে দেখে দ্রুত সাইরেন বাজান।

ঘটনাস্থলে উপস্থিত হাসপাতালের সুরক্ষা বিভাগের কর্মীরা সঙ্গে সঙ্গে ফায়ার এক্সটিংগুইশার দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনেন। তৎক্ষণাৎ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে রোগী, রোগীর আত্মীয় এবং হাসপাতালের কর্মীদের মধ্যে। পরিস্থিতি আরও অবনতির আশঙ্কায় দ্রুত খবর দেওয়া হয় বসিরহাট থানা এবং দমকল বিভাগে।

দমকলের একটি ইঞ্জিন এসে পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গেছে, শর্ট সার্কিট থেকে আগুন লেগে থাকতে পারে বলে প্রাথমিকভাবে অনুমান করা হচ্ছে। তবে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে আগুন লাগানো হয়েছিল কিনা তা খতিয়ে দেখতে সিসিটিভি ফুটেজ পর্যালোচনা করছে পুলিশ ও দমকল বিভাগ।

এই ঘটনায় হাসপাতালের কর্মী কৌশিক দাস বলেন, 'আমাদের তৎপরতায় আগুন বড় কোনো ক্ষয়ক্ষতি করতে পারেনি। তবে বিষয়টি খুবই ভীতিজনক ছিল।'

অগ্নিকাণ্ডের প্রকৃত কারণ জানার জন্য তদন্ত চলছে। রোগীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হাসপাতালের পক্ষ থেকে বাড়তি সতর্কতার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

ফরশো রোডের হাওড়া হাউজের ভেতরে বিয়ে বাড়িতে আগুন

হাওড়া, ১৭ নভেম্বর (হি. স.) : হাওড়ার ফরশো রোডের হাওড়া হাউজের ভেতরে বিয়ে বাড়িতে আগুন। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, হাওড়া হাউজের ভিতরে একটা বিয়ে বাড়ির প্যান্ডেলে আগুন লাগে। রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে পাঁচটা নাগাদ হঠাৎ আগুনের ফুলকি দেখতে পান এক কর্মী। দাহ্য পদার্থ থাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে দ্রুত। দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে প্যান্ডেল। প্রথমে আশপাশের লোকজনই বালতি, গামলা করে জল এনে আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করতে থাকে সব! পাশেই গঙ্গা নদী। সেই হাওয়ায় গোটা প্যান্ডেল আগুনের গ্রাসে চলে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকল। এই মুহূর্তে দমকলের দুটি ইঞ্জিন আগুন নেভানোর কাজ করছে। আগুন এখনও আয়ত্তে আসেনি। তবে অনুষ্ঠানের দিন না হওয়ায় বড় হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।

ঝাড়খণ্ডকে সবসময়ই মূল স্রোতে রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী : জে পি নাড্ডা

ধানবাদ, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : ঝাড়খণ্ডকে সবসময়ই মূল স্রোতে রেখেছেন প্রধানমন্ত্রী মোদী। দাবি করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎ প্রকাশ নাড্ডা। রবিবার ঝাড়খণ্ডের ধানবাদে এক নির্বাচনী প্রচারে নাড্ডা বলেছেন, 'ইউপিএ সরকার ঝাড়খণ্ডের উন্নয়নের জন্য মাত্র ৮০ হাজার কোটি টাকা দিয়েছে। মোদী সরকার ঝাড়খণ্ডকে উন্নয়নের জন্য ৩,০০,০০০ কোটি টাকা দিয়েছে। আয়ুষ্মান ভারত, মুদ্রা যোজনা ইত্যাদির মতো প্রকল্পগুলি ঝাড়খণ্ড থেকে শুরু হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মোদী সবসময় ঝাড়খণ্ডকে মূল স্রোতে রেখেছেন।নাড্ডা আরও বলেছেন, 'কেন্দ্রে বিজেপি সরকার গঠিত হওয়ার পর মন্ডল কমিশন কার্যকর করা হয়েছিল। আমি রাহুল গান্ধীকে জিজ্ঞাসা করতে চাই, রাজীব গান্ধী ফাউন্ডেশনে কতজন ওবিসি আছে... কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিতে কতজন ওবিসি আছে? আমি বলতে পারি, প্রধানমন্ত্রী মোদীর মন্ত্রিসভায় ২৭ জন মন্ত্রী ওবিসিভুক্ত। আমাদের সরকার পিছিয়ে পড়া শ্রেণীকে মূলধারায় আনতে কাজ করেছে।

মাটিগাড়ায় সোনার গয়না ছিনতাইয়ের অভিযোগে গ্রেফতার দুই অভিযুক্ত

শিলিগুড়ি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : ছিনতাইয়ের ঘটনায় মাটিগাড়া থানার পুলিশের হাতে গ্রেফতার দুজন। উদ্ধার হয়েছে ছিনতাই হওয়া সোনা। ধৃতদের নাম গণেশ ঘোষ এবং সহদেব রায় ওরফে লটকা।

জানা গিয়েছে, গত ২৩ অক্টোবর সকালে মাটিগাড়া থানা অন্তর্গত বেলডাঙ্গী এলাকায় প্রাতঃভ্রমণে বেড়িয়েছিলেন এক মহিলা। সেইসময় তুম্বাজোতে জোড়া ব্রিজ এলাকায় বাইকে করে দুই যুবক আসে এবং মহিলার গলা থেকে সোনার চেন ছিনতাই করে চম্পট দেয়।

ঘটনার পর মাটিগাড়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন মহিলা।সেই অভিযোগের তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজের সাহায্যে গত ২৭ অক্টোবর গণেশ ঘোষকে গ্রেফতার করে পুলিশ।তাকে আদালতে পেশ করে ৫ দিনের পুলিশি হেফাজতে নেওয়া হয়।

ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ছিনতাইয়ের ঘটনায় জড়িত সহদেব রায় ওরফে লটকার নাম সামনে আসে।এরপর পুলিশ জানতে পারে ছিনতাই করা সোনার চেন জংশন এলাকায় বিক্রির চেষ্টা করা হচ্ছে।এই খবর পেয়েই গতকাল রাতে পাতিকলোনি এলাকায় অভিযান চালিয়ে সহদেব রায়কে গ্রেফতার করে পুলিশ।

ধৃতের কাছ থেকে ১০ গ্রাম গলানো সোনা উদ্ধার হয়েছে। শনিবার ধৃতকে শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হয়।গোটা ঘটনার তদন্তে পুলিশ।

আইপিএল ২০২৫ : চূড়ান্ত সংক্ষিপ্ত তালিকায় স্থান ৩৭ জন অসি খেলোয়াড়ের

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): আগামী ২৪ এবং ২৫ নভেম্বর সৌদি আরবের জেদ্দায় আইপিএল মেগা নিলামের জন্য নিবন্ধিত ৭৬ জন অস্ট্রেলিয়ান খেলোয়াড়দের মধ্যে ৩৭ জন চূড়ান্ত সংক্ষিপ্ত তালিকায় জায়গা করে নিয়েছেন। গত মরসুমের ফাইনালের প্লেয়ার অফ দ্য ম্যাচ মিচেল স্টার্ক নিজেকে সর্বোচ্চ বন্ধনীতে তালিকাভুক্ত করেছেন, ২ কোটি টাকাতে। ডেভিড ওয়ার্নার, যিনি সম্প্রতি তার আন্তর্জাতিক অবসর ঘোষণা করেছেন, তার তালিকায় রয়েছে ২ কোটি টাকা।

নীচে অসি খেলোয়াড়দের সম্পূর্ণ তালিকা রয়েছে যারা নিলামে সাইন আপ করেছেন।

*মিচেল স্টার্ক - ২ কোটি টাকা*জেক ফ্রেজার-ম্যাকগার্ক - ২ কোটি টাকা*ডেভিড ওয়ার্নার - ২ কোটি টাকা*মিচেল মার্শ - ২ কোটি টাকা*গ্লেন ম্যাক্সওয়েল - ২ কোটি টাকা*মার্কাস স্টয়নিস - ২ কোটি টাকা*জশ হ্যাজলউড - ২ কোটি টাকা*অ্যাডাম জাম্পা - ২ কোটি টাকা*জোশ ইঙ্গলিস - ২ কোটি টাকা*টিম ডেভিড - ২ কোটি টাকা*স্পেন্সার জনসন - ২ কোটি টাকা*স্টিভ স্মিথ - ২ কোটি টাকা*শন অ্যাবট - ২ কোটি টাকা

*জেসন বেহরেনডর্ফ - ১.৫ কোটি টাকা*ঝিয়ে রিচার্ডসন - ১.৫ কোটি টাকা*ড্যানিয়েল সামস - ১.৫ কোটি টাকা*রিলে মেরেডিথ - ১.৫ কোটি টাকা*অ্যারন হার্ডি - ১.২৫ কোটি টাকা*নাথান এলিস - ১.২৫ কোটি টাকা*ল্যান্স মরিস - ১.২৫ কোটি টাকা*অ্যাশটন আগর - ১.২৫ কোটি টাকা*অ্যালেক্স কেরি - ১ কোটি টাকা*অ্যাশটন টার্নার - ১ কোটি টাকা*ক্রিস গ্রিন - ১ কোটি টাকা*বেন ম্যাকডারমট - ০.৭৫ কোটি টাকা*জশ ফিলিপ - ০.৭৫ কোটি টাকা*তানভীর সংঘ - ০.৭৫ কোটি টাকা*ম্যাথিউ শর্ট - ০.৭৫ কোটি টাকা*জেভিয়ার বার্টলেট - ০.৭৫ কোটি টাকা*কুপার কনোলি - ০.৭৫ কোটি টাকা*উইলিয়াম সাদারল্যান্ড - ০.৭৫ কোটি টাকা*বেন দ্বারশুইস - ০.৭৫ কোটি টাকা*হিলটন কার্টরাইট - ০.৭৫ কোটি টাকা*মাইকেল নেসার - ০.৭৫ কোটি টাকা*অ্যান্ড্রু টাই - ০.৭৫ কোটি টাকা*জোশুয়া ব্রাউন - ০.৩ কোটি টাকা*অলিভার ডেভিস - ০.৩ কোটি টাকা

পশ্চিম মেদিনীপুরে আম বাগান থেকে উদ্ধার যুবকের দেহ, ছড়ালো চাঞ্চল্য

পশ্চিম মেদিনীপুর, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): পশ্চিম মেদিনীপুরের কোতোয়ালি থানার দুর্গাপুর এলাকার একটি আম বাগান থেকে উদ্ধার হল এক যুবকের দেহ। মৃতের নাম ঋত্বিক মুন্সি (২৩)। তাঁর বাড়ি শান্তিপুর পুরসভার ১১ নম্বর ওয়ার্ডের বের পাড়ায়। তিনি কলকাতার একটি হোটেলে কর্মরত ছিলেন। মৃতের পরিবারের অভিযোগ, ঋত্বিককে খুন করা হয়েছে। গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়।পরিবারের দাবি, শনিবার সন্ধ্যায় ঋত্বিক তাঁর এক বন্ধু সৌরভের সঙ্গে বাইরে গিয়েছিল। কিন্তু রাতে তিনি আর বাড়ি ফেরেনি। চিন্তিত হয়ে পড়ে পড়েন পরিবারের সদস্যরা। রাতে ঋত্বিকের খোঁজও করেন তাঁরা। কিন্তু ঋত্বিকের কোনও হদিশ পাওয়া যায়নি। রবিবার সকালে এলাকার একটি আমবাগানের পাশের ঝোপ থেকে তাঁর দেহ উদ্ধার হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কোতোয়ালি থানার পুলিশ। তাঁরা দেহটিকে উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিকটবর্তী একটি হাসাপাতালে পাঠিয়েছে।

অনিল ঝা যোগ দিলেন এএপি-তে, কেজরির প্রশংসায় পঞ্চমুখ

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): অরবিন্দ কেজরিওয়ালের আম আদমি পার্টিতে যোগ দিলেন প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক অনিল ঝা। রবিবার দিল্লিতে এএপি-র জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়ালের উপস্থিতিতে এএপি-তে যোগ দিয়েছেন অনিল ঝা। এএপি-তে যোগ দিয়েই কেজরিওয়ালের প্রশংসা করেছেন অনিল ঝা।এএপি-তে যোগদানের পরে প্রাক্তন বিজেপি বিধায়ক অনিল ঝা বলেছেন, 'প্রত্যেক দলেই ভাল এবং খারাপ উভয়ই রয়েছে। কিন্তু কেউই সেভাবে সিদ্ধান্ত নেয় না। আমি বিজেপির "বগুলা" থেকে নিজেকে রক্ষা করার চেষ্টা করছিলাম। আমি ৩২ বছর ধরে এই দলে ছিলাম। কারও নাম নিয়ে অযৌক্তিক কিছু বলতে চাই না।

জলপাইগুড়িতে আট ফুট জখম অজগর উদ্ধার

জলপাইগুড়ি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) : জলপাইগুড়ির আম্বাদির গোকুলভিটা গ্রাম থেকে রবিবার একটি জখম অজগর উদ্ধার করে বন বিভাগের কাছে হস্তান্তর করেছে গ্রামবাসীরা। আহত অজগরটি লম্বায় আট ফুট। গ্রামবাসী জানিয়েছে, এদিন বিকেলে ঝোপের মধ্যে একটি অজগর দেখা যায়। বিষয়টি বন দফতরকে জানানো হয়। খবর পেয়ে আম্বাদি রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছে অজগরটিকে উদ্ধার করে।

বনকর্মীরা জানান, অজগরটি জখম অবস্থায় পাওয়া যায়। চিকিৎসার পর অজগরটিকে গভীর জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হবে। একইসঙ্গে গ্রামবাসীরা জানান, এটি ওই একই অজগর যেটা দুদিন আগে গ্রামের পাশে রেললাইন পার হওয়ার সময় জখম হয়েছিল।

দিল্লি সরকার পূর্বাঞ্চলের মানুষের জন্য অনেক কাজ করেছে, দাবি কেজরিওয়ালের

নয়াদিল্লি, ১৭ নভেম্বর (হি.স.): দিল্লি সরকার পূর্বাঞ্চলের মানুষের জন্য অনেক কাজ করেছে, দাবি করলেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা আম আদমি পার্টির জাতীয় আহ্বায়ক অরবিন্দ কেজরিওয়াল। রবিবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক সম্মেলনে অরবিন্দ কেজরিওয়াল বলেছেন, 'দিল্লিতে দু"টি সরকার রয়েছে, একটি রাজ্য সরকার এবং অন্যটি কেন্দ্রীয় সরকার। উভয়েরই ক্ষমতা এবং সংস্থান রয়েছে। কেন্দ্রের প্রচুর অর্থ রয়েছে। দিল্লি সরকার একটি ছোট সরকার। দিল্লি সরকার পূর্বাঞ্চলের মানুষের জন্য অনেক কাজ করেছে। অমিত শাহ এবং বিজেপির বলা উচিত, তাঁরা পূর্বাঞ্চলের মানুষের জন্য কী করেছে। তাঁদের কোনও উদ্দেশ্য নেই। কেন পূর্বাঞ্চল সম্প্রদায় তাদের ভোট দেবে?'

তিপ্রাল্যান্ড নিয়ে প্রদ্যোতকে

● প্রথম পাতার পর

যাও।"চেয়ারম্যান অঘোর দেববর্মা স্টেট ডেমোক্রেটিক পার্টি দলের উদ্দেশ্য নিয়ে বলেন, এই দল বাঙালি বিরোধী নয়। কিন্তু বাঁচার ক্ষেত্রে সংগ্রাম করতে গিয়ে গনতান্ত্রিক উপায়ে তিপ্রাসাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন দাবি আদায়ে এই দল আন্দোলন করবে।

বাজার থেকে দুই ব্যক্তি অপহৃত

● প্রথম পাতার পর

তাদের যত টাকার নেশা সামগ্রী পুলিশ আটক করেছে সমস্ত কিছু টাকা তাদেরকে দিতে হবে।

এদিকে ব্যবসায়ী এবং সরকারি কর্মী অপহরণ হয়ে যাওয়ার ঘটনার খবর যায় তাদের পরিবারে। বিকাশ সরকারের স্ত্রী গীতা সরকার এবং রতন বর্ধনের স্ত্রী মিরা বর্ধন মধুপুর থানার দারস্থ হয়ে তাদের স্বামীকে উদ্ধার করাতে চিৎকার শুরু করেন। অভিযুক্তরা সরকারি কর্মচারীসহ ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে নিয়ে দেবীপুর আটক করে রাখে।

মধুপুর থানায় অভিযুক্ত নেশা কারবারী প্রেম সেন, টোটন দেবনাথ, সুমন মিয়া, কিরণ দেবনাথ, সহ একাধিক অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে মধুপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। মধুপুর থানার পুলিশ অভিযোগ হাতে পেয়ে ব্যবসায়ী সহ সরকারি কর্মচারীকে উদ্ধার করতে মাঠে নামে। মূলত নেশা কারবারীদের নেশা সামগ্রী পুলিশের হাতে ধরা পড়ে পেছনে ব্যবসায়ী এবং সরকারি কর্মচারী জড়িত রয়েছে এমন অভিযোগে তাদের দুজনকে অপহরন করে নিয়ে যায়।

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে

● প্রথম পাতার পর

প্ল্যান্ট নির্মান করে যদি সাধারণ মানুষের উপকারে না আসে তবে অক্সিজেন প্ল্যান্ট নির্মান করার প্রয়োজন ছিল না। জেলা হাসপাতাল চিকিৎসারত রোগী সহ রোগীর আত্মীয় স্বজনরা ওই বিষয়ে প্রশ্ন তোলতে শুরু করেছেন। এই ব্যাপারে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের মেডিকেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট ডক্টর রোহন পাল জানান, জেলা হাসপাতালের অক্সিজেন প্ল্যান্টটি যে কোম্পানির মাধ্যমে পরিচালিত হতো, সেই কোম্পানির সাথে দপ্তরের এগ্রিমেন্ট শেষ হয়ে গেছে। তাই, নতুন করে আবার এগ্রিমেন্ট না হওয়া অব্দি অক্সিজেন প্ল্যান্ট বন্ধ থাকবে। শীঘ্রই যেন অক্সিজেন প্ল্যান্টের পরিসেবা শুরু হয় তার জন্য দপ্তরের অধিকর্তাকে লিখিত ভাবে আবেদন করেছেন বলেও জানান মেডিকেল সুপারিন্টেন্ডেন্ট।

মহিলাকে গুলি

● প্রথম পাতার পর

জঙ্গলে সবজি ও বুনো আলু সংগ্রহের জন্য জঙ্গলে গিয়েছিল এবং সে গুলিবিদ্ধ হয়। পরে তার সঙ্গী মহিলা নমিতা দেববর্মা এবং সুক্লা রানী তাকে উদ্ধার করে এবং মুঙ্গিয়াকামি হাসপাতালে নিয়ে আসেন। তদানুসারে অস্ত্র আইনের মামলা নথিভুক্ত হয়েছে। ওসি মুঙ্গিয়াকামি পিএস গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে সন্ধিরাম দেববর্মা নামে এক সন্দেহভাজনকে আটক করে এবং জিজ্ঞাসাবাদে সে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে।

তেলিয়ামুড়া মহকুমা শাসক অফিসের ডি সি এম অঞ্জন দাস এবং দুই স্বতন্ত্র সাক্ষীর উপস্থিতিতে তার বিবৃতির ভিত্তিতে তেলিয়ামুড়া মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্নালাল সেন, মুঙ্গিয়াকামি থানার ওসি এবং স্টাফ এবং অভিযুক্ত সন্ধিরাম দেববর্মাকে ঘটস্থলে নিয়ে যায়। সেখানে সে পুলিশকে অপরাধের অস্ত্র প্রদর্শন করেন এবং প্রদর্শনের মাধ্যমে অপরাধের দৃশ্য পুনর্গঠন করে দেখায় বলে জানান মহকুমা পুলিশ আধিকারিক পান্নালাল সেন।

শহরে এক বাড়ি

● প্রথম পাতার পর

বলে মেনে নিতে রাজি নয় তাঁরা। কাজ শেষে রাতে তাঁকে রতন চৌধুরীর বাড়িতে রাখা হল কেন, এমন প্রশ্নও তুলেছেন তাঁরা।

এদিকে মৃতের সহকর্মীরা জানান, কাল দুপুরের পর থেকে অভিজিৎকে ফোন করলে অন্য কোনো ব্যক্তি ফোন ধরছিলেন। কিন্তু সেই ব্যক্তি কে ছিল এ নিয়ে কোনো ধারণা নেই তাঁদের।

বাড়ির মালিক রতন চৌধুরী বলেন, পাশাপাশি দুই ঘরে ঘুমিয়েছিলেন তাঁরা। সকালে উঠে তিনি দেখেন অভিজিতের ঘর ভেতর থেকে বন্ধ ছিল। তাই তিনি একে আত্মহত্যা হিসেবেই মনে করছেন। তিনি আরো জানান, মৃতের সাথে তাঁর একটি জমির বিষয়ে আর্থিক লেনদেন এর সম্পর্ক ছিল। কাল রাতে এই বিষয়েই আলোচনা করতে এসেছিলেন অভিজিৎ।

পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার খবর পেয়ে রতন চৌধুরীর বাড়ির দোতলায় অভিজিতের ঘর ভেতর থেকে বন্ধ ছিল বলে পেয়েছেন তাঁরা। এরপর দরজা ভেঙে পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করেছে। উপস্থিত সকলকে জিজ্ঞাসাবাদের মাধ্যমে পুলিশ এই রহস্য মৃত্যুর তদন্তের কাজ শুরু করে দিয়েছে।

এদিকে মৃতের পরিবার ও সহকর্মীরা অভিজিতের মৃত্যুর ন্যায় বিচার দাবি করেছেন। মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধোঁয়াশা থাকলেও এটি হত্যা বলেই ধরে নিয়েছেন তাঁরা। বাড়ির মালিক রতন চৌধুরীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ।

রাজধানীর দুর্গাবাড়ীতে শুরু

● আটের পাতার পর

বা চণ্ডীর মতো যুদ্ধদেবী রূপে পূজিতা।

অগ্রহায়ণ মাসের প্রথম দিন থেকে এই পুজো অনুষ্ঠিত হয়। মূলত সমাজের মঙ্গল এবং সকলের কামনায় এই পুজো অনুষ্ঠিত হয়। অন্যান্য বছরের মত এই বছরও রবিবার সকাল থেকে রাজধানীর দুর্গাবাড়িতে দেবী কাত্যায়নীর পুজো করতে প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়।

ক্রীড়াঙ্গন

সন্তোষ ট্রফির গ্রুপ লিগ : সিকিমকে রুখে শক্ত চ্যালেঞ্জের মুখে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। লেখার ইচ্ছে ছিল ত্রিপুরাকে রুখে দিয়েছে সিকিম। পুরো ৯০ মিনিটের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই আর সিকিমের পেনাল্টি মিস দেখে লেখাটা হয়ে উঠছে 'সিকিমকে রুখে দিয়েছে ত্রিপুরা'। খেলা ৭৮ তম সন্তোষ ট্রফি ফুটবল টুর্নামেন্টের গ্রুপ লীগের দ্বিতীয় রাউন্ডের ম্যাচ।

উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে ত্রিপুরা সিকিমের লড়াই শেষ পর্যন্ত নিষ্ফলা ভাবে গোলশূন্য ড্র-তে নিষ্পত্তি হয়েছে। দু দল এক-এক করে পয়েন্ট ভাগাভাগি করে

পয়েন্ট তালিকা : সন্তোষ ট্রফি ফুটবল : ডি-গ্রুপ

দল	ম্যাচ	জয়	পরা:	ড্র	গোল	পয়েন্ট
মনিপুর	২	২	০	০	৮-২	০৬
ত্রিপুরা	২	১	০	১	৪-১	০৪
সিকিম	২	০	১	১	১-৬	০১
মিজোরাম	২	০	২	০	২-৬	০০

পেয়েছে। আখেরে ত্রিপুরার পক্ষে চ্যাম্পিয়ন হওয়াটা আরও কিছুটা চ্যালেঞ্জিং হয়ে দাঁড়িয়েছে। খেলার নিখুঁত বিশ্লেষণ করতে চাইলে প্রাথমিকভাবে সিকিম দলটাকে একটু সময়ের জন্য হলেও ত্রিপুরা দল হালকা ভাবে নিয়েছে বলেই সাফল্যের ধারে কাছে পৌঁছাতে পারেনি।

পক্ষান্তরে খেলার প্রথমার্ধে সিকিমের শৈলেশ প্রধানের পেনাল্টি মিস, সিকিমকে ব্যাকফুটে ঠেলে দিয়েছে। দ্বিতীয়ার্ধের শেষ কুড়ি মিনিটে ত্রিপুরা দলের সিরিজ আক্রমণ এবং সিকিমের গোলরক্ষক প্রণব লিম্বুর দুর্দান্ত পারফরম্যান্স ত্রিপুরা দলকে আজ হতাশ হতে বাধ্য করেছে। এমনকি প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাবও সেই প্রণব লিম্বু-ই জিতে নিয়েছে।

এই ডি গ্রুপ থেকে চ্যাম্পিয়ন হয়ে মূল পর্বে খেলতে হলে ত্রিপুরা দলকে অবশ্যই ১৯ নভেম্বর, মঙ্গলবার মণিপুরের বিরুদ্ধে অবশ্যই জয় পেতে হবে। আজকের খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি ত্রিপুরা দলের সাবাত জমাতিয়া, পারভেজ ভূইয়া, আসিফ আলি মোল্লা এবং সিকিম দলের এরিক সানম্যানকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি ভীম কুমার ছেত্রী।

সন্তোষ ট্রফি : কষ্টার্জিত জয় ছিনিয়ে গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের দোরগোড়ায় মনিপুর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের সারণীতেই রয়েছে মনিপুর। ভাইটাল ম্যাচে হারিয়েছে মিজোরামকে। তবে ২-১ গোলের ব্যবধানে। ফেভারিট মনিপুর থেকে ফুটবল প্রেমী দর্শকরা যেরকম খেলা প্রত্যাশা করেছিলেন আজ, রবিবার কিন্তু তেমন মনিপুরকে মাঠে দেখা যায়নি। তবে পুরো ৯০ মিনিটের খেলায় প্রথমার্ধে কিন্তু মনিপুর মিজোরামকে একপ্রকার রুখে আত্মরক্ষা করতে হয়েছে। প্রথমার্ধের খেলা এক-এক গোলে সমতা বিরাজ করছিল। দ্বিতীয় আর্ধের শুরুর গোলে মনিপুর শেষ পর্যন্ত জয়ী হলেও এক বাক্যে বলা যাচ্ছে মনিপুর আজ কষ্টার্জিত জয় পেয়েছে। মোটকথা, মনিপুর জয়ের ধারা অব্যাহত রেখে দুই ম্যাচ থেকে ৬ পয়েন্ট প্রাপ্তির সুবাদে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে এককভাবে অবস্থান করে নিঃসন্দেহে চ্যাম্পিয়নের দোরগোড়ায় পৌঁছে গেছে বলা চলে। ১৯ নভেম্বর, মঙ্গলবার তৃতীয় রাউন্ডের খেলায় স্বাগতিক ত্রিপুরার সঙ্গে যেন তেন প্রকারেন ড্র করতে পারলেই মনিপুর গ্রুপ চ্যাম্পিয়নের খেতাব অর্জন করে মূল পর্বে অর্থাৎ ৭৮ তম সন্তোষ ট্রফি ফুটবলের কোয়ার্টার ফাইনাল পর্যায়ে খেলার ছাড়পত্র পেয়ে যাবে। রবিবার সকাল ৯ টায় উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে মনিপুর ও মিজোরামের গুরুত্বপূর্ণ খেলায় প্রথম গোলের সন্ধান কিন্তু পায় মিজোরামের লাল কিমা খেলার ২৬ মিনিটের মাথায়। দুর্দান্ত গোল। প্রথমার্ধের শেষ মুহূর্তে পেনাল্টি থেকে মণিপুরের সানজান থান রাগুই গোল করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে ২ মিনিটের মাথায় রমেন সিংয়ের গোল মনিপুরকে ২-১কে লিড এনে দেয়। শেষ পর্যন্ত আক্রমণ প্রতি আক্রমণের মধ্যে খেলা এগুতে থাকলেও চতুর্থ গোলের সন্ধান আর কেউ দিতে পারেনি। খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি দু দলের চার জনকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। ম্যাচ পরিচালনায় ছিলেন রেফারি প্রণয় সাহা। প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের পুরস্কার পেয়েছেন মনিপুরের রমেন সিং।

অস্ট্রেলিয়া সিরিজ শুরুর সাত দিন আগে তৈরি প্রথম একাদশ! গম্ভীরদের পরামর্শ ভারতের প্রাক্তন কোচের

ভারত-দক্ষিণ আফ্রিকা টি-টোয়েন্টি সিরিজ শেষ। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞ থেকে ক্রিকেটপ্রেমীদের নজর এখন বর্ডার-গাওস্কর ট্রফির দিকে। ঘরের মাঠে নিউ জিল্যান্ডের কাছে ০-৩ ব্যবধানে টেস্ট সিরিজ হারের পর চাপে রয়েছেন গৌতম গম্ভীর, রোহিত শর্মারা। পার্থের দ্রুতগতির ২২ গজে ভারতের প্রথম একাদশ নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে ক্রিকেট মহলে। ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রী টেস্ট শুরুর সাত দিন আগে জানিয়ে দিলেন কেমন হওয়া উচিত ভারতের প্রথম একাদশ।

টেস্ট বিশ্বকাপ ফাইনালে জায়গা নিশ্চিত করতে হলে অস্ট্রেলিয়াকে অন্তত ৪-১ ব্যবধানে হারাতে হবে ভারতকে। ভারতীয় দলের সঙ্গে কয়েক বছর কাজ করার সুবাদে রোহিত, বিরাট কোহলিদের সম্পর্কে ওয়াকিবহাল শাস্ত্রী। সেই অভিজ্ঞতা থেকে পছন্দের প্রথম একাদশ সম্পর্কে মতামত দিয়েছেন প্রাক্তন ক্রিকেটার।

প্রথম টেস্টে সম্ভবত খেলবেন না রোহিত। শুক্রবারই তিনি দ্বিতীয় বার বাবা হয়েছেন। রোহিত না খেললে ওপেনিং জুটি পরিবর্তন করতে হবে ভারতীয় দলকে। যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে কে ইনিংস শুরু করবেন? ভারত 'এ' দলের হয়ে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে সাফল্য পাননি অভিজ্ঞ লোকেশ রাহুল এবং বাংলার অভিমন্যু ঈশ্বরণ। যা গম্ভীরের চাপ আরও বাড়িয়েছে। শাস্ত্রী বলেছেন, "শুভমন গিলকে দিয়ে ওপেন করানো যেতে পারে। অস্ট্রেলিয়ায় আগে ওপেন করার অভিজ্ঞতা রয়েছে ওর। ভারতের হাতে একাধিক বিকল্প রয়েছে। অভিমন্যু এবং রাহুল 'এ' দলের হয়ে সাফল্য পায়নি। নেটে ওরা কেমন ব্যাট করছে জানি না। কারোর অনুশীলন দেখে ইতিবাচক মনে হলে খেলানো যেতে পারে। না হলে যশস্বীর সঙ্গে শুভমন শুরুতে আসতে পারে।"

শুভমনকে দিয়ে ওপেন করানো হলে রাহুলকে ব্যাটিং অর্ডারের তিন নম্বরে চান শাস্ত্রী। তিনি বলেছেন, "সব সময় রান গুরুত্বপূর্ণ হয় না। কোনও ব্যাটার যদি স্বচ্ছন্দে ব্যাট করতে পারে, তার পা যদি ঠিক মতো জায়গায় পৌঁছায়, যে যদি পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যাট করতে পারে, তা হলে সেটাও দলের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হয়। পিচের চরিত্র বুঝে সঠিক শট খেলা দরকার। বিশেষ করে বিদেশের মাটিতে প্রথম একাদশ বেছে নেওয়ার ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলো বিবেচনা করা উচিত।"

তিনি আরও বলেছেন, "নেটে ক্রিকেটারদের দেখলে বলতে পারতাম। এক জন খেলোয়াড়ের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে ছন্দ। বোলারদের ক্ষেত্রে ভীষণ জরুরি। নেটে দেখলে বোঝা যায় কে কেমন ছন্দে রয়েছে। এক জন বোলার ঠিকঠাক ছন্দ পেয়ে গেলে ঠিক আছে। ব্যাটারদের জন্য ছন্দের পাশাপাশি মানসিকতাও গুরুত্বপূর্ণ।"

আরও এক ক্রিকেটারের জন্য সওয়াল করেছেন শাস্ত্রী। তিনি ধ্রুব জুরেল।

ভারত 'এ' দলের হয়ে রান পাওয়া জুরেলের উপর আস্থা রাখছেন প্রাক্তন কোচ। শাস্ত্রী বলেছেন, "জুরেল বেশ ভাল ব্যাট করেছে। ওকে বিশেষজ্ঞ ব্যাটার হিসাবে খেলানো যেতেই পারে। ওর মানসিকতা দারুণ। ঠান্ডা মাথায় খেলতে পারে। চাপের সময়ও তাড়াহুড়ো করে না। চাপের মুখে অনেকের মধ্যেই একটা অস্বস্তি দেখা যায়। স্নায়ুর চাপে ভোগে। জুরেল অন্য রকম। বছরের শুরুতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে সিরিজে নিজের পরিণতি বোধের পরিচয় দিয়েছিল।" অস্ট্রেলিয়ার উইকেটে জুরেলের সফল হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করেন তিনি। শাস্ত্রী বলেছেন, "রোহিতের অনুপস্থিতিতে শুভমনকে দিয়ে ওপেন করালে ভারতের মিডল অর্ডারে অনেক বিকল্প তৈরি হবে।"

পার্থের উইকেট দু'জন স্পিনার খেলানোর পক্ষে নন শাস্ত্রী। তিনি বলেছেন, "দু'জন স্পিনার পার্থে! একটু বিলাসিতা হয়ে যাবে। বিদেশের মাটিতে রবিচন্দ্রন অশ্বিনের আগে আমি রবীন্দ্র জাডেজাকে রাখব। কারণ অলরাউন্ডার হিসাবে জাডেজা এগিয়ে। তা ছাড়া, ফিল্ডার হিসাবেও ভাল। গত বছর পার্থে পাকিস্তান দু'জন স্পিনার খেলিয়ে ভুগেছিল। সেটা মাথায় রাখা দরকার। দ্রুতগতির পিচে এক স্পিনারই ঠিক আছে। ওয়াশিংটন সুন্দরের কথাও ভাবা যেতে পারে। নিউ জিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দারুণ পারফর্ম করেছিল। ভারতের জোরে বোলিং আক্রমণ যথেষ্ট ভাল।" যশপ্রীত বুমরা, মহম্মদ সিরাজ, আকাশ দীপের সঙ্গে প্রথম টেস্টের দলে নীতীশ রেড্ডি খেলুক চান শাস্ত্রী। তিনি বলেছেন, "নীতীশ অলরাউন্ডার হিসাবে দলে থাকতেই পারে। ব্যাটিংয়ের হাত বেশ ভাল। একই সঙ্গে চতুর্থ জোরে বোলারের দায়িত্বও পালন করতে পারবে। ছোট ছোট স্পেলে ১০-১২ ওভার অনায়াসে করতে পারে।"

তা হলে কোন ১১জনকে পার্থ টেস্টের প্রথম একাদশে দেখতে চান?

ব্যাটিং অর্ডার অনুযায়ী শাস্ত্রী বলেছেন, "রোহিতকে বাদ রেখেই ভারতের প্রথম একাদশ বেছে নিতে হবে হয়তো। সে ক্ষেত্রে দলে থাকুক যশস্বী জয়সওয়াল, শুভমন গিল, লোকেশ রাহুল, বিরাট কোহলি, ঋষভ পন্থ, ধ্রুব জুরেল, রবীন্দ্র জাডেজা/ওয়াশিংটন সুন্দর, নীতীশ রেড্ডি, জশপ্রীত বুমরা, আকাশ দীপ এবং মহম্মদ সিরাজ।

বর্ডার গাভাসকর ট্রফির আগে স্বস্তিতে ভারতীয় শিবির

বর্ডার গাভাসকর ট্রফির প্রথম টেস্টের আগে আচমকাই দুশ্চিন্তা বেড়ে গিয়েছিল ভারতের। এর আগে অনুশীলনে চোট পেয়েছিলেন সরফরাজ খান। এদিন খবর আসে, আহত হয়েছেন বিরাট কোহলি ও কেএল রাহুলও। তবে সাম্প্রতিক রিপোর্টে আশ্বস্ত হতে পারেন দেশের ক্রিকেটভক্তরা। দুজনের চোটই গুরুতর নয় বলে খবর।

শুক্রবার ম্যাচ সিমুলেশনে নেমেছিল টিম ইন্ডিয়া। হঠাৎই একটি শর্ট বল লাফিয়ে উঠে আছড়ে পড়ে রাহুলের ডান কনুইয়ে। ব্যাটিং থামিয়ে মাঠেই তাঁর শুশ্রূষা করাতে হয়। বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির প্রথম টেস্টে রোহিত শর্মা যদি একান্তই খেলতে না পারেন তাহলে রাহুলের ওপেন করার সম্ভাবনা প্রবল। অন্যদিকে অজি সংবাদমাধ্যম গুলোর দাবি ছিল,

দুই ইনিংসেই বোল্ড পন্থ, দ্বিতীয় ইনিংসে বিরাট ৩০, অস্ট্রেলিয়া সিরিজের আগে চিন্তা ভারতীয় ব্যাটারদের নিয়ে

প্রস্তুতি ম্যাচে কোনও ভারতীয় ব্যাটারই সে ভাবে নজর কাড়তে পারলেন না। বিরাট কোহলি প্রথম ইনিংসে ১৫ করেছিলেন, দ্বিতীয় ইনিংসে করলেন ৩০ রান। দুই ইনিংসেই বোল্ড হলেন ঋষভ পন্থ। চিন্তা রাহুলের চোট নিয়েও।

অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজে খেলতে নামার আগে বেশ চাপে ভারতীয় ব্যাটারেরা। নিজের দেশের মুকেশ কুমার, নীতীশ কুমার রেড্ডিদের সামলাতেই সমস্যায় পড়লেন বিরাটেরা। অস্ট্রেলিয়ার মিচেল স্টার্ক, প্যাট কামিন্স, জস হেজলউডদের সামনে কী হবে? শর্ট বলের বিরুদ্ধে সমস্যা হচ্ছে পন্থের। প্রথম ইনিংসের পর দ্বিতীয় ইনিংসেও একই সমস্যায় পড়লেন তিনি। আগ্রাসী ব্যাট করতে গেলেন। কিন্তু মুকেশের বলে বোল্ড হয়ে যান। বিরাট কিছু ক্ষণ লড়াই করলেও ৩০ রানের বেশি করতে পারেননি।

রোহিত শর্মা যদি প্রথম টেস্ট খেলতে না পারেন, তা হলে কে ওপেন করবেন? প্রস্তুতি ম্যাচে যশস্বী জয়সওয়ালের সঙ্গে লোকেশ রাহুলকে নামানো হয়। কিন্তু তাঁর কনুইয়ে বল লাগে। তার পর থেকে আর মাঠে নামতে দেখা যায়নি তাঁকে। যশস্বী বরং কিছুটা আশার আলো দেখালেন। ৫২ রান করে অপরাজিত রইলেন তিনি। প্রথম ইনিংসে স্লিপে ক্যাচ দিয়েছিলেন যশস্বী। দ্বিতীয় ইনিংসে তেমন ভুল করেননি। গিলও অপরাজিত ৪২ রানে। রবিবার শেষ দিনের খেলা। ২২ নভেম্বর থেকে শুরু ভারত-অস্ট্রেলিয়া প্রথম টেস্ট। তার আগে আর কোনও অনুশীলন ম্যাচ নেই ভারতের। এই ম্যাচের পর নেটে অনুশীলনের উপরেই ভরসা করতে হবে বিরাটদের। ভারত এ বনাম ভারতীয় দলের একটি ম্যাচ খেলার কথা ছিল। কিন্তু তা বাতিল করে দেওয়া হয়। তবে তিন দিনের এই অনুশীলন ম্যাচে ভারত এ দলের কিছু ক্রিকেটার রয়েছেন।

নেশনস লিগে স্বমেজাজে রোনাল্ডো

নেশনস লিগে পোল্যান্ডকে পাঁচ গোল দিল পর্তুগাল। তবে পাঁচটি গোল নয়, আলোচনার কেন্দ্রে একটি গোলই। ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর বাইসাইকেল কিকে করা গোল। শুক্রবার রাতে যা মন ভরিয়ে দিল ভক্তদের। পুরনো রোনাল্ডোর ঝলক খুঁজে পেলেন দর্শকেরা।

সব মিলিয়ে শুক্রবারের ম্যাচে ছ'টি গোল হয়েছে। ৫-১ গোলে জিতেছে পর্তুগাল। কিন্তু প্রথমার্ধে কোনও গোলই হয়নি। ছ'টি গোলই হয়েছে দ্বিতীয়ার্ধে। শুরুটা করেছিলেন রাফায়েল লিয়ায়ো। ৫৯ মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়ে দিয়েছিলেন তিনি। ৭২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে ব্যবধান বৃদ্ধি করেন রোনাল্ডো। এর পর একে একে গোল করেন ব্রুনো ফার্নান্দেস এবং পেদ্রো নেটো। তবে সবচেয়ে দর্শনীয় গোলটি হয় ৮৭ মিনিটে। শরীর ছুড়ে ঘুরে গিয়ে বাইসাইকেল কিকে গোল করেন রোনাল্ডো। পরের মিনিটেই একটি গোল শোধ করে পোল্যান্ড। কিন্তু তত ক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গিয়েছে। ৫-১ গোলে ম্যাচ জিতে নেয় পর্তুগাল।

অন্য ম্যাচে স্পেন ২-১ গোলে হারিয়ে দেয় ডেনমার্ককে। ম্যাচ জিতেছে আয়ারল্যান্ড, নরওয়ে, সাইপরাস, নর্দার্ন আয়ারল্যান্ড, বুলগেরিয়া এবং স্কটল্যান্ড।

সি কে নাইডু ট্রফিতে জয়ের লক্ষ্যেই আজ শেষ দিনে মাঠে নামবে ত্রিপুরা

ক্রীড়া প্রতিনিধি আগরতলা। কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি ক্রিকেট টুর্নামেন্টে এবছর প্রথম সরাসরি জয়ের জন্য ত্রিপুরার প্রয়োজন আর মাত্র ৪৯ রান। হাতে রয়েছে চারটি উইকেট। চার দিনের ম্যাচে প্রতিপক্ষ ওড়িশার বিপক্ষে এই লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে আগামীকাল ময়দানে নামবে রাজ্যের ক্রিকেটাররা। উড়িষ্যা প্রথম ইনিংসে লিড নিলেও রাজ্যের দুই বোলার অভিজিৎ দেববর্মা ও সৌরভ করের ধারাবাহিক বোলিং আক্রমণের সামনে ত্রিপুরাকে জয়ের জন্য বড় স্কোর দিতে ব্যর্থ। দুই দলেরই ম্যাচে উড়িষ্যা প্রথমে ব্যাট করতে নেমে সংগ্রহ করেছিল ১৫৭ রান। জবাবে ত্রিপুরা তাদের প্রথম ইনিংসে লড়াই ১২১ রানের শেষ করে নিতে বাধ্য হয়। ফলে ইনিংসে ২৬ রানে এগিয়ে থেকে উড়িষ্যা দ্বিতীয় ইনিংস খেলতে নেমে গতকাল দ্বিতীয় দিনের শেষে ৪ উইকেটে ৩৫ রান তুলে লড়াই জারি রেখেছিল।এই অবস্থায় রবিবার ছিল চার দিনের এই ম্যাচের তৃতীয় দিন। কিন্তু উড়িষ্যা এদিন জয়ের জন্য ত্রিপুরাকে বড় রানে টার্গেট দিতে ব্যর্থ হয়। এরপরেও সাইদীপ মহাপাত্রের লড়াকু ৪৬ রান ও সোয়ান ফারিয়ার ২৩ রানের সাহায্যে উড়িষ্যার দ্বিতীয় ইনিংসে ১২৩ রান তুলতে সক্ষম হয়। রাজ্যের বোলারদের মধ্যে অভিজিৎ দেববর্মা ৩৮ রান দিয়ে সর্বোচ্চ ছয়টি উইকেট নেয়। এছাড়া ২৪ রান দিয়ে তিনটি উইকেট পেল সৌরভ কর। প্রতিপক্ষ উড়িষ্যা দ্বিতীয় ইনিংসে ১২৩ রান তুলতে সক্ষম হয় জয়ের জন্য রাজ্য দলের প্রয়োজন হয় ১৫০ রান। আর এই টার্গেটকে সামনে রেখে ত্রিপুরা ব্যাট করতে নেমে দিনের শেষে ছয় উইকেট হারিয়ে ১০১ রান তুলে ইনিংসের লড়াই জারি রাখে। দ্বিতীয় ইনিংসে রাজ্য দলের সংগ্রহীত এই রানের মধ্যে সত্যজিৎ দাসের ৩০ রান, ইন্দ্রজিৎ দেবনাথের ৪০ রান ও সেন্টু সরকারের ১৫ রান ছিল উল্লেখযোগ্য। দিনের শেষে আনন্দ ভৌমিক দুই রানে থাকে অপরাজিত। আগামীকাল (সোমবার) ম্যাচের শেষ দিন। জয়ের জন্য রাজ্য দলের প্রয়োজন মাত্র ৪৯ রান। হাতে রয়েছে সার্টিফিকেট। এখন দেখার বিষয় এখন পর এক ম্যাচে ব্যর্থতার পর উড়িষ্যার বিপক্ষে রাজ্যের ব্যাটসম্যানরা জয় ছিনিয়ে নিতে সক্ষম হয় কিনা। তার দিকে তাকিয়ে রয়েছেন এখন রাজ্যের ক্রিকেটপ্রেমীরা।

তাইকুন্ডো এসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার নতুন পরিচালন কমিটি গঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। নতুন করে গঠিত হলো তাইকুন্ডো অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার পরিচালন কমিটি। রবিবার এন এস আর সি সি-র মিলনায়তনে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে পুরাতন কমিটি ভেঙ্গে আগামী ৪ বছরের জন্য নতুন কমিটি গঠন করা হলো। ক্রীড়া পর্ষদের যুগ্ম সচিব স্বপন সাহা, ত্রিপুরা অলিম্পিক সংস্থার পক্ষে সম্পাদক সুজিত রায়, জয়েন্ট সেক্রেটারি লিটন রায়, ক্রীড়া দপ্তর থেকে দিলীপ দেবনাথের সভাপতিত্বে এদিন সভা হয়। এছাড়া, সভায় উপস্থিত ছিলেন ফিফ ডান ব্ল্যাক বেল্ট, জাতীয় রেফারি, ইন্টারন্যাশনাল মাস্টার ইনস্ট্রাক্টর তথা আসাম তাইকুন্ডো সংস্থার কার্যকরি সদস্য বিভা ভূষন চক্রবর্তী, রাহুল ভট্টাচার্য্য এবং সমাজ সেবী কমল দে। সভায় আগামী ৪ বছরের জন্য নতুন কমিটি গঠন করা হয়। নবগঠিত সংস্থার সভাপতি অপূর্ব কুমার দাস, সম্পাদক সুজয় কর, কোষাধ্যক্ষ সুমন দেবনাথ প্রমুখ নির্বাচিত হয়েছেন।

এই খেলাকে আরও জনপ্রিয় করে তোলার জন্য কী কী করা দরকার তা এদিন নতুন কমিটি গঠিত হওয়ার পরই প্রাথমিকভাবে আলোচনা হয়। নবগঠিত কমিটির লক্ষ্য তাইকুন্ডো খেলাকে সারা রাজ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার পাশাপাশি জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্তরে রাজ্যের খেলোয়াড়দের পাঠানো। এক বিবৃতিতে সংস্থার পক্ষ থেকে এ খবর জানানো হয়।

ফেন্সিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার নতুন কমিটি গঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ফেন্সিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরার পুরাতন কমিটি ভেঙ্গে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এন এস আর সি সি-তে আজ, শনিবার অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সভায় ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের পর্যবেক্ষক, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের পর্যবেক্ষক, ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি প্রমুখ এবং বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধি গন ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতিতে কার্যকারী কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিতে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে রতন কুমার দাস, শান্তনু সূত্রধর ও সুমন দেববর্মা।

সাত সদস্য বিশিষ্ট এই কার্য্যকারী কমিটি গঠন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ফেন্সিং অ্যাসোসিয়েশন অফ ত্রিপুরা আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যের ফেন্সিং খেলা প্রচার ও প্রসারে এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক খেলা ইত্যাদির জন্য কাজ করবে। সংস্থার পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এ খবর জানানো হয়েছে।

ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং অ্যাসো-র নতুন কার্য্যকরী কমিটি গঠিত

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশনের পুরাতন কমিটি ভেঙ্গে নতুন কমিটি গঠন করা হয়েছে। এন এস আর সি সি-তে আজ, রবিবার বেলা বারোটায় অনুষ্ঠিত এক বিশেষ সভায় ত্রিপুরা স্পোর্টস কাউন্সিলের পর্যবেক্ষক, যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া দপ্তরের পর্যবেক্ষক, ত্রিপুরা অলিম্পিক এসোসিয়েশনের প্রতিনিধি প্রমুখ এবং বিভিন্ন জেলার প্রতিনিধি গন ও ক্রীড়া ব্যক্তিত্বদের উপস্থিতিতে কার্য্যকারী কমিটি গঠন করা হয়েছে।

কমিটিতে সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে অভিজিৎ দত্ত ভৌমিক, সমীর সাহা ও সুব্রত ভৌমিক।

সাত সদস্য বিশিষ্ট এই কার্য্যকারী কমিটি গঠন করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ত্রিপুরা অ্যামেচার বক্সিং অ্যাসোসিয়েশন আগামী দিনে ত্রিপুরা রাজ্যে বক্সিং খেলা প্রচার ও প্রসারে এবং বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক খেলা ইত্যাদির জন্য কাজ করবে। সংস্থার পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে এ খবর জানানো হয়েছে।

হেরেও দমতে নারাজ টাইসন, জানিয়ে দিলেন আবার লড়বেন, এ বার লক্ষ্য পলের দাদা

আবার লড়বেন মাইক টাইসন। শনিবার জেক পলের বিরুদ্ধে হারলেও দমে যেতে নারাজ 'বৃদ্ধ' বক্সার। ম্যাচ শেষে রিংয়ে দাঁড়িয়েই বলে দিলেন আবার লড়তে চান। বেছে নিলেন প্রতিপক্ষও।

১৯ বছর পর বক্সিং রিংয়ে নেমেছিলেন টাইসন। ৫৮ বছর বয়সে তিনি লড়লেন ২৭ বছরের পলের বিরুদ্ধে। বয়স স্বাভাবিক ভাবেই থাবা বসিয়েছে টাইসনের খেলায়। কিন্তু মনের জোর একটুও কমেনি। শনিবার পলের বিরুদ্ধে ৭৪-৭৮ ফলে হেরে গেলেও আবার লড়তে চান টাইসন। ম্যাচ শেষে তাঁকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, এটাই শেষ লড়াই কি না। উত্তরে টাইসন বলেন, "আমি জানি না। আগামী দিনের পরিস্থিতির উপর নির্ভর করছে। আমার মনে হয় না এটাই শেষ। আমি এর পর লোগানের বিরুদ্ধে লড়তে পারি।" লোগান হচ্ছেন পলের দাদা। তিনিও বক্সার। ২৯ বছর বয়স তাঁর।

শনিবার পলের বিরুদ্ধ টাইসনের লড়াই নিয়ে প্রচুর মানুষের আকর্ষণ ছিল। ২০০৫ সালে অবসর নিলেও টাইসনকে নিয়ে আবেগ একটুও কমেনি।

টেক্সাসে ৭২ হাজার ৩০০ জনের দর্শক আসন পুরো ভর্তি ছিল। মোবাইলে সেই খেলায় নজর রেখেছিলেন অসংখ্য দর্শক। যে সংস্থা টাইসনের ম্যাচ দেখাচ্ছিল, আমেরিকায় তাদের অ্যাপটি ক্র্যাশ করে যায়। ফলে সেখানকার বহু মানুষ পুরো খেলা দেখা থেকে বঞ্চিত হন। ম্যাচ শেষে টাইসন বলেন, "আমি খুবই খুশি আবার লড়তে নেমে। ম্যাচ পুরো আট রাউন্ড অবধি যাওয়াতে একটুও অবাক হইনি। আমার নিজের কাছে ছাড়া আর কারও কাছে কিছু প্রমাণ করার ছিল না। আমি লড়তে পেরে খুশি।"

প্রথম দিকে পলকে বেশ চাপেই রেখেছিলেন টাইসন। কিন্তু দ্বিতীয় রাউন্ডের পর হাঁপিয়ে যান টাইসন। মন্থর হয়ে যায় তাঁর গতি। ধীরে ধীরে ম্যাচে ফেরেন পল। পরের ছ'টি রাউন্ডে সহজেই জিতে নেন তিনি। টাইসনকে হারানোর কীর্তি গড়েন তিনি।

রবিবার কংগ্রেস সভাপতি আশীষ সাহার নেতৃত্বে দলের এক কার্যকরী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা রাজ্য সরকারের কাছে সাহায্যের আর্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৭ নভেম্বর।। জীবন বাঁচাতে সরকারের কাছে কৃষকদের আর্তনাদ। বন্যা ও শিলাবৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণের দাবি জানিয়েছেন কৃষকরা।

জীবন বাঁচাতে কৃষকের আর্তনা।ঘটনাটি উত্তর চড়িলাম গ্রাম পঞ্চায়েতের ৮ নং ওয়ার্ড ফকিরামুড়া এলাকায় রবিবার দুপুরে। এই এলাকায় রয়েছে এলাকার কৃষকদের বিশাল পরিমাণ সব্জির জমি। বিধ্বংসী বন্যার পর শিলা বৃষ্টিতেও ধ্বংস হয়ে গেছে কৃষকদের বিভিন্ন ফসল। তারা লাউ, কাঁকরোল, সিম, ডাটা, ধনিয়া পাতা, মুলা, বেগুন কুমড়ো সহ বিভিন্ন ফসলের চাষ করেছিলেন। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্য্যোগে সবকিছু নষ্ট হয়ে গেছে।

এখন আলু চাষ করবেন। হাতে কোন রকম টাকা পয়সা নেই। আলু চাষ করতে রাজ্য কৃষি দপ্তরের কাছে সাহায্যের আবেদন জানান এই মাঠের কৃষক ফারুক মিয়া, বাহাদুর মিয়া, ফজলু মিয়া, জুহারা বেগম, আবু সায়েম। অবিলম্বে রাজ্য সরকার ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের সহায়তায় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিক, এমনই দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসীরা।

রাজ্য মহিলা কমিশনের উদ্যোগে সাত চাঁদ ব্লকে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ১৭ নভেম্বর।। বিভিন্ন ধরনের ড্রাগসের কুপ্রভাব থেকে মুক্তি পাওয়ার বিষয়ে সচেতনতা গড়ে তুলতে রবিবার সাতচাঁদ ব্লকের অন্তর্গত স্বসহায়ক দলের আলোচনা কক্ষে রাজ্যের মহিলা কমিশনের তত্ত্বাবধানে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ওষুধের স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হয়। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ধরনের ড্রাগসের কুপ্রভাব ছাড়াও নিত্যদিন সমাজে ঘটে যাওয়া মহিলাদের উপর বিভিন্ন ধরনের অপরাধ এবং তার প্রতিকার সম্পর্কিত বিষয় নিয়েও বিশদে আলোচনা করা হয়।

এদিন আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন ৩৯ মনু বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ, রাজ্য মহিলা কমিশনের চেয়ারপারসন ঝর্না দেববর্মা, ভাইস চেয়ারম্যান মধুমিতা চৌধুরী সহ মহিলা কমিশনের একাধিক কর্মীবৃন্দ। এছাড়াও অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন জেলা পরিষদের সদস্যা তন্দ্রা লস্কর, সাতচাঁদ আর ডি ব্লকের চেয়ারম্যান প্রভাস লোধ এবং বিশিষ্ট সমাজসেবী বিপুল ভৌমিক। আলোচনা সভায় বিশিষ্ট আলোচক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মেডিকেল অফিসার ডক্টর আলোক দাস। এলাকার মহিলাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সম্বন্ধে সচেতন করার লক্ষ্যে ডক্টর আলোক দাস বিভিন্ন ধরনের ড্রাগস দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে মহিলাদের শরীরে কি ধরনের কুপ্রভাব পড়তে পারে- সে সম্বন্ধে উল্লেখ করেন।

মহকুমা পুলিশ আধিকারিক নিত্যানন্দ সরকার সভায় নারীদের আইনি বিষয় সম্পর্কে সচেতন করার লক্ষ্যে মূল্যবান বক্তব্য উপস্থাপন করেন। এছাড়াও নারীদের দৈনন্দিন বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কেও বিভিন্ন দপ্তরের পক্ষ থেকে বিশদে আলোচনা করা হয়। আজকের দিনের এই আলোচনা আগামী দিনে মহিলা স্বশক্তিকরনের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখবে বলে আশা ব্যক্ত করেন উপস্থিত স্বজ্জনরা।

নাবালিকা ধর্ষন মামলায় গ্রেফতার এক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৭ নভেম্বর।। নাবালিকা ধর্ষণ মামলায় পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হল এক যুবক। ধৃত যুবকের নাম মহম্মদ আলি। বর্তমানে জেল হেফাজতে রয়েছে অভিযুক্ত যুবক মহম্মদ। ধর্ষনের ঘটনাটি ঘটে গত শনিবার সকালে রাজনগর পিআর বাড়ি থানাধীন উত্তর রাঙ্গামুড়া ব্যাঙ্ক সাগর এলাকায়।

নাবালিকা ধর্ষণকারি মহম্মদকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে রাজনগর পিএস-পিআর বাড়ি থানাতে। নাবালিকা পরিবারের পক্ষ থেকে মামলা হওয়ার পর পুলিশ জোর জবরদস্তি ধর্ষণ ও পকসো মামলা নিয়ে বিলোনিয়া আদালতে সোপর্দ করে অভিযুক্ত মহম্মদকে। আদালত দুই দিনের জেল হেফাজতের রাখার নির্দেশ দিয়ে আগামী সোমবারে পুনরায় অভিযুক্তকে আদালতে তোলার নির্দেশ দেন। জানা যায়, নাবালিকার এলাকাতেই অভিযুক্ত মহম্মদের বাড়ি। নাবালিকা বিদ্যালয়ে যাওয়ার জন্য ঘরের মধ্যে প্রস্তুত হওয়ার সময় হঠাৎ মহম্মদ ঘরের ভিতরে প্রবেশ করে নাবালিকার সাথে জোর জবরদস্তি শুরু করে। সেই সময় বাড়িতে কেউ ছিল না। বাড়ির লোকের অনুপস্থিতর টের পেয়ে মহম্মদ আলি বাড়িতে প্রবেশ করে নাবালিকাকে জোর জবরদস্তি করে ধর্ষণ করে বলে অভিযোগ। এই ঘটনা নাবালিকা পরিবারের কাছে বলার পর ক্ষোভ ফেটে পড়ে। এরপর এলাকার মাতব্বরদের জানানোর পর খবর দেয় থানাতে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে গ্রেপ্তার করে মহম্মদকে। নাবালিকার পরিবার সহ এলাকাবাসীরা চাইছে মহম্মদ আলির সাজা হোক। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে। ঘটনার তদন্তক্রমে আদালতে চার্জশিট জমা দেবে বলে জানান রাজনগর থানার ওসি রতন রবি দাস।

খোয়াই সুভাষ পার্ক বাজার ব্যবসায়ী সমিতির কার্যকরী কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, খোয়াই, ১৭ নভেম্বর।। খোয়াই সুভাষ পার্ক বাজার ব্যবসায়ী সমিতির কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটির সভাপতি পদে মিহির কান্তি চৌধুরী এবং সম্পাদক পদে উৎপল দেব মনোনীত হয়েছেন।

খোয়াই সরকারি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয় এর বিআরসি হলে সুভাষ পার্ক বাজার ব্যবসায়ী সমিতির সাধারণ সভা আয়োজিত হয়। এদিন উপস্থিত ছিলেন সুভাষ পার্ক বাজারের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী তারাপদ রায়, বাবুল দত্ত, দিলীপ ঘোষ, রবীন্দ্র দেবনাথ, সত্য রঞ্জন রায় সহ অন্যান্যরা। এদিন সুভাষ পার্ক বাজার ব্যবসায়ী সমিতি অর্থাৎ সুভাষ পার্ক বাজার মার্চেন্ট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি পদে নির্বাচিত হন মিহির কান্তি চৌধুরী, এবং সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন উৎপল দেব।

রাজ্যভিত্তিক দুইদিনের বাচিক শিল্পের তৃতীয় কর্মশালা মৌলালী যুব কেন্দ্রে

কলকাতা, ১৭ নভেম্বর (হি. স.) : মৌলালী যুব কেন্দ্রে রাজ্যভিত্তিক বাচিক শিল্পের তৃতীয় কর্মশালা অনুষ্ঠিত। রবিবার সমাপ্তি পর্বের অনুষ্ঠানে সহমত এই উদ্যোগ আরো প্রসারিত করতে হবে। দুই দিনের অনুষ্ঠানের সূচনা হয় শনিবার। প্রায় দেড়শো জনের কাছাকাছি প্রতিযোগী যোগ দেন। উল্লেখ্য, এরাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বাচিক শিল্প নিয়ে যাঁরা কাজ করে থাকেন অর্থাৎ আবৃত্তি-শ্রুতিনাটক-সঞ্চালনা-র সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত তাঁদের সম্মিলিত সংগঠন এই 'বাচিক শিল্পী সংস্থা'। গতকাল ও এদিন ১৬-১৭ নভেম্বর দুইদিন ধরে মৌলালি যুব কেন্দ্রে আয়োজিত হল - রাজ্যভিত্তিক তৃতীয় বাচিক কর্মশালা। প্রায় সমস্ত জেলা থেকেই ১৪৮ জন শিক্ষার্থী কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে। বাচিক শিল্পচর্চার নানান দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন প্রখ্যাত অভিনেতা অশোক মুখোপাধ্যায়, দেবশঙ্কর হালদার, সৌমিত্র বসু, সৌমিত্র মিত্র। আবৃত্তি শিল্পী - রত্না মিত্র, প্রণতি ঠাকুর, রেডিও জকি শর্মিষ্ঠা গোস্বামী, মোটিভেটার মৃণাল চক্রবর্তী, স্পিচ থেরাপিস্ট ডা. ইন্দ্রনীল চ্যাটার্জী প্রমুখ। বাচিক শিল্প চর্চার নানান দিক তুলে ধরেন তাদের সকলেই। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে যেমন - শিল্পের সৃজনশীলতা, শ্রুতিনাটকের অলিগলি, সঞ্চালনা ও বিজ্ঞাপনী কাজ, আবৃত্তি নাটক, কবিতা, হাল ছেড়োনা বন্ধু ইত্যাদি বিষয়ে চলে আলোচনা। সেইসঙ্গে প্রশিক্ষণ পর্বে যোগদান করেন অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকেরা। প্রসঙ্গতঃ অগ্রজ প্রয়াত সমস্ত আবৃত্তি শিল্পীরা এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন প্রায়। প্রয়াত দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রদীপ ঘোষ, পার্থ ঘোষ, গৌরী ঘোষ, অমিয় চট্টোপাধ্যায় প্রমুখদের এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যোগসূত্র ছিল। বর্তমান সময়েও জগন্নাথ বসু, ঊর্মিমালা বসু, ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায়, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, দেবাশীষ বসু প্রথিতযশা এমন সকলেই সদস্য রয়েছেন। উল্লেখযোগ্য বিষয় - বাচিক শিল্প নিয়ে বিভিন্ন জেলাস্তরে প্রতিযোগিতা, কর্মশালা, অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই শিল্পের প্রচার ও প্রসারে এগিয়ে চলেছে সংস্থাটি। দু'দিনের রাজ্যব্যাপী এই কর্মশালা তাঁরই এক অন্যতম পদক্ষেপ।

সিভিক ভলান্টিয়ারের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য নদীয়ায়

নদীয়া, ১৭ নভেম্বর (হি. স.) : নদীয়ার কৃষ্ণনগরের একটি আম বাগান থেকে এক সিভিক ভলান্টিয়ারের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। রবিবার সকালে সিভিক ভলান্টিয়ারের দেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ওই এলাকার প্রাক্তন তৃণমূল প্রধান অসিত বিশ্বাসের বিরুদ্ধে সিভিক ভলান্টিয়ারকে হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃত সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম মাধব সরদার (৩৮)। তিনি কোতয়ালী থানা এলাকার উসিদপুরের বাসিন্দা এবং কোতয়ালী থানায় কর্মরত ছিলেন। কোতয়ালী থানার পুলিশ দেহ উদ্ধার করে শক্তিনগর জেলা হাসপাতালে পাঠিয়েছে।

পরিবারের অভিযোগ, স্থানীয় তৃণমূল নেতা ও প্রাক্তন পঞ্চায়েত প্রধান অসিত মাধব হুমকি দিয়েছিলেন। এরপর থেকে তিনি মানসিক অবসাদে ভুগছিলেন। এই কারণে তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

তবে হুমকিতে তিনি কী বলেছেন তা স্পষ্ট নয়, হুমকি দেওয়ার কারণও স্পষ্ট নয়।

নিহতের স্ত্রী পুষ্পরাণী সর্দার বলেন, "প্রাক্তন প্রধান অসিত হুমকি দিয়েছিলেন যা মাধব বাড়িতে জানিয়েছিলেন। এই ভয়ে সে আত্মহত্যা করেছে। এদিন ভোর সাড়ে ৫টার দিকে পাশের একটি আম বাগান থেকে তার দেহ ঝুলন্ত অবস্থায় পাওয়া যায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে।

রেল স্টেশন থেকে দুই গাঁজা কারবারি আটক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। রবিবার ভোরে আগরতলা রেল স্টেশনে ১ নং প্ল্যাট ফর্মের কাছ থেকে ধৃত দুই গাঁজা কারবারি। গোপন খবরের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে জিআরপি থানার পুলিশ এবং আর পি এফ মিলে এই পাচার কারবারীদেরকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়েছে।

জিআরপি থানার ওসি তাপস দাস জানিয়েছেন, দুই গাঁজা কারবারি বিহারের বাসিন্দা। একজনের নাম বিট্টু কুমার এবং অপরজন অঙ্কোল কুমার। দেওঘরগামী এক্সপ্রেস ট্রেন দিয়ে গাঁজা বিহারে নিয়ে যাওয়ার উদ্দ্যেশ্য ছিল তাদের।

তিনি আরো বলেন, ধৃতদের কাছে পাওয়া গাঁজাগুলির কালোবাজার মূল্য আনুমানিক ৩৫ লক্ষ্য টাকা। জিআরপি থানা ধৃতদের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করেছে।

কর্নেল চৌমুহনী যুব সংস্থার ২০ সদস্যের নতুন কমিটি গঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। কর্নেল চৌমুহনী যুব সংস্থার ২০জন সদস্যের নতুন কমিটি গঠিত হয়েছে। এই কমিটি আগামী তিন বছর ক্লাবের পরিচালনার দায়িত্বে থাকবে। আজ কর্নেল চৌমুহনী যুব সংস্থা ক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান নতুন কমিটির সভাপতি ডঃ পল্লব কান্তি ঘোষাল। সাংবাদিক সম্মেলনের উপস্থিত ছিলেন সম্পাদক অসিত বরণ সাহা সহ অন্যান্যরা।

এই সাংবাদিক সম্মেলনে আগামীদিনের কর্মসূচিও তুলে ধরেন তারা। কিছুদিনের ভেতরে একটি রক্তদান শিবির এবং স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হবে ক্লাব প্রাঙ্গনে বলে জানান পল্লব বাবু। কি কি কর্মসূচি পড়ে থাকে ক্লাব সে ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলেন, ক্লাবের দুটি অ্যাম্বুলেন্স পরিষেবা দিনরাত দিয়ে যাচ্ছে। গরিব দুস্থদের সাহায্য করে চলেছেন ক্লাব তা অব্যাহত থাকবে। কর্নেল চৌমুহনী প্লে সেন্টারে ক্রিকেট কোচিং এর ব্যবস্থা করা হবে।

রাজধানীর দুর্গাবাড়ীতে শুরু হয়েছে কাত্যায়নী পূজা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। রাজধানীর দুর্গাবাড়ীতে আজ থেকে কাত্যায়নী পূজা শুরু হয়েছে। তিনদিন ধরে চলবে এই পুজো। প্রতিবছরের ন্যায় এবারও দেবীর ষষ্ঠ রূপের আরাধনায় দুর্গাবাড়ীতে ভক্তদের আনাগোনা লক্ষ্য করা গেছে।

কাত্যায়নী হিন্দু দেবী দুর্গার একটি বিশেষ রূপ এবং মহাশক্তির অংশবিশেষ। তিনি নবদুর্গা নামে পরিচিত দুর্গার নয়টি বিশিষ্ট রূপের মধ্যে ষষ্ঠ। নবরাত্রি উৎসবের সময় তার পূজা প্রচলিত। শাক্তধর্ম মতে, তিনি মহাশক্তির একটি ভীষণা রূপ এবং ভদ্রকালী ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তায় বেহাল দশায় সমস্যায় গ্রামবাসীরা, সংস্কারের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ১৭ নভেম্বর।। দীর্ঘ কাঁচা রাস্তায় অর্ধেক ইটসলিং হওয়ার পর কাজ বন্ধ থাকার কারনে দক্ষিণ মানিক ভান্ডার গ্রামবাসীরা চরম দুর্ভোগে পড়েছেন।

দক্ষিন মানিক ভান্ডার পঞ্চায়েতের অধীন পঞ্চায়েত সংলগ্ন মেইন রাস্তার পূর্ব প্রান্তে গ্রামের কাঁচা রাস্তাটি বাম জমানায় দাবি উঠেছিল ইট সলিং করার জন্য। কিন্তু ইট সলিং হয়নি। গ্রামে ৩৫ পরিবারের বসবাস। সবাই খেটে খাওয়া মানুষ। তাদের এক মাত্র যাতায়াতের রাস্তা খুব করুন অবস্থায় আছে। বিজেপি জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর দক্ষিন মানিক ভান্ডার পঞ্চায়েত থেকে সিদ্ধান্ত হয় দীর্ঘ রাস্তা ইট সলিং করার। সেই খুশীতে প্রথমে সবাই রাস্তার জন্য জায়গা ছেড়ে দিতে রাজি হয়।

গ্রামের বাসিন্দা দীপক দাস অভিযোগ করে বলেন, রাস্তার জন্য মাট ওয়াল ঘরের একাংশ ভেঙ্গে দেওয়া হয়। কিন্তু, এখনো রাস্তা হয়নি। পুকুরে পাড় ভেঙ্গে রাস্তা বিপদজ্জনক অবস্থায় আছে। অনেক গ্রামবাসী রাতের অন্ধকারে যাতায়াত করতে গিয়ে জলাশয়ে পড়ে।গ্রামবাসীদের দাবীতে রাস্তার কাজ শুরু হয়ে একশো মিটার ইট সলিং হওয়ার পর রাস্তার পাশে দু"একজন বাসিন্দা রাস্তার জন্য জায়গা দিতে রাজি না হওয়ায় ইট সলিংয়ের কাজ বন্ধ হয়ে যায়। এতে দুর্ভোগে পড়েন গ্রামের বাসিন্দারা। এবিষয়ে, দক্ষিন মানিক ভান্ডার পঞ্চায়েতের প্রধান স্বপন দাস জানান, দক্ষিন মানিক ভান্ডার পঞ্চায়েতের পাশে রাস্তাটি ইট সলিংয়ের কাজ করার জন্য দীর্ঘ দিন ধরে চেষ্টা করে যাচ্ছি। দীপক দাস রাস্তার জন্য নিজে ঘর ভেঙ্গে দিয়েছে। তার আগে কয়েকজন বাসিন্দা রাস্তার জন্য জায়গা দিতে রাজি না হওয়ায় কাজ বন্ধ আছে। রাস্তার জন্য জায়গা না দিলে জোর করে তো জায়গা নেওয়া যায় না। উন্নয়নের জন্য আমাদের পঞ্চায়েত রাস্তাঘাট, পানীয় জল সব কিছু দেওয়ার চেষ্টা করছে।

অশান্ত মণিপুর, পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে রাজ্য সফরে আসছেন সিআরপিএফ-প্রধান, খবর সূত্রের

ইমফল, ১৭ নভেম্বর (হি.স.) ।। ক্রমবর্ধমান অস্থিরতার পরিপ্রেক্ষিতে মণিপুর সফরে আসছেন সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সিআরপিএফ)-এর ডিরেক্টর জেনারেল অনীশ দয়াল সিং। মণিপুর সফরে এসে তিনি পরিস্থিতির খোঁজ নিয়ে রাজ্যে নিয়োজিত সিআরপিএফকে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবেন, জানা গেছে এক বিশেষ সূত্রে।

সূত্রটি জানিয়েছে, মূলত গত ১৬ নভেম্বর জিরিবাম জেলায় জঙ্গিদের হাতে অপহৃত ছয়টি মৃতদেহ উদ্ধারের পর রাজ্যের বেশ কয়েকজন বিধায়ক ও মন্ত্রী, এমন-কি মুখ্যমন্ত্রীর বাসভবনে হামলা চালিয়েছিল বিক্ষোভকারী। এ সব ঘটনাকে কেন্দ্র করে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে বাড়ছে উত্তেজনা হামলা।

সার্বিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী সিআরপিএফ-প্রধান রাজ্য সফরের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে, গতকাল রাতে রাজধানী শহর ইমফল ফ্ল্যাশপয়েন্টে পরিণত হয়েছিল। বিক্ষুব্ধ জনতা ছাগলবন্দের বিধায়ক সপাম কুজাকেশ্বর, পাটসোইয়ের বিধায়ক সাপাম নিশিকান্ত এবং পরিষদীয় মন্ত্রী ডা. সপাম রঞ্জন সিং সহ আরও কয়েকজন বিধায়কের বাড়িতে হামলার চেষ্টা করেছিল। তারা মুখ্যমন্ত্রী বীরেন সিঙের সরকারি আবাসেও হামলা করারও আপ্রাণ চেষ্টা করে। বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভকারীরা সে সময় বহু সম্পত্তির ক্ষতি করেছে। পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর সঙ্গে ব্যাপক সংঘর্ষও হয়েছে বিক্ষোভকারীদের।

ন্যারিস্ট আগরতলা চ্যাপ্টারের প্রক্তনীদের উদ্যোগে সামাজিক কর্মসূচি অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। ন্যারিস্ট আগরতলা চ্যাপ্টারের ১৯৮৬ সাল থেকে শুরু করে সব বছরের প্রাক্তনীরা নভেম্বর মাসের ৯ তারিখ গত শনিবারে স্থানীয় আয়ুষ গ্রামে মিলিত হয়ে বিভিন্ন সামাজিক কর্মকান্ডের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

এই পুনর্মিলন অনুষ্ঠানে ত্রিপুরার বাইরে কর্মরতরাও অনেকে অংশগ্রহণ করেছেন। ন্যারিস্ট ত্রিপুরা চ্যাপ্টারের প্রাক্তনীদের সামাজিক কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের শুরু হয় আজ ১৭ ই নভেম্বর রবিবার সান্ধ্যনীড় বৃদ্ধাশ্রমে নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য সামগ্রী ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী প্রদানের মাধ্যমে।

আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানে প্রাক্তনীদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের আধিকারিক দ্বিপজয় সরকার, সপ্তর্ষি পাল, স্টেট ব্যাংকের রজত কান্তি সাহা, আয়ুষ গ্রামের স্বত্বাধিকারী বিশ্বনাথ দাস, জিকো দাস, তন্ময় দাস, জন দেববর্মা, বিশ্বজিৎ ভৌমিক, প্রসেনজিৎ সাহা সহ আরো অনেক ন্যারিস্টের প্রাক্তনীরা।

আয়োজকদের তরফে আগামীদিনেও এই ধরনের আরও সামাজিক ক্রিয়াকর্ম সংগঠিত করার অঙ্গীকার করা হয়।

মৃত গরুর পচনে অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ এলাকায় দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহনের দাবি জনগনের

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। বলদাখাল ব্রিজের নিচে একটি মৃত গরু থেকে পচা দুর্গন্ধ বের হওয়ার ঘটনায় এলাকার জনগণের তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে। গরুটির মালিকের দায়িত্বশীলতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এলাকাবাসী।

আগরতলার বলদাখাল ব্রিজের নিচে একটি মৃত গরু পড়ে থাকার ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকার জনগণের তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। প্রচন্ড দুর্গন্ধ বের হচ্ছে। কিন্তু এই দুর্গন্ধযুক্ত জল জনগণ ব্যবহার করছে সাপ্লাই এর মাধ্যমে। ক্ষতি হচ্ছে জনগণের। জল দূষিত হচ্ছে। এলাকাবাসীর অভিমত গরুটি যারই হোক না কেন মৃত্যুর পর গরুটিকে মাটিচাপা দেওয়া উচিত ছিল। একদিকে পচা দুর্গন্ধ, অন্যদিকে এই জলাশয় থেকেই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টের মাধ্যমে পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে। অবিলম্বে এব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি উঠেছে।

নতুন নেশামুক্তি কেন্দ্রের উদ্বোধন করলেন বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৭ নভেম্বর।। রবিবার খয়েরপুর সিএনজি স্টেশন এলাকায় নিউ হেভেন নামে একটি নেশা মুক্তি কেন্দ্র চালু হয়েছে। এর উদ্বোধন করেন বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। এ উপলক্ষে এক স্বাস্থ্য শিবিরের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন খয়েরপুর বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক রতন চক্রবর্তী। তাছাড়া উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের সদস্য চক্রবর্তী সহ অন্যান্যরা।

মূলত বর্তমানে নেশার বারবারান্তে যুবসমাজ আচ্ছন্ন হয়ে আছে। ফলে তাদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনতে এই নেশামুক্ত কেন্দ্রগুলি গুরুত্বপুর্ন ভূমিকা পালন করে থাকে। একইভাবে এই নেশামুক্ত কেন্দ্র বিপথগামী যুবাদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনবে বলে আশা ব্যক্ত করেন বিধায়ক।

রবিবার আগরতলায় ত্রিপুরা অতিথি অধ্যাপক সংঘের কর্মকর্তারা এক সাংবাদিক সম্মেলনের আয়োজন করেন।

ভারপ্রাপ্ত মুদ্রক ও প্রকাশক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।